NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ২৯ এপ্রিল ২০২৬ ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩১৭ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.04.2026, Vol.19, Issue No. 317, 12 Pages, Price 3.00

ভয় OUT ভরসা IN

BJP কে ভোট দিন

বিজেপি

পাল্টানো দরকার

চাই বিজেপি সরকার

Certificate Number - 297/2026

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

জগদ্দল থানার সামনে গণ্ডগোলের অভিযোগের তদন্তে এনআইএ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ২৬ এপ্রিল রবিবার রাতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে তপ্ত হয়ে উঠেছিল জগদ্দল থানা চত্বর। সেদিন পুলিশের সামনেই জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমারের ওপর হামলা করার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। দলীয় প্রার্থীর ওপর হামলার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি সেখানে হাজির হয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা-গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। গুলিতে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পবন সিংয়ের এক দেহরক্ষী। উক্ত ঘটনার তদন্তভার নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। বোমাবাজি ও গুলি কাণ্ডের তদন্তে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ভাটপাড়া ও জগদ্দল থানায় আসেন এনআইএর চার সদস্যের প্রতিনিধি দল।

গুজরাতের ফল তুলে ধরে বঙ্গে পরিবর্তনের সুর শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুজরাতের সাম্প্রতিক পুরভোটের ফলাফলকে সামনে রেখে বাংলার রাজনীতিতে নতুন করে সুর চড়ালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, এই ফল প্রমাণ করে মানুষের কাছে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতাই শেষ কথা।

তিনি বলেন, গুজরাতে মানুষ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, কাজের রাজনীতিকেই তারা সমর্থন করে, ফাঁকা প্রতিশ্রুতিকে নয়। তাঁর মতে, অর্ধেকের বেশি ভোট পেয়ে একাধিক পুরনিগমে জয়ের মাধ্যমে জনমানসে আস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। এই প্রসঙ্গ টেনে বাংলার ভোটারদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'আমরাও কি উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার পথে হাঁটব? নাকি অজুহাতের রাজনীতি চলতেই থাকবে?' তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, বর্তমান পরিস্থিতি বদলানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছেন তিনি।

আরও এক ধাপ এগিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'দায়িত্বশীল শাসন মানেই দ্রুত অগ্রগতি, পরিষ্কার প্রশাসন এবং ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট দিশা।' সেই লক্ষ্যেই বাংলায় শক্তিশালী বিকল্প গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি। সেই লক্ষ্যেই বাংলায় শক্তিশালী বিকল্প গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি। সব মিলিয়ে, গুজরাতের ফলকে হাতিয়ার করে বাংলার মাটিতে পরিবর্তনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাইছে বিরোধী শিবির, এটাই স্পষ্ট তাঁর বক্তব্যে।

ভোটের আগে 'নকল আঙুল' বিতর্কে সরগরম ভবানীপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগের মুহূর্তে ভবানীপুর কেন্দ্রকে ঘিরে উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, ভুয়ো ভোটদানের জন্য বিশেষভাবে তৈরি 'নকল আঙুল' ব্যবহার করা হতে পারে।

তাঁর অভিযোগ, ভোটলুঠের জন্য নতুন কৌশল নেওয়া হয়েছে। সিলিকনের তৈরি নকল আঙুল ব্যবহার করে অন্যের নামে ভোট দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে।' তিনি আরও জানান, নির্দিষ্ট একটি ওয়ার্ডের এক জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে এই প্রস্তুতির ইঙ্গিত মিলেছে বলেই সন্দেহ জোরদার হয়েছে।

শুভেন্দুর কথায়, মৃত বা অনুপস্থিত ভোটারদের নামে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। কমিশনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে শাসক শিবির। তাদের পাল্টা বক্তব্য, হারের আশঙ্কায় ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। মানুষের সমর্থন না-থাকায় এখন গল্প তৈরি করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ভবানীপুর বরাবরই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল কেন্দ্র। সেখানে ভোটের আগের রাতে এই ধরনের অভিযোগ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা বেড়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

আমি সেখ মহম্মদ রিয়াজ পিতা সেখ আব্দুল জলিল গ্রাম তেঁতুলিয়া পাড়া, পোস্ট সোনামুই, থানা আমতা, জেলা হাওড়া, আমি Enrolment Certificate পাইবার জন্য West Bengal Law Clerks Council এ দরখাস্ত করিয়াছি, যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে এটা প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে Chairman, West Bengal Law Clerks State Council, 1 Beleghata Road, Sealdah Court Complex, 7th Floor এখানে যোগাযোগ করিবেন।

CHANGE OF NAME

I, Amish S. Naik, S/o, Sri Subhash K. Naik, residing at 2/3, Judges Court Road, Divine Bliss Apartment, 8th Floor, Alipore, Kolkata-700027, solemnly affirm and declare Before the Notary Public at Kolkata vide Affidavit No. AS450030 dated 27th April 2026 that My name mentioned in some documents written as Amish S. Naik and in some documents written as Amish Naik. That Amish S. Naik and Amish Naik are the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯শে এপ্রিল। ১৫ই বৈশাখ। বুধ বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র ও বিংশোত্তরী চন্দ্র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শেফিল্ডের কঙ্কাল ও পুনরুত্থানের স্বপ্ন হাওড়ার শিল্পায়নে নতুন সংকল্পের অঙ্ক

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে একসময় যে লেদ মেশিনের ঘড়ঘড়ানি আর হাতুড়ির শব্দে ভারতের অর্থনীতির হৃদস্পন্দন শোনা যেত, আজ সেখানে শুধুই মরচে ধরা তালা আর আগাছার জঙ্গল। ঊনবিংশ শতাধীতে যে শহরকে সগর্বে 'ভারতের শেফিল্ড' বলা হত, কয়েক দশকের ভুল রাজনীতি আর প্রশাসনিক উদাসীনতায় আজ তা এক পরিত্যক্ত জনপদ। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই হারানো গরিমা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বিজেপির 'সংকল্প পত্র'। কিন্তু প্রশ্ন হল, ইতিহাসের ক্ষত কি কেবল ইস্তেহারের মলমে সারবে?

পতনের ব্যবচ্ছেদ কেন নিভল শেফিল্ডের আলো?

হাওড়ার এই শিল্প-মৃত্যু কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং এক পরিকল্পিত বিয়োগান্তক নাটক। ১৯৫২ সালের পণ্য মাশুল সমীকরণ নীতি ছিল প্রথম বড় আঘাত। আকরিক লোহা ও কয়লার দাম সারা দেশে এক করে দেওয়ায় খনিজ অঞ্চলের কাছাকাছি হওয়ায় হাওড়ার ভৌগোলিক সুবিধা রাতারাতি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এরপর ষাটের দশকের শেষভাগে শুরু হওয়া উগ্র শ্রমিক আন্দোলন ও 'ঘেরাও' রাজনীতি কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়। বিনিয়োগকারীরা প্রাণভয়ে বাংলা ছেড়ে মুখ ফেরান। রেল বাজেটের সংকোচন আর কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত এই 'পলিসি প্যারালাইসিস'কে আরও তীব্র করে।

উলুবেড়িয়ায় সরঞ্জাম নিয়ে বুথের পথে মহিলা ভোটকর্মীরা।

প্রার্থীকে ঘিরে কটূক্তির অভিযোগে সরগরম শহর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগের দিনেই শহরের রাজনৈতিক আবহে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল এক বিতর্ককে ঘিরে। বালিগঞ্জ অঞ্চলে প্রচারপর্ব শেষ হওয়ার পরও বিরোধী প্রার্থীকে উদ্দেশ করে কটূক্তির অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের এক কর্মীর বিরুদ্ধে।

এই ঘটনায় সরব হয়েছেন বাম প্রার্থী আফরিন বেগম। তাঁর অভিযোগ, 'ওয়াকার আজম নামে এক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা রটাচ্ছে। আমার বয়স নিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের পরেও মাইক নিয়ে প্রচার চলছে, অথচ প্রশাসন নীরব।' অভিযোগের কেন্দ্রে থাকা ওই কর্মীর বক্তব্যের ভিডিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়েছে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'নির্বাচনে লড়াই করতে হলে কাজ দেখতে হয়, বয়স নয়। আর যদি সুন্দরী যুবতী হয়, তা হলে বিয়ে দিয়ে দিন, ভোটে দাঁড় করাবেন না।' এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বাম নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, আফরিন বেগম এবারের নির্বাচনে নতুন মুখ হলেও সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকার কারণে নজরে এসেছেন। অভিজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাঁকে প্রার্থী করায় এই কেন্দ্রটি আগে থেকেই চর্চায় ছিল। তার মধ্যেই এই বিতর্ক ভোটের আগে পরিস্থিতিকে আরও তপ্ত করে তুলেছে।

রোদ-ভোটে সতর্কতা, বুথে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যেই ভোটের লাইনে দাঁড়াতে হবে, এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে নাগরিকদের জন্য সতর্কবার্তা স্পষ্ট। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে গিয়ে শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা এড়াতে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

চিকিৎসকদের মতে, গরমে শরীর থেকে দ্রুত জল বেরিয়ে যায়, তাই সঙ্গে পর্যাপ্ত জল রাখা জরুরি। শুধু জল নয়, লবণ-চিনি মিশ্রিত পানীয় বা ওআরএসও কার্যকর হতে পারে। এতে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকে। রোদ থেকে বাঁচতে ছাতা বা মাথা ঢাকার ব্যবস্থা রাখা দরকার। অনেকের কথায়, লাইনের বেশিরভাগ অংশই খোলা জায়গায়, ছায়া মেলে না। তাই হালকা রঙের সুতির পোশাক ও আরামদায়ক জুতোই সেরা সঙ্গী।

গরমে অস্বস্তি কমাতে ছোট হাতপাখা বা বহনযোগ্য পাখা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন অভিজ্ঞরা। পাশাপাশি ভেজা রুমাল বা টিস্যু থাকলে সাময়িক স্বস্তি মেলে। যাঁদের নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়, তাঁদের অবশ্যই তা সঙ্গে রাখা উচিত। হঠাৎ দুর্বলতা এড়াতে সামান্য মিষ্টি বা লজেন্সও কাজে আসতে পারে।

সবশেষে, ভোটার পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সুরক্ষিত ভাবে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে কাছাকাছি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের সাহায্য নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে, ভোট শুধু অধিকার নয়, সচেতন প্রস্তুতিই নিরাপদ অংশগ্রহণের চাবিকাঠি।

তাঁর নামে মিথ্যা লিফলেট বিলিতে ক্ষুব্ধ মঞ্জু বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোট আসলেই তাঁর স্বামী বিকাশ বসুর কথা তৃণমূলের মনে পড়ে। ভোট মিটলেই তাঁর কথা তৃণমূল ভুলে যায়। বারংবার এই অভিযোগ করেছেন নোয়াপাড়ার তিনবারের বিধায়ক মঞ্জু বসু। এবার তাঁর নাম করে মিথ্যা একটা লিফলেট বিলি করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ধরনের মিথ্যা লিফলেট বিলি নিয়ে বেজায় চটেছেন শহীদ বিকাশ বসুর স্ত্রী মঞ্জু বসু। প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে মঞ্জু বসুর নাম করে নোয়াপাড়া জুড়ে একটা লিফলেট বিলি করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর স্বামীর খুনিকে দয়া করে ভোট দেবেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে মঙ্গলবার বেলায় সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মঞ্জু বসু জানান, সোমবার বিকেলে অভিষেক ব্যানার্জির অফিস থেকে একজন দু'-দুবার ফোন করে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি সাক্ষাতের বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মঞ্জু বসুর অভিযোগ, ওইদিন রাতে তাঁর নাম করে ফলস একটা লিফলেট বিলি করা হয়েছে। তাঁর অনুমতি না-নিয়েই এভাবে তৃণমূল লিফলেট বিলি করে বেআইনি কাজ করেছে। এই বিষয়ে তিনি নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। নোয়াপাড়াবাসীর উদ্দেশে মঞ্জু বসু বলেন, 'আপনারা তৃণমূলকে ভোট দেবেন না। অনুমতি না-নিয়েই তাঁর নাম করে মিথ্যা একটা লিফলেট বিলি করা হয়েছে।'

মঞ্জু বসু জানান, গত ৬ মার্চ ধর্নামঞ্চে অপমানিত হওয়ার পরই তিনি অনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূল ত্যাগ করেছেন। মঞ্জু বসুর নাম করে লিফলেট বিলি নিয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, পার্থ ভৌমিকের নোংরামি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। তাঁর স্বামীর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে মঞ্জু বসু সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন। লিফলেট বিলি নিয়ে ওঁর নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানানো উচিত। তাঁর অভিযোগ, ইছাপুর লকগেট খালপাড় এলাকার বাসিন্দা শুভঙ্কর বিশ্বাস ওরফে পল্টু এবং সাহিল এই দু'জন রাতের অন্ধকারে মঞ্জু বসুর নাম করে ফলস লিফলেট বিলি করেছে। তাঁর দাবি, পার্থ ভৌমিক এবং তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের নির্দেশেই এভাবে লিফলেট বিলি করা হয়েছে।

ময়দান

২২২ করেও হার! বৈভব এবং ফেরেইরার তাণ্ডবে মরশুমে প্রথম হার পাঞ্জাব কিংসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের জয়ের রথ থামিয়ে দিল রাজস্থান রয়্যালস। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে হাইভোল্টেজ রান তাড়ায় ৬ উইকেটে জিতে গেল রিয়ান পরাগের দল। আগে ব্যাট করে পঞ্জাব তোলে ৪ উইকেটে ২২২ রান, কিন্তু সেই বিশাল লক্ষ্যও নিরাপদ হল না শ্রেয়স আয়ারদের জন্য।

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রাজস্থান শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল। ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশী ফের নজর কাড়লেন বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে। মাত্র ১৬ বলে ৪৩ রান করে ম্যাচের ভিত গড়ে দেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ৩টি চার ও ৫টি ছক্কা। অন্য প্রান্তে যশস্বী জয়সওয়াল পরে গতি বাড়িয়ে ২৭ বলে ৫১ রান করেন। ধ্রুব জুরেল ১৬ রান করে ফিরলেও রানরেট তখনও নিয়ন্ত্রণে ছিল। অধিনায়ক রিয়ান পরাগ ১৬ বলে ২৯ রান করে আউট হলে ম্যাচে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। তবে শেষদিকে ডোনোভান ফেরেইরা ও শুভম দুবে দুরন্ত জুটি গড়ে সব চাপ সরিয়ে দেন। ফেরেইরা ২৬ বলে অপরাজিত ৫২ এবং শুভম ১২ বলে ৩১ রান করেন। পঞ্চম উইকেটে তাঁদের ৩২ বলে ৭৭ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি রাজস্থানকে ১৯.২ ওভারে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেয়।

পঞ্জাবের বোলারদের মধ্যে যুজবেন্দ্র চহাল ৩ উইকেট নিলেও বাকিরা খরুচে ছিলেন। অর্শদীপ সিংহ ৪ ওভারে ৬৮ রান দেন, ফার্গুসন ও মার্কো জানসেনও মার খেলেন। একমাত্র হরপ্রীত ব্রার তুলনামূলক নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন।

এর আগে পঞ্জাবের ইনিংসে শুরুটা ভাল করেন প্রিয়াংশ আর্য (২৯) ও প্রভসিমরন সিংহ। প্রভসিমরন ৪৪ বলে ৫৯ রান করেন। কুপার কনোলি ১৪ বলে ৩০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার ৩০ রান করলেও শেষের ঝড় তোলেন মার্কাস স্টোইনিস। মাত্র ২২ বলে অপরাজিত ৬২ রান করে দলকে ২২২-এ পৌঁছে দেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ৬টি ছক্কা। তবে এত বড় রানও শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট হল না। রাজস্থানের ব্যাটারদের আগ্রাসনের সামনে অসহায় দেখাল পঞ্জাবকে।

ইউসেফের জোড়া গোলে ওড়িশাকে হারাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে বড় জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। গোয়ার মাঠে ৩-০ গোলে ওড়িশাকে হারাল ইউসেফ এজ্জেজারিরা। এই জয়ের ফলে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল লাল-হলুদ ব্রিগেড। ইউসেফ এজ্জেজ্জারির জোড়া গোল, অন্যদিকে আইএসএলে নিজের ১৫০ তম ম্যাচে গোল করলেন বিপিন সিং। আইএসএল পয়েন্ট টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এল অস্কার বাহিনী। বুধবার এই ম্যাচে জয়ের জন্যই ঝাপিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কারণ পরবর্তীতে মুম্বই সিটি এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও ডার্বিতে মোহনবাগানের মতো প্রতিপক্ষদের সামনে পড়বে ইস্টবেঙ্গলের। মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে না পাওয়া বড় সমস্যা ছিল ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। চোট সমস্যায় দুরন্ত ফর্মে থাকা আনোয়ার আলিকেও এদিন প্রথম একাদশে রাখতে পারেননি অস্কার। গত ম্যাচে গোল পাওয়া অ্যান্টন সজবার্গ শুরু করলেও ইউসেফকে বেঞ্চেই রেখেছিলেন অস্কার। তবে পয়েন্টস টেবিলে নীচের দিকে থাকা ওড়িশার বিরুদ্ধে জয় পাওয়া খুব একটা কঠিন হবে না তা জানা ছিল লাল-হলুদ সমর্থকদের। তেমনটাই হল। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই বিপক্ষের বিপক্ষ বক্সে আক্রমণের ঝড় তোলে লাল-হলুদ ব্রিগেড।**মাত্র ১০ মিনিটেই বিপিনের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁদিক থেকে বিপিনের উদ্দেশ্যে ক্রস বাড়িয়ে দেন বিষ্ণু, নির্ভুল শটে বল গোলের জালে জড়িয়ে দেন বিপিন সিং। ইস্টবেঙ্গল একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-০ গোলেই। দ্বিতীয়ার্ধেও সমান মেজাজে আক্রমণ চালিয়ে যায় বিষ্ণু-সৌভিকরা। ওড়িশা পাল্টা প্রতি আক্রমণ করতে থাকে। যদিও সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করতে ব্যর্থ। রহিম আলির একটি শট প্রায় পোস্টের গা ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ম্যাচের ৬২ মিনিটে মাঠে নামলেন ইউসেফ এজ্জেজারি। সেই সঙ্গে জেরিকেও এদিন দেখে নিলেন অস্কার। মাঠে নামার পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ এগিয়ে দিলেন ইউসেফ। ৮৩ মিনিটে ইউসেফের তাঁর দ্বিতীয় গোল করলেন। গোলপার্থক্যে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ২৯ এপ্রিল ২০২৬ ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩১৭ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.04.2026, Vol.19, Issue No. 317, 8 Pages, Price 3.00

যে লড়ছে সবার ডাকে, সেই জেতাবে বাংলা মাকে

বাংলার জন্য দিদির ১০ প্রতিজ্ঞা

লক্ষ্মীদের জয়, স্বনির্ভরতা অক্ষয়

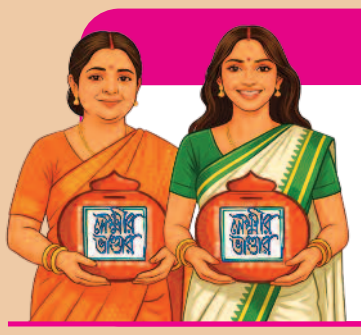

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাসিক ₹৫০০ বৃদ্ধি — সাধারণ মহিলাদের জন্য ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) এবং তপশিলি জাতি/জনজাতির মহিলাদের জন্য ₹১,৭০০ (বার্ষিক ₹২০,৪০০)

সুস্বাস্থ্যের অধিকার, বাংলার সবার

প্রতি বছর প্রতিটি ব্লক ও টাউনে আয়োজিত ‘দুয়ারে চিকিৎসা’ ক্যাম্প কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবে আপনার দোরগোড়ায়

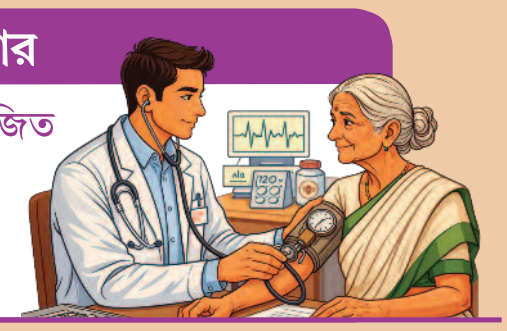

যুবদের পাশে, জীবিকার আশ্বাসে

জীবিকাহীন যুবদের ‘বাংলার যুবসাথী’ প্রকল্পে মাসিক ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) আর্থিক সহায়তা

শিক্ষাই সম্পদ, ভবিষ্যৎ নিরাপদ

‘বাংলার শিক্ষায়তন’-এর অধীনে সমস্ত সরকারি স্কুলগুলির সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

বাজেটে কৃষি, কৃষকের হাসি

কৃষক পরিবারগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক সাহায্য এবং কৃষিক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ₹৩০,০০০ কোটির কৃষি বাজেট এবং রাজ্য জুড়ে কৃষকদের সাহায্যার্থে ৫০টি নতুন হিমঘর

পূর্বের বাণিজ্যের কাণ্ডারী, বাংলাই দিশারি

বিশ্বমানের লজিস্টিকস, বন্দর, বাণিজ্য পরিকাঠামো এবং একটি অত্যাধুনিক গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার-সহ বাংলা হয়ে উঠবে পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার

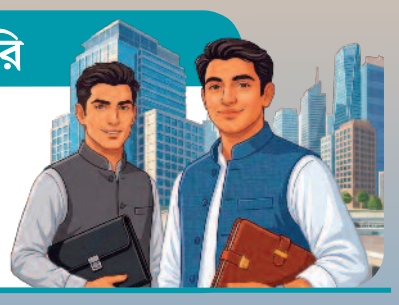

নিশ্চিত বাসস্থান, চিন্তার অবসান

বাংলার সকল পরিবারের জন্য নিশ্চিত পাকা বাড়ি

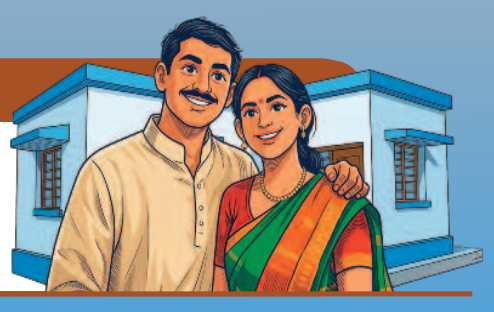

প্রবীণদের পাশে, যত্নের আশ্বাসে

বর্তমান সকল উপভোক্তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বার্ধক্য ভাতার সহায়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ধীরে ধীরেএই ভাতার সুরক্ষা পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে সকল যোগ্য প্রবীণ নাগরিকদের এর আওতায় নিয়ে আসা

ঘরে ঘরে নল, পরিস্রুত পানীয় জল

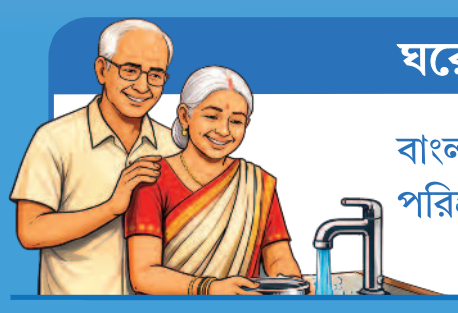

বাংলার সমস্ত বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য

প্রশাসনিক সুবিধায়, নতুন দিগন্ত বাংলায়

৭টি নতুন জেলা তৈরি; সামগ্রিক ভৌগোলিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি

জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিন

সম্পাদকীয়

দ্বিতীয় দফার ভোট শান্তিতে শেষ করতে আরও সক্রিয় হতে হবে বাহিনীকে

আজ বুধবার বঙ্গে দ্বিতীয় দফা নির্বাচন। ৭ জেলার ১৪২ আসনে ভোটগ্রহণ। এই ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। প্রথম দফার ভোট ভালোয় ভালোয় শান্তিতে কেটেছে, এটা একটা বড় সাফল্য। এবার দ্বিতীয় দফার পালা। সাধারণ মানুষের মনে এখন একটাই কামনা, এটাও শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে কাটুক। এর জন্য তৈরি নির্বাচন কমিশনও। তবে দ্বিতীয় দফার আগে কয়েকটা অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। তাতে আশঙ্কায় আছেন অনেকে, সব শান্তিতে মিটবে তো? তবে কমিশনের আশ্বাস বড় কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। কারণ, এত পুলিশ, আধাসেনা, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে শুধু সাধারণ মানুষের মনে ভয় দূর করতে। অপরাধীদের টাইট দিতে। ভোটের সময় হামলা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি বাংলায় নতুন নয়। ভোটের বাংলায় সন্ত্রাসের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগের উঠেছে রাজ্যের শাসক দলের দিকে। বিজেপির দাবি, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে ভয়মুক্ত নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। এবারের নির্বাচনে আগের তুলনায় হিংসার ঘটনা কিছুটা কমেছে। তবে দ্বিতীয় দফায় হিংসার আশঙ্কা বাড়তে পারে বলে কমিশনকে মিটিং, মিছিল থেকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছে বিজেপি-সহ বিরোধী শিবির। নির্বাচন কমিশন গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত বলেই ধরে নেওয়া যায়। দ্বিতীয় দফায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার কিছু এলাকায় দুষ্কৃতীদের সক্রিয়তা বেড়েছে, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় মাঝেমধ্যেই বাইরের লোক ঢুকে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে আরও সতর্ক ও কঠোর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকাতে একাংশ এখনও সন্তুষ্ট নন। তারা বলছেন, শুধুমাত্র মোতায়েন করলেই হবে না, বাহিনীকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। সেন্ট্রাল ফোর্স শুধু ঘুরে বেড়ালে চলবে না, প্রয়োজনে আরও কড়া দাওয়াই দিতে হবে। পুলিশ পর্যবেক্ষক-সহ আরও যারা পর্যবেক্ষক রয়েছেন, তাঁদের সবার ভূমিকা সমান নয়। কয়েকজন সক্রিয়তা দেখালেও অনেকেই সেভাবে সক্রিয় নন।

শব্দছক ১৪৫

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. চর্চা ৩. চিত্র ৫. গমন ৬. স্বল্প ৮. চঞ্চল ১০. তহবিল ১২. মা-এর বাবা ১৪. ফল-সব্জির আঁটি বা দানা ১৫. মাস-এর কাব্যরূপ ১৬. দ্বারী ১৮. কাতর বা ক্লীষ্ট ১৯. হত্যা ২০. লাউ ২২. নিষ্কৃতি ২৩. উলঙ্গ ২৪. নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার

ওপর-নিচ: ১. আলো ২. নাসিকা ৪. ময়লাবিহীন ৫. ক্ষীণ দৃষ্টিতে চোখের অলঙ্কার ৭. মতের অসহমত ৮. লোম খাড়াকরা ৯. কাব্যে ব্যবহৃত নাও-এর ভিন্নরূপ ১২. বিসর্জন ১৩. সমগ্র বা সারা ১৬. আগুনের তাপ ১৭. দৃষ্টি ১৮. জনহীন অঞ্চল ২১. কানে পরার অলঙ্কার ২২. পক্ক

সমাধান ১৪৪ — পাশাপাশি: ১. সাদা ৩. অদম্য ৬. কিরণ ৮. ময় ৯. ললিতা ১০. মান্যতা ১১. মশা ১৩. ঘ্রাণ ১৪. পক্ষপাত ১৬. বিরহ ১৮. ফাঁক ১৯. দমন ২১. গণনা ২২. সীতা

ওপর-নিচ: ১. সাকিন ২. দার ৪. দখল ৫. তরু ৭. নগণ্য ৮. মতামত ১০. মানবিক ১১. তাপহরণ ১৫. পারদ ১৭. পানতা ১৮. ফাঁড়া ২০. মসী

আজকের দিন

■ ১৯৯১ — ঘণ্টায় ১৫৫ মাইল বেগের একটি বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে কমপক্ষে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

■ ১৯৯৭ — রাসায়নিক অস্ত্র সনদ চুক্তিতে রাসায়নিক অস্ত্রের উৎপাদন ও মজুদ নিষিদ্ধ করে।

■ ২০১১ — প্রিন্স উইলিয়াম লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে ক্যাথরিন মিডলটনকে বিয়ে করেন।

জন্মদিন

পণ্ডিত আল্লারাখা

১৯১৯ *বিশিষ্ট তবলাবাদক পণ্ডিত আল্লারাখার জন্মদিন।*

১৯৩৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিবেশক জুবিন মেহতার জন্মদিন।*

১৯৭৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আশিস নেহরার জন্মদিন।*

‘আর কবে... আর কবে...’

শান্তনু রায়

দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের ঠিক আগে বিভিন্ন দোলাচল ও টানাপোড়েনের আবহে এ লেখার আরম্ভেই জনপ্রিয় শিল্পীর প্রতিবাদী গানের দ্যোতনায় মনে এল আরও একবার সেই রবীন্দ্রগান ‘ বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি ?/রক্তে তোমার দুলছে নাকি প্রাণ?/ গাইছে না মন মরণজয়ী গান? আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো / ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?

স্মরণে এল আনন্দমঠের ভবানন্দের উক্তিটি - আমরা অন্য মা মানিনা-জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের ভাষ্যও-দেশকে আমরা ‘মা’ বলি কেন জান?মা’র চেয়ে পৃথিবীতে আর কাউকেই আমরা বেশি ভালবাসি না বলে। দেশকে মা’র মত ভালোবাসলেই মা’র শত্রুদের মত দেশের শত্রুদেরকেও আমরা নির্মম হস্তে তাড়িয়ে দিতে পারব’।

প্রায় আট দশক আগে বিদেশি শাসনের অবসান হলেও আজ আবার সে কথা স্মরণ করার উপলক্ষ রাজ্য বিধান সভার চলতি নির্বাচন কারণ এ রাজ্যের কথা ভাবলে প্রায় সকলেরই একই অনুভব আনন্দমঠের ভাষায় ‘মা যা ছিলেন যা হইয়াছেন’। অতএব নির্বাচন রাজ্যের জন্য হলেও রাজ্যবাসীর সুচিন্তিত মতদান একান্ত জরুরি যেমন এ বঙ্গকে বাঁচাতে তেমনই সমগ্র দেশের সুস্থিতি ও অখণ্ডতাকে সুদৃঢ় করতেও যাতে ‘জগৎ সভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসন’ লাভের অভিযাত্রা বিঘ্নহীন থাকে ।

গত এক দশকে শিক্ষা,স্বাস্থ্য,শিল্পায়ন কর্মসংস্থান গণপরিবহন মহিলাদের নিরাপত্তা সর্বোপরি আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য সরকারের চরম ব্যর্থতা এবং প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই সীমাহীন দুর্নীতিকে আড়াল করতেই শাসক দল যতই এস আই আর নামক জুজুকে একমাত্র ইস্যু বানিয়ে ‘বাঙালি অস্মিতা’র দোহাই দিয়ে দৃষ্টি ঘোরানর চেষ্টা করুক না কেন সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যবাসী উপলব্ধিতে আছে যেমন সীমান্তবর্তী এ রাজ্যের আভ্যন্তরীন ভয়াবহ ভবিষ্যত তেমনই শঙ্কিত দেশের নিরাপত্তা নিয়েও-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভোটবাক্সের দিকে তাকিয়ে শাসকদলের চরম পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে ।

সত্য বহু হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতা ও এর গৌরবময় ইতিহাস বিস্মরণ ঘটানোর খেলা অবশ্য শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার ঊষালগ্নেই ভাসাভাসা আন্তর্জাতিকতার নামে যখন দুর্ভাগ্যক্রমে ক্ষমতার পাশাখেলায় একটি পরিবারের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল দীর্ঘকাল পররাজ্যলোলুপ বিদেশি বনিক ও একহাতে তরবারি অন্যহাতে ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আসা আক্রমনকারীদের অধীনে থাকা এই ভারতভূমির ভাগ্য ১৯৪৭ এ। ফলত যথাযথ গুরুত্ব পায় না স্যর যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জি এস সারদেশাই কিংবা ভি এস ভাটনগর রচিত ইতিহাস কিংবা তাঁদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন।

প্রসঙ্গত ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের ধারা ও স্থায়িত্বই প্রমাণ করে পাঁচ হাজার বছরেরও অধিক প্রাচীন এই সভ্যতার উৎকর্ষতা যার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন- দি ফ্যাক্ট দ্যাট দি ডাইভার্স পিপলস অফ ইণ্ডিয়া হ্যাভ ডেভলেপড এ্যা পিকিয়ুলিয়ার টাইপ অফ কালচার এ্যাজ সিভিলাইজেশন আটারলি ডিফারেন্ট ফ্রম এনি আদার টাইপ অফ দি ওয়ার্ল্ড।দ্যাট সিভিলাইজেশন মে বি সামড আপ ইন দি ওয়ার্ড হিন্দুইজম।

উল্লেখ্য অনাদি অতীতে এই ভারতের তপোবন থেকেই একদা উৎসারিত উচ্চারিত হয়েছিল জীবনের অভীমন্ত্র- উপলব্ধির সেই অমৃতবাণী-শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।ব্যক্তি মানুষকে অমৃতের পুত্ররূপে গণ্য করে যে ধর্ম তার স্বরূপ অনুধাবন করতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন আধ্যাত্মিক ভারতের সাথে সুনিবিড় পরিচয় এবং সে ভারতের ইতিহাসের তন্নিষ্ঠ চর্চা।

হিন্দুধর্মকে প্রচলিত ধর্মবোধের উর্ধে এক জীবনপ্রনালী রূপে গন্য হয় অনেক মননে। অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় যেমনটি বলেছেন - এককালে হিন্দু আর ভারতবাসী’ দুটি কথাই সমার্থক ছিল তখন ‘হিন্দু’বলতে বোঝাত নির্দ্দিষ্ট ভূখন্ডের অধিবাসীদের, ধর্মের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না খখ.আসলে প্রাক ইসলাম যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ধর্মীয় কোন বিরোধ মাথাচাড়া দেয়নি সে যুগে ধর্মমত বিষয়ক বিরোধ সাম্প্রদায়িক মারদাঙ্গায় পরিনত হয়নি ইসলামের অভ্যুত্থানের পরবর্তীকালে পরিবর্তন ঘটলেও শেষ পর্যন্ত হিন্দুমুসলমান পরস্পরকে মেনে নিল,পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় ঘটল-সমন্বয়ধর্মী প্রচেষ্টায় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল কিন্তু ইংরেজযুগে সমস্যাটি নতুন চেহারা নিয়ে দেখা দিল ...এর ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি আর হিন্দু সংস্কৃতি এক বা অভিন্ন রইলো না খআজ যদি কেউ ভারতীয় সভ্যতাকে হিন্দু সভ্যতা বলে বর্ণনা করেন তাহলে তাকে পেতে হবে প্রতিক্রিয়াপন্থী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী আখ্যা মানসিক এই স্পষ্টভঙ্গীর পরিবর্তনের মূলে ইতিহাসের সমর্থন নেই-একথা সত্য হলেও অনেকে তা মেনে নিতে চাইবেন না এখানেই সংহতিবোধের বড় অন্তরায়

যদিও ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে নিঃসন্দেহে হিন্দু ধর্ম তুলনামূলকভাবে অনেক কম রেজিমেন্টেড। বেদের মন্ত্রও সার্বজনীন মঙ্গলকামনায় -ওঁ সর্বেষাং স্বস্তির্ভবতু , সর্বেষাং শান্তির্ভবতু, সর্বেষাং পূর্ণংর্ভবতু, সর্বেষাং মঙ্গলং র্ভবতু। সেই পরম্পরায়ই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক অতি সাধারন(?) পূজারী ব্রাহ্মনও বিশ্বমানবতাবাদে নিজের বিশ্বাস সহজসরল ভাষায় দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন এই বলে যে ,যতমত ততপথ। অথচ বর্তমান আবহে সেই ধর্ম প্রায়শ আক্রমনের শিকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ‘হিন্দী, হিন্দু , হিন্দুত্ববাদ’ নব আখ্যানে।

‘দেশজ জ্ঞানচর্চা’কে একশ্রেণীর পণ্ডিতদের ‘বামপন্থা’র অহমিকায় কিঞ্চিৎ অচ্ছুত করে রাখার বিরোধিতায় জনৈক বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তকেরও মূল্যবান অভিমত-‘সদর্থক চিন্তা একমাত্র মাপকাঠি যদি হয় যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান, ভারতবর্ষের দেশজ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সম্পদের এক বড় অংশই তাহলে আমাদের চর্চার বাইরে থেকে যাবে’। এও স্মর্তব্য, ভারতবর্ষের ইতিহাস দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতক দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতক থেকে আরম্ভ হয়নি, সুলতানি বা মোগল আমলের আগেও ভারতবর্ষ দেশটা ও এই বঙ্গও ছিল তার শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্পকলা নিজস্ব ইতিহাস নিয়ে সগৌরবে। এই ‘বামপন্থী’দের দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা গেছে যেমন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের দাবির প্রেক্ষিতে তেমনই স্বাধীনোত্তর ভারতে পঞ্চাশের দশকের শেষে দাক্ষিনাত্যে বিশেষ জেলাগঠনের পদক্ষেপে।

অন্যদিকে বাংলার বিশ্বকবি আর্য, অনার্য, দ্রাবিড় চীন/শক-হুন -দল পাঠান-মোগল এই ভারতভুমে লীন হয়েছে অনুভবে আহ্বান করে উচ্চারণ করেছিলেন- এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান /... মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা।

কিন্তু কবি এ আশা করলেও বাস্তবে সত্যিই কি সবাই একদেহে লীন হয়েছিল-হয়নি -হয়ত হতে চায়নি , বরং স্বাজাত্য অভিমানে বারবার ভারতীয়ত্বকে আঘাত করেছে-গোপনে চক্রান্ত করেছে, করছে।যদিও এ ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্য পরম্পরা চিরন্তন মূল্যবোধ অনুযায়ী যুগে যুগে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নিপীড়িত লাঞ্ছিত সন্ত্রস্তকে একাকী উদার বক্ষপুটে আশ্রয় দিতে ,ঝুঁকি নিয়েও, পিছপা হয়নি পড়শি নিপীড়িত ভুমির মুক্তির সংগ্রামে সর্বোচ্চ সর্বাত্মক সহায়তাদানেও।যদিও ভবী উপকারীর কথা মনে রাখা তো অস্বস্তির ,সাহায্য নিয়েও চরম কৃতঘ্নতায় আঘাত করতে দ্বিধান্বিত হয়নি-বিলম্বও ঘটেনি ।

ফিরে আসি এ রাজ্যের প্রসঙ্গে যে রাজ্য খণ্ডিত ভারতবর্ষের এক অঙ্গরাজ্য হিসেবে গঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ এর ২০শে জুন বঙ্গীয় আইনসভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে,এক নতুন ধর্মীয় রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়ার দাবি আদায়ে ধর্মীয় উন্মত্ততায় ১৯৪৬ এর আগস্টে সুপরিকল্পিতভাবে কোলকাতায়(ক্যালকাটা কিলিং) ব্যাপক হিংসা রক্তপাত ও প্রাণহানি ও অক্টোবরে নোয়াখালিতে গণহত্যার প্রেক্ষিতে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবিভক্তির সাথে সাথে বঙ্গবিভাগেরও অনিবার্য পরিণতিতে, হিন্দু বাঙ্গালির ভবিষ্যত দুরবস্থার আশঙ্কায়- নবোদ্ভুত পরিস্থিতিতে হিন্দু বাঙ্গালির একটা নিজস্ব ভূমি বা হোমল্যাণ্ড এর প্রয়োজনীয়তায় ।

সে প্রয়োজনীয়তা অচিরেই অনুভব করাও গিয়েছিল,বিশেষত ১৯৫০ এর গণ-বীভৎসতা নামে অনেকের স্মৃতিতে হয়ত আজও জাগরূক তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের উপর মাসাধিককাল চলা সাংঘাতিক ও শিহরণ জাগানো অত্যাচার ,ধর্ষন, নৃশংসভাবে হনন ও ধর্মান্তকরনের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে। সে অত্যাচার এমন পর্যায়ে যায় যে পাকিস্তানের তৎকালীন আইন ও শ্রমমন্ত্রী এবং অবিভক্ত বাংলায় বর্ণহিন্দু বিরোধী রাজনীতির প্রবক্তা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে প্রাণভয়ে সেদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে এসে এখানকার আশ্রয় থেকে পদত্যাগপত্র পাঠাতে হয় এবং তিনি আর কোনদিন ওদেশে ফেরার কথা ভাবেননি।সে সময় থেকে শুরু হওয়া ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পূর্ব প্রান্তের পড়শি দেশ থেকে একমুখী পরিব্রজন আজও চলমান। ক্রমাগত এই শরনার্থী আগমনে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে,বহুলাংশে এরাজ্যে -চাপ পড়েছে অতিরিক্ত জনসখ্যার। আবার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় অনেকক্ষেত্রে দুষ্কর্ম ও অন্যায় দাবির প্রতি অবিমৃষ্যকারী অতিরিক্ত সহনশীলতায় (তোষামোদে) সংখ্যালঘু মৌলবাদ শক্তি সঞ্চয় করে শিকড় গভীরে প্রবেশ করেছে। মৌলবাদী শক্তির চক্রান্তমূলক দাপাদাপিতে রাজ্য ও রাজ্যবাসীর তথা দেশের নিরাপত্তার গুরুতর প্রশ্নটিও অনেক সময়ই অবহেলিত ।

অন্যদিকে নাশকতা চোরাচালান ইত্যাদি অসদুদ্দেশ্যে একশ্রেনীর নিয়মিত অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনাও নিয়মিত ঘটছে যা এদেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক । যারা দৈনন্দিন গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করে অনুপ্রবেশ করছে বেআইনি ব্যবসা বানিজ্য করার জন্য এবং পাচার চক্রের মত অসৎ উদ্দেশ্যে তাদেরকেও আশ্রয় দেওয়ার ফল যে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে কত ক্ষতিকর তার উজ্জ্বল নজির খাগড়াগড়ে শাসকদলের কার্যালয়ের ওপরে জঙ্গী ডেরায় বিস্ফোরন কাণ্ড।

দুর্ভাগ্য হিন্দু বাঙ্গালির একটা নিজস্ব ভূমি বা হোমল্যাণ্ড হিসেবে গঠিত সেই পশ্চিমবঙ্গে আজ সংখ্যাগুরুদেরই সর্বদা তটস্থ থাকতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের ‘পশ্চিম’ ঝেড়ে ফেলে রাজ্যের নামবদল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পড়শি দেশের স্লোগান ব্যবহার এবং পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ইতিহাসকে কার্পেটের তলায় চালান করে এদেশের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ নামের রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্তির প্রয়াসে রহস্যজনকভাবে বদ্ধপরিকর এক অশুভ শক্তি।

সেই সূত্রেই দায়িত্বশীল পদাধিকারীরও নিজের বিধানসভা কেন্দ্রকে ‘মিনি পাকিস্তান’ আখ্যা দিয়ে শ্লাঘাবোধ। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে জানানো হয় দাওয়াত-এ ইসলাম এর ডাক- যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেননি তারা দূর্ভাগ্যবান। তাদের ইসলামের আওতায় এনে আল্লাহকে খুশি করার নিদান কিংবা ‘আল্লার রহমতে এক সময় সংখ্যাগুরু হওয়ার’ গোপন অভিলাষ। শাসকদলের আরেক সংখ্যালঘু নেতা হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীর জলে ফেলে দেবার হুমকি দিয়েও ক্ষমা বা দুঃখপ্রকাশ দুরস্থ উল্টে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে পার পেয়ে যায় কারণ প্রশাসনতো বটেই বাম, অতিবাম থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থে রাজনীতির কাছে মাথা বিকিয়ে দেওয়া বঙ্গীয় বৌদ্ধিকমহলও মুক ও নির্বিকার ।

অথচ পড়শি দেশ থেকে ধর্মীয়কারণে নির্যাতিত হয়ে প্রাণরক্ষায় চলে আসা হিন্দু শরণার্থীদের এদেশের নাগরিকত্ব অর্জন কিঞ্চিৎ সুবিধাজনক করার প্রয়াসে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন করা হলে রাজ্যের শাসকদল যেমন তেমনই একশ্রেণীর ‘বুদ্ধিজীবী’ এমনকি যাদবপুর আর প্রেসিডেন্সির সদা ‘সংগ্রামী’রাও ,যাদের অনেকেরই পূর্বপুরুষেরাও মান ও প্রাণ বাঁচাতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এ বঙ্গে যার সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে বিভিন্ন ‘কলোনী’, সরকারের প্রাথমিক পদক্ষেপের বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা ও অতিসরলীকৃত অজুহাত তুলে এবং অনুপ্রবেশকারীদেরও একই সুবিধা দেওয়ার দাবিতে একটি সম্প্রদায়কে উসকে দিয়ে। বস্তুত ভোটবাক্সের দিকে লক্ষ্য রেখে আগের জামানায় শুরু হওয়া শাসক দলের প্রশ্রয় ও মদতে অনুপ্রবেশকারীদেরও আশ্রয় দিয়ে এদেশে থাকার এবং ভোটার লিস্টে নাম তোলানোর এবং তার ভিত্তিতে বৈধ নাগরিকের প্রাপ্য সকল সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া এ আমলে আরও ব্যাপক অর্থকরী ও অনুপ্রবেশকারি-বান্ধব করা হয়েছে-হয়ত কোন সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে।যদিও আন্তর্জাতিক আইনে নির্ধারিত উদ্বাস্তু বা শরনার্থীর সংজ্ঞা অনুযায়ীও অনুপ্রবেশকারীরা কখনো শরনার্থী হতে পারেনা।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে আই সি এস অশোক মিত্র যেমনটি বলেছেন যে ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা ছিল বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা, নাহলে ভারত অঙ্গচ্ছেদ সত্ত্বেও মোটামুটি সম্পূর্ণ; সতেজ ও বলিষ্ঠ থাকবে।তা সে খেলা উপমহাদেশে আজও চলছে-এই অঞ্চলের ভু রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে এ দেশকে আরও খণ্ডীকরনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে। একচক্ষু হরিনের মতো কেবলমাত্র সংখ্যাগুরুদের দোষী সাব্যাস্তে অত্যুৎসাহী নাহলে অবশ্যই অনুভব করা যায় যে ভারতবর্ষের বহুত্ববাদও আজ আক্রান্ত বিভিন্ন দুষ্টশক্তি দ্বারা এবং এই গনতান্ত্রিক বহুত্ববাদী সমাজ বিশিষ্ট ভারত আজ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যবস্তুও। এ সময় দেশের অভ্যন্তরেও সীমান্তবর্তী রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের স্লিপার সেল গড়ে না ওঠা সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যও বিবেচ্য ইভি এম এ বোতাম টেপার সময়। কারণ দেশেদেশে নিরীহ সাধারনের হত্যালীলার মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিশ্বজোড়া যে ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অলীক স্বপ্নেবিভোর আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তাদের এজেন্টদের মরুদ্যান এ রাজ্য। বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে বিশেষ শিক্ষাদানে মগজধোলাই এর পর সন্ত্রাসী কর্মে প্রশিক্ষনের ফল খাগড়াগড় এবং অন্যত্রও এবিধ বিভিন্ন ঘটনা কিংবা নাগরিকত্ব বা ওয়াকফ আইনের সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব । তবু এদেশের/রাজ্যের সচেতনভাবে চোখ বন্ধ করে রাখা একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী দেশের সরকার এই ধর্মীয় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর পদক্ষেপ ,এমনকী নিবর্তনমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করলেও বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে রে রে করে সোচ্চার হন।

দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানা লাগোয়া শুধু এই রাজ্যে ভোটার লিস্ট থেকে ভুয়ো নাম ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দিয়ে পরিশুদ্ধকরনে নিজস্ব ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে তীব্র বিরোধী শাসক দলের পক্ষ থেকে প্রথমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হুঙ্কার ‘এস আই আর করতে দেব না’- পরেও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যথাসম্ভব প্রশাসনিক অসহযোগিতা। একাজে নিযুক্ত বিচারকরাও আক্রান্ত। সি এ এ র সংশোধনীর পরের মত এবারও সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত ও ভয়ার্ত করে বিভিন্নভাবে উসকানি দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে । ক্ষমতায় ফেরার আকুলতায় কখনো উস্কানি দেওয়া হয়েছিল একটা সম্প্রদায়কে এবং একই সঙ্গে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল আরেকটি সম্প্রদায়কে এই ভাবে , ‘আমরা আছি বলে, নাহলে একটা কম্যুনিটি জোট বাঁধলে এক সেকেণ্ডে বারোটা বাজিয়ে দেবে’। এই শীতল হুমকির পরেও নির্বাক হোক কলরব, যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সির সদা ‘সংগ্রামী’রা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’ বা অন্য দেশবিরোধী শ্লোগান লিখে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব উদযাপনে আপত্তি জানাতে তৎপর হয়ে অতি ‘বামপন্থী’ ভাবমূর্তি দেখাতে সজাগ। যদিও এদের অনেকেরই পূর্বপুরুষেরা মান ও প্রাণ বাঁচাতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এ বঙ্গে যার সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে বিভিন্ন ‘কলোনী’

এবঙ্গে সচরাচর সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটি লঘু করার অপচেষ্টায় ‘উদারতা’ বা ‘সম্প্রীতি’র মোড়কে-গুলিয়ে দেওয়া হয়।হিন্দু দেবদেবীকে সম্বন্ধে অবশ্য যা কিছু মন্তব্য করা যায় গদ্যে পদ্যে অবলীলায় এবং সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক তৎপরতায় নিরাপত্তার ঘেরাটোপও মেলে এই জামানায় ।

দুর্ভাগ্য এও , আজ কতিপয় আত্মঘাতী বাঙালি ও তাদের অনুকরনে বাঙ্গালির স্বনিযুক্ত কিছু সাংস্কৃতিক অভিভাবকরাও বাংলা ও বাঙ্গালির প্রকৃত সংস্কৃতি ও এ ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় মেতেছেন ‘বৃহৎ বাঙ্গালি’র ন্যারেটিভের আড়ালে -এদের নিদান পয়লা বৈশাখ বাঙ্গালির নিজস্ব উৎসব গণ্য করা কূপমণ্ডুকতা, যেহেতু ‘বৃহৎ বাঙ্গালি’র বহু সংস্কৃত্রি বহতা ধারায় এ পুষ্ট । বাংলা নববর্ষের সাথে গৌড়রাজ শশাঙ্কের কোন সম্পর্ক না থাকার কথা প্রতিষ্ঠিত করার চতুর অভিপ্রায়ে এঁদের কটাক্ষ- ইংরেজরা না থাকলে পয়লা বৈশাখের উৎসবও থাকত না । সত্য রাজ্যের প্রকৃত বাঙ্গালীর আজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

তবে সংখ্যাগুরুদের অসহায় অবস্থা ও তাদের সম্পর্কে শাসকের মনোভাবে কোন বাঙালি হিন্দুর হয়ত স্মরণে আসতে পারে স্বামী প্রণবানন্দের উপদেশ - বাঙালি হিন্দুর সামনে আজ একমাত্র পন্থা বীরবিক্রমে যাবতীয় অন্যায় অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এবং আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া।

তাঁরা হয়ত ভাবতে বাধ্য হবে- এর পরেও আর কত দিন! সেই অপশক্তিকে নির্মূলে বিনাশ করার সুযোগ এনে দিয়েছে তো রাজ্য বিধানসভার এ নির্বাচন।

আসলে এই ঘোর বিপন্ন সময়ে রাজ্যবাসীর উপর এক গুরুদায়িত্ব বর্তেছে রাজ্যকে বাঁচানোর এবং ফলত দেশকে বাঁচানোর । সেই প্রেক্ষিতে কি আজ মনে হচ্ছে না আবার এক জাগরণ প্রয়োজন এবং সেটা শুরু হোক না এই বঙ্গভূমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে! বাতাসে বহিছে নতুন প্রভাতের গন্ধ -আকাশে ভাসে প্রতিশ্রুতির মেঘমালা।

অতএব পাঁচ বছরে একবার আসা বোতাম টেপার সুযোগ সঠিক সিদ্ধান্তে সাহসের সঙ্গে মোক্ষম ব্যবহার করতে হবে বঙ্গবাসীকে। এ সুযোগ এবার হারালে আবার কবে আসবে তা অনিশ্চিত । অতএব এখন আর দেরি নয়...।

চর্চাবাসর ১৩৮

বাংলা শব্দ ‘অশান্তি’ (অশান্তি)-র মূল সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, যা একটি উপসর্গের সঙ্গে বিশেষ্য যুক্ত করে শান্তির অভাব বোঝাতে গঠিত হয়েছে। শব্দটি ‘অ’ (অ - উপসর্গ, যার অর্থ ‘না’ বা ‘অভাব’) + ‘শান্তি’ (শান্তি - যার অর্থ ‘শান্তি’ বা ‘স্থিরতা’) - এই দুটি অংশে বিভক্ত । একত্রে এগুলোর অর্থ হলো ‘শান্তির অভাব,’ ‘অস্থিরতা,’ ‘অস্থিরতা,’ বা ‘অস্বস্তি’।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

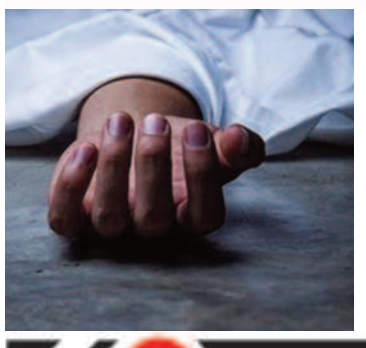

৬ কেতুগ্রামে ডায়রিয়ায় মৃত্যু ছাত্রীর, আক্রান্ত শতাধিক

বিতর্কে মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ৬

কলকাতা ২৯ এপ্রিল ২০২৬ ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩১৭ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.04.2026, Vol.19, Issue No. 317, 12 Pages, Price 3.00

আজ দ্বিতীয় দফায় অগ্নিপরীক্ষা

কড়া নিরাপত্তায় কলকাতা-সহ ৮ জেলার ১৪২ আসনে ভোটগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় আজ ৮টি নির্বাচনী জেলার ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হতে চলেছে। এই দফায় অন্তর্ভুক্ত নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ। সোমবারই শেষ হয়েছে প্রচারপর্ব, এখন সমস্ত নজর ভোটগ্রহণের দিকে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই দফায় মোট ৪১ হাজার ১টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৯ হাজার ৩০১টি প্রধান এবং ১ হাজার ৭০০টি অক্সিলিয়ারি কেন্দ্র। শহরাঞ্চলে ১৪ হাজার ২১৮টি এবং গ্রামাঞ্চলে ২৫ হাজার ৮৩টি প্রধান কেন্দ্র রয়েছে। মোট কেন্দ্রের মধ্যে ৮ হাজার ৮৪৫টি সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত। পাশাপাশি ২৫৮টি মডেল কেন্দ্র এবং ১৩টি বিশেষ ভাবে স্বক্ষম কর্মীদের পরিচালিত কেন্দ্র রাখা হয়েছে। গড়ে প্রতি কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ৭৮৫।

এই দফায় মোট ১ হাজার ৪৪৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যার মধ্যে ২২০ জন মহিলা। আয়তনের নিরিখে সবচেয়ে বড় কেন্দ্র কল্যাণী এবং সবচেয়ে ছোট জোড়াসাঁকো। ভোটার সংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বড় কেন্দ্র চুঁচুড়া, আর সবচেয়ে ছোট ভাটপাড়া। প্রার্থীর সংখ্যায় ভাঙড়ে সর্বাধিক ১৯ জন এবং গোঘাটে সবচেয়ে কম ৫ জন প্রার্থী রয়েছেন।

ভোটারদের মধ্যে সার্ভিস ভোটার ৩৯ হাজার ৯৬১ জন। বিশেষ ভাবে স্বক্ষম ভোটার রয়েছেন ৫৭ হাজার ৭৮৩ জন। ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সী নতুন ভোটারের সংখ্যা ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৬৬৮। ৮৫ বছরের বেশি বয়সী ভোটার ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮০১ জন এবং ১০০ বছরের ঊর্ধ্বে ভোটার ৩ হাজার ২৪৩ জন।

ছবি: অদিতি সাহা

কলকাতার দুই নির্বাচনী জেলা মিলিয়ে ১১টি আসনে ভোট হবে। কলকাতা উত্তরে মোট ভোটার ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৭২। এর মধ্যে পুরুষ ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৯২, মহিলা ৫ লক্ষ ২৭ হাজার ১৪৪ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৩৬ জন। পিডব্লিউডি ভোটার ৯৪২। অন্যদিকে, কলকাতা দক্ষিণে মোট ভোটার ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ১৭৩। পুরুষ ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯১১, মহিলা ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৩৮ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ২৪ জন। এখানে পিডব্লিউডি ভোটার ৪১১।

ইতিমধ্যেই ডিসিআরসি থেকে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট-সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে ভোটকর্মীরা কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছেন। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফায় নজিরবিহীন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৪২টি আসনে মোট ২৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্য পুলিশ ও ভিনরাজ্যের পুলিশও দায়িত্বে রয়েছে।

ভোটকে কেন্দ্র করে কলকাতায় যান চলাচলে একাধিক নিয়ন্ত্রণ জারি করেছে পুলিশ। মঙ্গলবারের পর বুধবারও ভোর ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকবে। গণনার দিন ৪ মে-ও একই ধরনের ব্যবস্থা থাকবে। কসবার অ্যাক্রোপলিস মল সংলগ্ন এলাকা ও গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের পিছনের রাস্তা একমুখী করা হবে। আলিপুর জজ কোর্ট সংলগ্ন পশ্চিমমুখী রাস্তা বন্ধ রেখে বিকল্প পথে যান চলাচল ঘোরানো হবে। হরিশ মুখার্জি রোড, হাজরা রোড-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সময়ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

কিছু এলাকায় বাস ও অটো রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। অকল্যান্ড রোড ও লর্ড সিন্‌হা রোডে আংশিক বা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে। গণনার দিন ডায়মন্ড হারবার রোড, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বহু এলাকায় পার্কিংয়েও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, বিশেষ করে গণনাকেন্দ্রের আশেপাশে।

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, প্রথম দফার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে আরও সুসংহত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, নির্বাচনকে আলাদা ফেজ হিসেবে নয়, গোটা রাজ্যের সামগ্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রশাসন, বাহিনী ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রথম দফা শান্তিপূর্ণ হয়েছে, দ্বিতীয় দফাতেও সেই ধারাই বজায় থাকবে।

তিনি আরও জানান, ১৪২টি আসনে ভোট হওয়ায় এলাকা নিয়ন্ত্রণ আরও কার্যকরভাবে করা সম্ভব হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, কোনও ভয়ভীতি নয়, নিজের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে নিশ্চিন্তে ভোটকেন্দ্রে আসুন। সব মিলিয়ে, কড়া নিরাপত্তা ও কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সিল

■ **আজ দ্বিতীয়দফার নির্বাচন। দক্ষিণবঙ্গের মোট ৭ জেলার ১৪২ আসনে হবে ভোটগ্রহণ। প্রথমদফার মতোই দ্বিতীয়দফাতেও অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে মরিয়া নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপও। অন্যদিকে অশান্তি এড়াতে 'সিল' করে দেওয়া হল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তও। প্রশাসনের নির্দেশে বন্ধ রয়েছে সীমান্ত বাণিজ্য। বন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত পর্যন্ত সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ রাখা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।**

ফলতায় বিক্ষোভ

চাইলে কমিশনকে রিপোর্ট দিতে পারেন অজয়পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগের দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা এলাকায় জমায়েত, বিক্ষোভ নিয়ে পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা চাইলে নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট দিতে পারেন। কিন্তু নিজে থেকে তাঁর কাছে এখনই রিপোর্ট চাইছেন না রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল। মঙ্গলবার দুপুরে এমনই জানান তিনি।

মঙ্গলবার জাহাঙ্গির এবং তাঁর অনুগামীরা পুলিশ পর্যবেক্ষকের কনভয়ের সামনে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন। তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ, অযথা অভিযোগ করা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে। সাধারণ ভোটারদের ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিজেই। বিজেপির কথায় কাজ করছেন তিনি।

এর মধ্যে সিইও মনোজকুমার জানিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জমায়েত, বিক্ষোভ ইত্যাদি পুলিশ পর্যবেক্ষকের নজরে রয়েছে। তিনি চাইলে রিপোর্ট দেবেন। তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হবে। সিইও দপ্তর এখনই কিছু করবে না। এ ছাড়া সেখানে ঠিক কী হয়েছে, তা নিয়ে ডিইও, পুলিশ কোনও রিপোর্ট দিলে পদক্ষেপ করা হবে। তবে এই মুহূর্তে কোনও রিপোর্ট চাওয়া হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি। সিইও-র কথায়, 'আমাদের কাছে কোনও সাহায্য চাইলে করব।'

মনোজের সংযোজন, 'ভোটারদের ভয় দেখানো বেআইনি কাজ। কারও অধিকার নেই ভোটারদের হুমকি দেওয়ার। আইনশৃঙ্খলা খারাপ হলে পুলিশ তো তার কাজ করবেই। কোনও ভোটারকে ভয় দেখানো হলে আমাদের অভিযোগ জানান। আমরা ব্যবস্থা নেব।'

পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পালের বিরুদ্ধে বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের হেনস্থার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। দাবি, স্থানীয় তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির সামনে গিয়ে তিনি 'হুঁশিয়ারি' দিয়ে এসেছেন। মঙ্গলবার সেই বিতর্ক আরও বাড়ে অজয়পালের কনভয়ের সামনে বিক্ষোভে। এই প্রসঙ্গে মনোজ বলেন, 'অজয় পাল শর্মা সরাসরি কোনও নির্দেশ কাউকে দেননি। তিনি ভোটারদের আস্থা বাড়াতে কিছু মন্তব্য করেন। তিনি নিজের সীমা জানেন।'

এলাকায় গিয়েছিলেন পুলিশ পর্যবেক্ষক তথা উত্তরপ্রদেশের আইপিএস অফিসার অজয়পাল। সোমবার সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ি গিয়ে তাঁর পরিচিতদের 'হুঁশিয়ারি' দিয়ে এসেছিলেন আদিত্যনাথের রাজ্যের 'এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট'।

জয়েন্ট বিডিও-কে সরাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার যুগ্ম বিডিও সৌরভ হাজরাকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। তাঁকে পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। তাঁর জায়গায় ফলতার নতুন যুগ্ম বিডিও করা হয়েছে রম্য ভট্টাচার্যকে। ঘটনাচক্রে, এই ফলতাতেই পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মার কনভয় ঘিরে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখিয়েছে তৃণমূল। শাসকদলের প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের নেতৃত্বে 'জয় বাংলা' স্লোগান তোলা হয়েছে। তবে কমিশন সূত্রে দাবি, অজয়পালের সঙ্গে ফলতার যুগ্ম বিডিও-র বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কোনও সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে আলোচনায় উঠে এসেছে ফলতা। সেখানে পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পালের বিরুদ্ধে বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের হেনস্থার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। দাবি, জাহাঙ্গিরের বাড়ির সামনে গিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে এসেছেন। মঙ্গলবার সেই বিতর্ক আরও বাড়ে অজয়পালের কনভয়ের সামনে বিক্ষোভে।

আজ রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে যাতে কোনও প্রকারের অশান্তি না-হয়, নজর রেখেছে কমিশন। ১৪২টি বিধানসভার নানা এলাকায় এলাকায় টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ। চলছে রুটমার্চ। মঙ্গলবার ফলতা বিধানসভা বলেছিলেন, ভোটারদের কোনও প্রকার হুমকি বরদাস্ত করা হবে না। জাহাঙ্গির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জানান, দলীয় কার্যালয়েও গিয়েছিলেন 'সিংহম' শর্মা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর বাড়ি গিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছেন।

গুজরাতে পুননিগমের ভোটে বিজেপি ঝড়

আমদাবাদ, ২৮ এপ্রিল: গুজরাতে ১৫টি পুরনিগমের (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) সবক'টিতেই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে বিজেপি। গুজরাত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সুরেন্দ্রনগর, জামনগর, পোরবন্দর, করমসদ-আনন্দ, নাদীয়াদ, নভসারী, ভাপি, সুরত এবং মোরবী-সহ ১৫টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জিতেছে বিজেপি। এর মধ্যে মোরবী পুরসভার ৫২টি আসনের সবক'টিতে বিজেপি জিতেছে। জয়ের খবরে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। গুজরাতের মানুষের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করে রাজ্যকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

সাত জেলায় এনআইএ-র টিম

কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ বিভিন্ন জেলায় তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এ রাজ্যে 'সক্রিয়' জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। কমিশনের মোতায়েন করা কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিশ পর্যবেক্ষকরা তো আছেনই। আর মঙ্গলবার রাতেই বাংলায় এসে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ-র টিম। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রাজ্যে এসেছে এনআইএ-র টিম।

দ্বিতীয় দফার ভোট ঘনিয়ে আসতেই নিরাপত্তা বলয়ে আরও এক ধাপ কড়াকড়ি। রাজ্যের একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় বিশেষ তল্লাশি ও নজরদারির জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দল মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, নদিয়া-সহ বিভিন্ন জেলার একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে তারা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এনআইএ। সূত্রের খবর, মূলত স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে হানা দিচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিক জানান, ভোটের মুখে তাজা বোমা, বেআইনি অস্ত্র বা গোলাবারুদ উদ্ধারের ঘটনাগুলির তদন্ত করছে এনআইএ। সেই সূত্র ধরেই ভোটের আগের দিন এনআইএ-র এই অভিযান। ওই আধিকারিক আরও জানান, ভোটের আগে বা ভোটের দিন বা ভোটের পরে অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ পেলে, তা খতিয়ে দেখতে তৎপর এনআইএ।

ভোট ঘোষণার পরের দিন থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেই মতো দিকে দিকে তল্লাশিতে নেমেছে পুলিশের বিভিন্ন দল। তাদের সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। শুধু নাকা চেকিং নয়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিভিন্ন ঠিকানাতেও হানা দিচ্ছে পুলিশ।

ইতিমধ্যেই কোথাও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, কোথাও থেকে আবার গোলাগুলি, তাজা বোমাও। সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের একটি দল গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর কাশীপুর থানা এলাকার মাঝেরহাটের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে ৭৯টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। মেলে বোমা তৈরির নানা কাঁচামাল, পাটের দড়ি ইত্যাদি। কয়েক জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি নিষিদ্ধ জিনিসগুলো জড়ো করেছিলেন। ভোটের আগে সেই ঘটনার 'গুরুত্ব' বিচার করে তদন্তভার এনআইএ-র হাতে দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

সূত্রের খবর, হুগলি থেকে ভাঙড়, কসবা থেকে বর্ধমান-মোট সাতটি এলাকায় এই বিশেষ দল রাখা হবে। তালিকায় রয়েছে নদিয়া, বারুইপুর ও বিষ্ণুপুরও। অতীতের অভিজ্ঞতায় যেসব জায়গায় ভোটের সময় উত্তেজনা বা সংঘর্ষের নজির রয়েছে, সেগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ভাঙড়কে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একাধিকবার ভোট ঘিরে সেখানে অশান্তির অভিযোগ উঠেছে। সেই কারণেই আগাম সতর্কতা হিসেবে এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। এক আধিকারিকের কথায়, 'নির্বাচন শান্তিপূর্ণ রাখতে আগাম প্রস্তুতি জরুরি। যেখানে ঝুঁকি বেশি, সেখানে নজরদারি বাড়ানোই স্বাভাবিক।' আরেকজনের বক্তব্য, 'মানুষ যেন নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, সেটাই প্রধান লক্ষ্য।'

দ্বিতীয় দফার আগে তৎপর কমিশন, গ্রেপ্তার ২,৪৭৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে তৎপর নির্বাচন কমিশন। গত ৬০ ঘণ্টায় রাজ্যের ভোটমুখী এলাকাগুলি থেকে মোট ২,৪৭৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কমিশনের তরফে মঙ্গলবার বিকেলে এই পরিসংখ্যান জানানো হয়েছে। দিকে দিকে পুলিশের বাড়তি নজরদারি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতাও চোখে পড়ছে।

কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ঘণ্টায় গড়ে ৪১ জন করে গ্রেপ্তার হয়েছেন। সাত জেলার ১৪২টি আসনে বুধবার ভোটগ্রহণ হতে চলেছে। রাজ্যে প্রথম দফার ভোট হয়ে গিয়েছে গত ২৩ এপ্রিল। সেই ভোট মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। দু'-একটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত গোলমাল ছাড়া তেমন কিছু ঘটেনি। তবে দ্বিতীয় দফায় সেই ধরনের কোনও গোলমালও চাইছে না কমিশন। তাই বাড়তি পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে বুধবারের জন্য। জেলায় জেলায় চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ, পুলিশের তল্লাশি অভিযান এবং গ্রেপ্তারি। শুধু সোমবার রাতেই ৮০৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। মঙ্গলবার সকাল থেকে সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে।

ভোটের আগের দিন পড়শি রাজ্যে ফুটবল খেললেন প্রধানমন্ত্রী

গ্যাংটক, ২৮ এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গের পড়শি রাজ্য সিকিমে গিয়ে ফুটবল খেললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ছবিও পোস্ট করলেন নিজের সমাজমাধ্যম হ্যান্ডলে। ঘটনাচক্রে, তা পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগের দিনই। অনেকেই মনে করছেন, ফুটবল খেলার ছবি পোস্ট করে বাঙালির ফুটবল আবেগকেও ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন মোদী।

সিকিম রাজ্য গঠনের সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হচ্ছে পড়শি পাহাড়ি রাজ্যে। মঙ্গলবার ওই সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্ব ছিল। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যই সিকিমে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সে রাজ্যের জন্য চার হাজার কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পেরও ঘোষণা করবেন তিনি। এরই মধ্যে মঙ্গলবার সকালে গ্যাংটকের এক মাঠে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে ফুটবল খেললেন প্রধানমন্ত্রী। সেই ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'গ্যাংটকের মনোরম সকালে আমার ছোট ছোট বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলার সঙ্গে আর কিছুর তুলনাই হয় না।'

বাঙালির ফুটবল আবেগেও শান

দেশের ফুটবলপ্রেমী রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ। ভারতীয় ফুটবলের কেন্দ্র বলা হয় কলকাতাকে। ফুটবলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির আবেগ। কলকাতাকে যেমন 'সংস্কৃতির রাজধানী' বলা হয়, তেমনই ভারতীয় 'ফুটবলের রাজধানী'ও বলেন অনেকে। পশ্চিমবঙ্গের মতো সিকিমেও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ফুটবলের প্রতি ভালবাসা রয়েছে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার ভাইচুং ভুটিয়া নিজেও সিকিমের বাসিন্দা। এ বার সেই সিকিমে গিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে ফুটবল খেলার ছবি পোস্ট করলেন মোদী। একই সঙ্গে ফুটবলের প্রতি ভালবাসা নিয়ে তিনি বাঙালির সঙ্গে একাত্মতার বার্তাও দেওয়ার চেষ্টা করলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর ওই পোস্টে পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই। বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট রয়েছে। রাজ্যের সাত জেলায় ১৪২টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ। সোমবার সন্ধ্যা ৬টাতেই শেষ হয়ে গিয়েছে ভোটের প্রচারপর্ব। এখন 'সাইলেন্স পিরিয়ড' চলছে। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পোস্টে পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিষয় উল্লেখ না থাকলেও তিনি পরোক্ষে বাঙালির ফুটবল আবেগকে স্পর্শ করার চেষ্টা করলেন বলেই মনে করছেন অনেকে।

অযথা কাউকে গ্রেপ্তার নয়

■ **অযথা কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। যে কোনও পদক্ষেপের আগে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। তৃণমূলের মামলায় মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, কমিশনকে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে হবে। ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ হয়, নির্ভয়ে যাতে সকলে ভোট দিতে পারেন, তা কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে। ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট করানোর জন্য কমিশনকে পদক্ষেপ করতে বলেছে হাইকোর্ট।**

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

ফিরহাদের বাড়িতে পুলিশ

■ **কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে সোমবার গভীর রাতে হানা দেয় পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েক জন জওয়ান। মেয়র ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, এলাকায় যাতে ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়, সেই নিয়ে 'হুঁশিয়ারি' দিয়েছেন পুলিশ পর্যবেক্ষক। অশান্তি হলে তিনি 'কড়া পদক্ষেপ' করবেন বলেও জানিয়েছেন। ফিরহাদ যদিও জানিয়েছেন, যে এলাকায় তাঁর বাড়ি তিনি সেখানকার প্রার্থী নন। তাই বুধবার, দ্বিতীয় দফার ভোটের দিনে তিনি সেখানে থাকবেন না। পাল্টা মেয়র ওই পুলিশ আধিকারিককে জানান, চেতলা এলাকায় নির্বাচনে এখন পর্যন্ত অশান্তি হয়নি, এ বারও হবে না।**

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

বর্মায় হামলার পর গাড়ি ভাঙচুর

রাতভর পুলিশি অভিযানে গ্রেপ্তার ১৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাটের বর্মা এলাকায় বিজেপির ভোট প্রচার মিছিলে হামলার ঘটনার পর, পাল্টা আরামবাগের সাংসদের গাড়ি ভাঙচুর হয় সোমবার। এই ঘটনায় রীতিমতো অ্যাকশন মোডে দেখা যায় পুলিশ প্রশাসনকে।

সোমবার রাত থেকেই জোর তল্লাশি শুরু হয় বর্মা এলাকায়। পুলিশি অভিযানে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এরা সকলেই তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থক। অপরদিকে আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগের উপর হামলার ঘটনায় তিন বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে

পুলিশ। ধৃতদের নাম সিন্টু সাঁতারা, সনাতন সাঁতারা ও রাজ কুমার রায়। এই তিনজন অভিযুক্তের বাড়ি গোঘাটের নকুন্ডা এলাকায়। যদিও এরা কোনও রাজনৈতিক দলের নয় বলে জানায়। মঙ্গলবার এদের কোর্টে তোলার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেন, 'আমাদের থানার কাছ থেকে ধরা হয়। নকুন্ডায় বাড়ি। গোঘাট থেকে বাড়ি যাওয়ার সময় ধরা হয়।' এদের সকলকে এদিন পুলিশ আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যা নামতেই সোমবার পুলিশ অভিযান শুরু করে বর্মা এলাকায়। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজের নেতৃত্বে চলে ধরপাকর। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, 'সিসিটিভি ফুটেজ ও ভিডিও দেখে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজন মহিলাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আমাদের এক পুলিশ অফিসারকে মারধর করেন।' এদিন সকাল থেকেই গোঘাটের বর্মা এলাকায় পুলিশ টহল দেয় এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। গোঘাটের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন আইন অনুযায়ী কাজ করছে। গোঘাটের মানুষ তৃণমূলের সন্ত্রাসের জবাব ভোটবাক্সে দেবে।' অপরদিকে গোঘাটের তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, 'বিজেপি একজন মহিলা সাংসদের উপর হামলা চালিয়েছে। এটা গোঘাটবাসী মেনে নেবে না।' সবমিলিয়ে গোঘাট জুড়ে চাপা রাজনৈতিক উত্তেজনা।

তৃণমূল প্রার্থীকে দেখে স্যালুট!

বিতর্কে মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা কলেজে গণনা কেন্দ্রে চাঁচলের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে স্যালুট মেরে বিতর্কের মুখে পড়লেন মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়। ইতিমধ্যে বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই যেন জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, 'রাজ্যের শাসকদল কিভাবে পুলিশ আধিকারিকদের দলদাসে পরিণত করে রেখেছে এটাই তার উদাহরণ।' যদিও পালটা শাসকদল তৃণমূলের দাবি, 'আইপিএসদের একটা সৌজন্যতা থাকে। যেহেতু তিনি একটা সময় আইপিএস অফিসার ছিলেন। সেই কারণেই জুনিয়র অফিসার তাকে স্যালুট করেছেন।'

উল্লেখ্য, গত ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচনের পর থেকে মালদা জেলার দুই গণনাকেন্দ্রের স্ট্রংরুমে বন্দি রয়েছে ইভিএম। মালদা কলেজে রয়েছে পাঁচটি বিধানসভা এলাকার স্ট্রংরুম। মালদা পলিটেকনিক কলেজে রয়েছে সাতটি বিধানসভা এলাকার ইভিএম। সোমবার সন্ধ্যায় জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নিয়ে গণনাকেন্দ্রের নিয়মাবলী নিয়ে বৈঠক করেন। একে একে প্রার্থীরা মালদা কলেজে আসতে শুরু করে। এক সময় মালদা কলেজে এসে পৌঁছন চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মালদা কলেজে প্রবেশ করে পুলিশ সুপার অনুপম সিংয়ের সঙ্গে হাত মেলান। এরপর অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দিকে এগিয়ে যেতেই প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্যালুট করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়। আর এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় কার্যত ভাইরাল হয়ে যায়। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। যদিও এপ্রসঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় কোনরকম মন্তব্য করেন নি। পাশাপাশি চাঁচলের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও এপ্রসঙ্গে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'একজন তৃণমূল প্রার্থীকে স্যালুট করছেন এক আইপিএস কর্তা। আবার সেটা বলা হচ্ছে সৌজন্যবোধ। সবই ঠিক আছে, তা বলে সংবিধানের মতে এমন কি নিয়ম রয়েছে? নির্বাচনের মুখে কোনও তৃণমূল প্রার্থীকে কোনও আইপিএস কর্তা স্যালুট করতে পারেন? আসলে তৃণমূলের কাছে একাংশ এমনই পুলিশকর্তারা দলদাসে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাজ করা ছেড়ে এরকম ভাবেই খোসামোদ করতে দেখা যাচ্ছে। এব্যাপারে আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব।' তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, 'একজন প্রাক্তন আইপিএস কর্তা যিনি পুলিশ সুপারের পাশাপাশি একসময় ডিআইজি পদ সামলেছেন, তাঁকে তাঁর জুনিয়র এক আইপিএস অফিসার স্যালুটের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন। এটাতে তো কোনরকম বিতর্ক হওয়ার কথা নয়। সেই প্রাক্তন আইপিএস কর্তা এবারে চাঁচলের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছে। কিন্তু রাজনীতির বাইরেই জুনিয়র এবং সিনিয়র আইপিএস কর্তাদের মধ্যে অনেক সৌজন্যবোধ থাকে। যা এইভাবেই জানানো হয়। আসলে বিজেপির নিজেদের সম্মান বোধ বলে কিছু নেই। তাই মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে এই ভাবেই ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।'

ভোটারদের ভরসা যোগাতে ব্যানার হাতে কাঁকসায় রুটমার্চ কেন্দ্রীয় বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবেই হয়। সেই কারণে কঠোর মনোভাব নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় বাহিনী। রীতিমতো হাতে লাঠি গার্ড বন্দুক নিয়ে রুটমার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। পানাগড় বাজার-সহ কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত রুটমার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা হাতে ব্যানার ও মাইক নিয়ে ভোটারদের আশ্বস্ত করেন। ভোটারদের উদ্দেশ্যে তারা বলেন, নির্বাচনের দিন কোনও ভোটারের যদি ভোট দিতে যেতে সমস্যা হয় বা কেউ কোনও রকম ভয় দেখায় বা ভোট দিতে যেতে বাধা দেয়, তৎক্ষণাৎ নির্বাচন কমিশনের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানালে তারা তড়িঘড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দেন। পাশাপাশি এলাকায় যাতে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে সেই বিষয়েও ভোটারদের নিশ্চিত করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে গলসি বিধানসভার মধ্যে কাঁকসা ব্লকের ৪টি পঞ্চায়েতে নির্বাচন রয়েছে। এই চারটি ব্লকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা কাঁকসার বিদবিহার, বনকাটি ও কাঁকসার পানাগড়। বিগত দিনে নির্বাচনের সময় এই সমস্ত এলাকাগুলি থেকে গন্ডগোলের খবর উঠে এসেছে। তাই কাঁকসার যে সমস্ত জায়গায় গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা সেই সমস্ত এলাকায় বাড়তি নজরদারি রাখা হয়েছে। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার আগেই কাঁকসায় এক কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী এসে হাজির হয়েছিল। পরে আরও এক কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা আসেন। রয়েছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সিসি ক্যামেরা লাগানো ছোট গাড়ি। ভোটের আগের দিন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে থাকবে পুলিশ ও কেন্দ্রে বাহিনীর জওয়ানরা। বিভিন্ন গাড়িতে করে চলবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল।

ভোটের আগে বর্ধমানে এনআইএ-র তৎপরতা, খাগড়াগড়-সহ একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটের প্রাক্কালে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে বর্ধমান শহরে নামে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-র বিশেষ দল। মঙ্গলবার আচমকাই শহরের একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় ঢুকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুরু করে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা।

সূত্রের খবর, প্রথমে খাগড়াগড় এলাকায় পৌঁছয় এনআইএ টিম। এরপর সেখান থেকে কাঞ্চননগর, রথতলা-সহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় তল্লাশি ও নজরদারি চালানো হয়। গোটা অভিযানে এনআইএ-র সঙ্গে ছিল বর্ধমান থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। জানা গিয়েছে, যেসব এলাকা অতীতে অশান্তির ঘটনার জন্য চিহ্নিত ছিল, সেসব জায়গাকেই বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়েছে। ভোটের আগে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকেই বিশেষ নজর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এদিন এনআইএ-র টহলকে ঘিরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল ও উদ্বেগ বাড়ে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়াই লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই মনে করেন, ভোটের আগে এই ধরনের কড়া নজরদারি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

প্রশাসনের তরফে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি, তবে সূত্রের ইঙ্গিত, নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ রাখতে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে, ভোটের ঠিক আগের মুহূর্তে বর্ধমানে এনআইএ-র এই তৎপরতা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে। নিরাপত্তা জোরদার করতে আগামী দিনেও এমন নজরদারি অব্যাহত থাকতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

হুগলি শ্রীরামপুর কলেজে ডি সি আর সি সেন্টারে ভোটকর্মীরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন।

কড়া নিরাপত্তায় বুদবুদ ডিসিআরসি কেন্দ্রে ইভিএম বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। সেই নির্বাচন উপলক্ষ্যে বুদবুদ মহাকালী হাইস্কুলে খোলা হয় গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের ডিসিআরসি কেন্দ্র। কড়া নিরাপত্তায় গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হয় সোমবার রাত থেকেই। বুদবুদের পুরাতন জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। বুদবুদ ঢোকা ও বেরোনোর রাস্তা স্তার দুই প্রান্তে ব্যারিকেড বসানো হয়। সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে ট্রেনে ও বাসে করে বুদবুদ মহাকালী হাই স্কুলে এসে পৌঁছান ভোট কর্মীরা। সেখান থেকেই বিতরণ করা হয় ইভিএম মেশিন, ভিভিপ্যাড-সহ অন্যান্য সামগ্রী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ডিসিআরসি-র ভিতরে নজরদারি রাখলেও, বাইরে রাজ্য পুলিশের ছিল কড়া নজরদারি। যাতে কোথাও কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য যেমন ট্রাফিকের নজরদারি বাড়ানো হয়। তেমনই দুর্ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ক্রেন ও অ্যাম্বুলেন্স ও দমকলের গাড়ি রাখা হয়। বুদবুদের কেন্দ্রেই পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেন ভোট কর্মীরা। বেলা শেষে ইভিএম ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বিভিন্ন বাসে করে ভোট কর্মীরা পৌঁছে যান নির্দিষ্ট ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে।

নাড়ুগোপালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভগতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কাজে বাধা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে উঠেছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এই ঘটনায় বর্ধমান শহর জুড়ে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। সূত্রের খবর, সোমবার ভোররাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে তার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার ফের তাকে আদালতে পেশ করা হলে আদালতের বিচারক আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নাড়ুগোপালকে জেল হেপাজতে রাখ ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহলে অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধীদের দাবি, নির্বাচন কমিশন যে কতটা কঠোর সেটারই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে বাংলায় বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তৃণমূলের এই সমস্ত গুণ্ডাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ভোটের ডিউটিতে 'বালিশ সঙ্গী' শিক্ষক জগন্নাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ায় ভোটের ডিউটি পড়েছে। কিন্তু পছন্দের বালিশ কাছ ছাড়া করতে রাজি নন শিক্ষক জগন্নাথ কুণ্ডু। তাই বালিশ নিয়েই ভোটের ডিউটিতে হাজির হয়েছেন তিনি।

এই জগন্নাথ ঘাটালের স্কুলের শিক্ষক। চুঁচুড়ায় তাঁর ভোটের ডিউটি পড়েছে। তবে শুধু বালিশ নয়, জগন্নাথের ব্যাগে রয়েছে মুড়ি, শসা আর চানাচুরও। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট। আর ভোটের ডিউটি মানেই টেনশন, ছোটাছুটি। নাজেহাল অবস্থা। এই পরিস্থিতিতেও পছন্দের বালিশ কাছ ছাড়া করতে রাজি নন শিক্ষক জগন্নাথ কুণ্ডু। তাই বালিশ নিয়ে ভোটের ডিউটিতে এসেছেন তিনি। জগন্নাথের সাফ কথা, 'ভোটের দিন দীর্ঘক্ষণ ঠায় জেগে থাকতে হবে। তাই আগের রাতে কয়েক ঘণ্টা ঘুম খুব দরকার।' আর নিজের বালিশ ছাড়া জগন্নাথের আবার একদম ঘুম আসে না। তাই ঘর থেকে বালিশ নিয়েই সোজা ভোটের ডিউটিতে এসেছেন ঘাটালের শোভাগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষক। জানা গিয়েছে, ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় সবংয়ে ডিউটি পড়েছিল এই শিক্ষকের। পরের দিন সকালে বাড়ি

ফিরেছেন তিনি। কিন্তু একদিন যেতে না যেতেই ফের ডিউটিতে আসতে হয়েছে তাঁকে। জগন্নাথ বলেন, 'বালিশ ছাড়া শুতে অভ্যস্ত নই। বালিশ থাকলে ঘুম ভালো হয়। ভোটে কাজ করা একটা টিম ওয়ার্ক। একজনের শরীর খারাপ হলে সমস্যা হয়। তাই নিজের যত্ন নিই।' জগন্নাথ আরও জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন যেমন ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট হবে। তাঁর মতে, ভোট শান্তিতে মিটলে বাড়ির লোকও নিশ্চিন্ত থাকে। তবে বালিশ হাতে প্রাথমিক শিক্ষকই এখন ঘাটাল থেকে চুঁচুড়া, সব জায়গাতেই চর্চার বিষয়।

'ভোট-বঞ্চনার' অভিযোগ

ভোটের ডিউটিতে এসে ভোট দিতে না পেরে ক্ষোভ বাসচালক ও কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: ভোট মানেই গণতন্ত্রের উৎসব। কিন্তু সেই উৎসবের দিনেই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলেন না বহু বাসচালক ও বাসকর্মী। নির্বাচন ডিউটির কারণে প্রতি বছরই ভোট থেকে বঞ্চিত হন তাঁরা। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। ভোটের মুখে তাঁদের ক্ষোভ, হতাশা ও আক্ষেপ যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ ৩৫-৩৬ বছর ধরে বাসে কাজ করা বাসচালক ধনেশ্বর বাউড়ির কথায়, 'আমি এত বছর ধরে বাস চালাচ্ছি, কিন্তু কোনও দিনই ভোট দিতে পারিনি। লোকসভা হোক বা বিধানসভা। ভোটের সময় আমাদের ডিউটিতে থাকতে হয় অন্যত্র। নিজের কেন্দ্র থেকে দূরে থাকি, ফলে ভোট দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। প্রশাসনের কাছে আবেদন, যাতে আমাদের ভোট দেওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়।' একই সুর শোনা যায় বাসকর্মী আরাবুল চৌধুরীর গলায়ও। তিনি জানান, 'আমাদের ডিউটি পড়েছে

আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের গুসকরা কলেজে। প্রতি বছরই একই সমস্যা হয়। আমরা যারা ভোটের কাজে যুক্ত, তারাই ভোট দিতে পারি না।' বাসকর্মীদের দাবি, শুধু দু-একজন নয়, প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জন বাসকর্মী এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার এই পরিস্থিতি তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছে। তাঁদের বক্তব্য, একদিকে প্রশাসন ভোটের হার বাড়াতে সচেতনতা চালাচ্ছে, অন্যদিকে নির্বাচনী কাজে যুক্ত এক বড় অংশের মানুষই ভোট দিতে পারেন না, এ যেন এক বড় বৈপরীত্য। তাই ভবিষ্যতে যাতে বাসচালক ও বাসকর্মীরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই দাবিই তুলছেন তাঁরা। ভোটের মুখে বাসকর্মীদের এই 'ভোট-বঞ্চনার' অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। এখন দেখার, প্রশাসন এই সমস্যার সমাধানে কী পদক্ষেপ নেয়।

কেতুগ্রামে ডায়রিয়ায় মৃত্যু ছাত্রীর, আক্রান্ত শতাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর। গুরুতর অসুস্থ শতাধিক। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম-১ ব্লকের মুড়গ্রাম-গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাটুন্দীডাঙা গ্রামে। গ্রামে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন শতাধিক গ্রামবাসী। জানা গিয়েছে, সোমবার থেকে হঠাৎই গ্রামে অসুস্থতার প্রকোপ বাড়তে শুরু করে। আক্রান্তদের মধ্যে বমি, পাতলা পায়খানা, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা ও জ্বরের মতো উপসর্গ দেখা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একের পর এক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছুটতে থাকেন। সোমবার রাত্রি থেকে কাটোয়া হাসপাতালে, কেতুগ্রামের কান্দরা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কেতুগ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি অসুস্থরা। সকাল থেকে বহু মানুষকে স্থানান্তরিত করা হয় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে। ভোটের ঠিক আগের দিন এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে তৎপরতা শুরু হয়েছে। পানীয় জলের উৎস এবং খাবারের গুণগত মান খতিয়ে দেখা হয় বলে জানা গিয়েছে। গ্রামে মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয় এবং আক্রান্তদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও ওআরএস দেওয়া হয়।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে প্রশাসন। রোগে আক্রান্ত হয়ে একজন দশম শ্রেণির স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু হয়। তার নাম মৌসুমী হাজরা। সে কাটোয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

বহরমপুর নৃত্যাশ্রমের চতুর্থ বার্ষিকী নৃত্যানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: এক মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মাধ্যমে চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করল বহরমপুর নৃত্যাশ্রম। বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল নৃত্যনাট্য 'দেবী চৌধুরানী'। যা পরিবেশন করেন বহরমপুর নৃত্যাশ্রমের কলাকুশলীরা। নৃত্যনাট্যের অসাধারণ পরিবেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী মনিমালা চক্রবর্তী। তাঁর আবেগঘন আবৃত্তি পরিবেশনা নৃত্যনাট্যে এক বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। এই নৃত্যনাট্য ছাড়াও অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন ঘরানার নৃত্য, রবীন্দ্র নৃত্য, লোক নৃত্য এবং বাংলা ও হিন্দি আধুনিক নৃত্য। মোট ৮০ জনের বেশি শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। গোটা অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন বহরমপুর নৃত্যাশ্রমের কর্ণধার স্বর্ণালী দে প্রামানিক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক ডা. সুপ্রতীক চক্রবর্তী, পথভবন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম পুষিলাল, রবীন্দ্রমেলার প্রাক্তন সম্পাদক অভিজিৎ সরকার, বিশিষ্ট তবলা শিল্পী অমিতাভ ব্যানার্জী।

নজরে গলসি বিধানসভার চতুষ্মুখী লড়াই

জয় নিয়ে আশাবাদী চার দলের প্রার্থীরাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আজ দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। প্রথম দফার নির্বাচনে কোনও হানাহানির ঘটনা না ঘটলেও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই বুধবার অন্যান্য বিধানসভার মতোই গলসি বিধানসভায় রয়েছে নির্বাচন। গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে রয়েছে ২৯৭টি বুথ। প্রতিটি বুথে মোতায়েন থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ানরা। সমস্ত বুথের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রধান চার প্রার্থীর মধ্যে এবার লড়াই হলেও, মূল লড়াই বিজেপি বনাম তৃণমূল। অন্যদিকে নিজেদের অস্তিত্ব ফিরে পেতে মরিয়া বাম প্রার্থীও। তবে এসবের মাঝে ভোটে জিতে নিজেদের খাতা খুলতে মরিয়া কংগ্রেসও।

রাজু পাত্র (বিজেপি)

মনিমালা দাস (সিপিআইএম)

দেবাশিষ বিশ্বাস(কংগ্রেস)

কুমার মাঝি (তৃণমূল)

নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন সব দলের প্রার্থীরা। গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন অলোক কুমার মাঝি। এই অলোক কুমার মাঝি বিগত পাঁচ বছর আগে তিনি এই কেন্দ্রেই বিধায়ক ছিলেন। তারপর তাকে সরিয়ে জামালপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বদলে প্রার্থী করা হয়েছিল নেপাল ঘড়ুইকে। যদিও এবার নেপাল ঘড়ুইকে দলের পক্ষ থেকে টিকিট না দিলেও অলোক কুমার মাঝির উপরেই ভরসা রাখে দল।। সেইমতো অলোক কুমার মাঝি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই তার নির্বাচন কেন্দ্রে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তবে যেহেতু তিনি পাঁচ বছর এই এলাকায় বিধায়ক হিসেবে ছিলেন তাই নতুন করে এলাকা চিনতে তার কোনও অসুবিধা হয়নি। অন্যদিকে পরিচিত প্রাক্তন বিধায়ককে পেয়ে অনেকেই তাকে সমর্থন জানাবেন বলে তাকে ইঙ্গিত দেন। বিগত দিনে অলোক কুমার মাঝি এলাকায় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন, সেই উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখে এবার ভোটে জেতার ক্ষেত্রে তিনি আশাবাদী। অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন রাজু পাত্র। প্রথমবার দলের হয়ে টিকিট পাওয়ার পরেই স্বাভাবিকভাবেই তিনি দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভোটে জিতলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করবেন বলে দাবি করে তিনি তার প্রচার চালিয়ে যান। পাশাপাশি রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ কে সামনে রেখে প্রচারে নামে সিপিআইএম প্রার্থী মনিমালা দাস। পাশাপাশি প্রথমবার দলের টিকিটের লড়াইয়ে নেমেছেন পানাগড়ের বাসিন্দা দেবাশিস বিশ্বাস। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দীর্ঘদিনের জেলা সম্পাদক হিসাবে তিনি দায়িত্বে আছেন। তার ওপরেই দল ভরসা রেখে তাকে গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টিকিট দেওয়া হয়। গলসি বিধানসভার গলসি এবং পারাজ অঞ্চলে ও কাঁকসায় কংগ্রেসের যৎসামান্য সমর্থক থাকলেও এবার ভোটে কংগ্রেস জিতবে এমনটাই দাবি নিয়ে বিগত দিনে কেন্দ্রে কংগ্রেস দল থাকাকালীন যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক প্রকল্প হয়েছিল। সেই সমস্ত উন্নয়ন মূলক প্রকল্পকে সামনে রেখেই প্রচার করেন কংগ্রেস প্রার্থী। গলসি ব্লকে এই চার প্রতিদ্বন্দ্বির মধ্যে কে জিতবে বা গলসির মানুষ কোন দলের প্রার্থীর ওপর ভরসা করবেন তা জানা যাবে ৪ মে।

হুগলির বলাগড়ে টাকা বিলির অভিযোগে বিজেপির গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বলাগড়: ভোটের প্রচারের সময়সীমা শেষ। তারপর গভীর রাতে গাড়িতে করে টাকা বিলির অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হুগলির বলাগড়। বিজেপির গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে, টাকা বিলির অভিযোগ খারিজ করেছে পদ্মশিবির। জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে সোমড়া ২ পঞ্চায়েতের কোরোলা মোড়ে বিজেপির নেতৃত্বের গাড়ি আটকান তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। গাড়িতে করে টাকা বিলির অভিযোগ ঘিরে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। সেইসময় বিজেপি নেতৃত্বের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ইট মেরে গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করে বিজেপি। বলাগড়ের বিজেপি প্রার্থী সুমনা সরকার বলেন, 'সোমড়া অঞ্চলে বিজেপির এক কর্মীর মায়ের শারীরিক অসুস্থতার খবর পেয়ে বিজেপির কিছু কার্যকর্তা সেই কর্মীর বাড়িতে দেখা করতে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে তৃণমূলের লোকজন তাঁদের গাড়ি আটকায়, ভাঙচুর চালায়। এরপরই খবর পেয়ে আমি ছুটে আসি। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। তৃণমূল দাবি করে আমরা গাড়িতে করে টাকা বিলি করছিলাম। পুলিশকে আমরা আমাদের গাড়ি চেক করতে বলি। পুলিশ গাড়ি চেক করে কিছু পায়নি।' তৃণমূল তাদের গুন্ডা বাহিনী দিয়ে যেভাবে আক্রমণ করেছে, এর জবাব মানুষ ভোট বাক্সে দেবে বলে মন্তব্য করে সুমনা সরকার। গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের সোমড়া অঞ্চল যুব সভাপতি দেবায়ন রায় বলেন, 'আমাদের কাছে খবর আসে বিজেপি প্রার্থী ও নেতৃত্ব টাকা বিলি করছিলেন। সেই মতো আমরা তাদের আটকাই। পুলিশকে খবর দিই। আমাদের কাছে খবর ছিল, সুমনা সরকারের দুটি গাড়িতে পতাকা, ফ্লেক্স নিয়ে বিভিন্ন বুথে গিয়ে টাকা দিচ্ছে। পুলিশ এসে আমাদের কর্মীদের সেখান থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের গাড়িতে তল্লাশি চালায়। আমরা নিশ্চিত গাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে।' গাড়ি ভাঙার অভিযোগ নিয়ে তিনি বলেন, 'তৃণমূল কারও গাড়িতে হামলা চালায়নি।'

কালনায় হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমায় নির্বাচনী প্রচারের সময় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সোমবার ভোটের আগে নসরথপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের একাধিক কর্মী-সমর্থক আহত হন। মঙ্গলবার সকালে আহত তৃণমূল কর্মীদের দেখতে কালনা মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছান পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপন দেবনাথ।

হাসপাতালে প্রবেশের আগে তিনি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে এক অভিনব প্রতিবাদে সামিল হন। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে 'বিজেপির কীর্তি' শিরোনামের একটি পোস্টার হাতে নিয়ে তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করেন। সেই পোস্টারে সংঘর্ষের একাধিক ছবি তুলে ধরা হয়। হাসপাতালে ভর্তি আহত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন স্বপন দেবনাথ। পরে হাসপাতাল চত্বরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, 'ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত হামলা।' তাঁর দাবি, 'বাইরের লোকজন বাস ও লাঠি নিয়ে হঠাৎ করে আক্রমণ চালাতে পারে না, এর পেছনে পরিকল্পনা রয়েছে। ভোট প্রচার বন্ধ থাকায় আমরা কোনও স্লোগান দিচ্ছি না। তাই নীরবে পোস্টারের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং সাধারণ মানুষের সামনে সত্যিটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।' এদিন স্বপন দেবনাথের সাথে আহতদের দেখতে হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন ব্লক ও স্থানীয় নেতৃত্ব।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় হয়রানির শিকার ভোট কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: আজ বঙ্গে দ্বিতীয় তথা শেষ পর্যায়ের ভোট। এই পর্বে ১৪২টি বিধানসভার নির্বাচন হবে। তার মধ্যে ৩৩টি বিধানসভাই উত্তর ২৪ পরগনায়। স্বাভাবিকভাবেই উত্তর ২৪ পরগনার গুরুত্ব অনেক বেশি। মঙ্গলবার সকাল থেকে বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, বসিরহাট ও বিধাননগর প্রশাসনিক ভবনে চলল চরম প্রস্তুতি। ভোট কর্মীরা যারা ভোট করাবেন তাঁরা নিজ নিজ ইভিএম ও তাঁদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরঞ্জাম বুঝে নিলেন। তবে সেই কাজে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠল। ভোট কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে হয়রানির শিকার হন বলেও অভিযোগ আসতে থাকে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ৯ এপ্রিলের তালিকা অনুযায়ী জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৭১ লক্ষ ১২ হাজার ১০২ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ৩৬ লক্ষ ২২ হাজার ৮০০ জন, মহিলা ৩৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ১১০ জন, তৃতীয় লিঙ্গ ১৯২ জন। পোলিং সেন্টার ৮৮৬৯টি, অক্সিলারি ১৯৭ টি। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের থেকে এবার ১৯টি পোলিং সেন্টার বাড়ানো হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার জন্য ৫০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই ডিসিআরসি কেন্দ্রগুলিতে ভোট কর্মীদের আসতে শুরু করেন। সেখান থেকেই ইভিএম মেশিন-সহ অন্যান্য জিনিস নিয়ে তাঁরা বুথের উদ্দেশে রওনা দেন। গাড়ি করে, নৌকা করে ভোট কর্মীরা রওনা দেন ভোট কেন্দ্রগুলির উদ্দ্যেশে। তবে প্রথম দফার নির্বাচনে ভোট কর্মীদের অভিজ্ঞতার রেশ টেনে এদিনের ভোট কর্মীদের অনেকেই আতঙ্কিত। তাদের দাবি, ভোট কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত জল ও পরিষ্কার টয়লেট ব্যবস্থা না থাকলে সমস্যা হবে। পাশাপাশি শেষ মুহূর্তে বহু ভোট কর্মীকে ডাকা হয়েছে ভিএবি-এর জন্য। তারা নূন্যতম প্রস্তুতি নিতে পারেনি। সোমবার বিকেলে তাঁদের মোবাইলে ম্যাসেজ আসে, মঙ্গলবার সকাল ৯টার মধ্যে নির্দেশ স্থানে হাজিরা দিতে বলায় বহু মহিলা ভোট কর্মীরা সমস্যায় পড়েছেন। নির্বাচন কমিশনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষুব্ধ। তবে ভোটের দিন নির্বাচন কমিশন ও তাদের আওতায় থাকা পুলিশ প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী কতটা শান্তিতে ভোট করাতে পারে সেই দিকেই তাকিয়ে বাংলার মানুষ।

পর্যাপ্ত বাসের অভাবে বিপাকে ভোটকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পর্যাপ্ত বাসের অভাবে বিপাকে ভোটকর্মীরা, দুর্গাপুর সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ। দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল থেকে মোট ৪,৭৮১ জন ভোটকর্মীকে বিভিন্ন জেলায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত বাসের অভাবে মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ডে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও বহু ভোটকর্মী বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে ডিসিআরসি কেন্দ্রে পৌঁছানো নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকে তাঁদের মধ্যে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভোটকর্মীদের একাংশ। তাঁরা সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ভোটকর্মীদের অভিযোগ, হাজার হাজার কর্মীকে বিভিন্ন জেলায় পাঠানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিবহণের ব্যবস্থা আগে থেকেই নিশ্চিত করা উচিত ছিল। সেই ঘাটতির জেরেই চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে তাঁদের। এক ক্ষুব্ধ ভোটকর্মীর কথায়, 'সকাল ন'টা পেরিয়ে গেল, এখনও বুঝতে পারছি না কীভাবে ডিসিআরসি কেন্দ্রে পৌঁছাব। সেখানে গিয়ে সময়মতো দায়িত্ব পালন করতে পারব কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ায় সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

পথদুর্ঘটনায় মৃত স্ত্রী, আহত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। তাই ভোট দেওয়ার উদ্দেশে কলকাতা থেকে স্বামী-স্ত্রী মোটর বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন মন্তেশ্বরের তারা শুধুনা গ্রামে। মন্তেশ্বর ঘোষপাড়া এলাকায় কুসুমগ্রাম মালডাঙা রোডে ঘটে বিপত্তি। সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন স্বামী, স্ত্রী। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁদের মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা স্ত্রী শুভ্রা মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্বামী সুমিত মণ্ডল গুরুতর জখম থাকায় তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন তিনি।

এগারো মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে ভোট কেন্দ্রে পুলিশ-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ভোট বড় বালাই। ছাড় মেলেনি মানবিকতার। নিদারুন গরম উপেক্ষা করে এগারো মাসের শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে পুলিশ কর্মী মা ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে সারা রাত এবং ভোটের দিন কোথায় থাকবেন? কি অবস্থায় থাকবেন? শিশুকে কার কাছে রাখবেন? কি খাওয়াবেন? তার কোনও উত্তর মায়ের জানা নেই। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। মা ছাড়া বাচ্চা থাকতে চায় না। তাই ডিউটি করতে বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ মা। অন্য ভোট কর্মী যারা তার সঙ্গে আছেন তারা বলছেন সবাই মিলে বাচ্চাকে সামলে নেবেন। আবার নিজেদের ডিউটিও দায়িত্ববান মানুষের মতো পালন করবেন। তবে কি হবে জানেন না, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে চলেছেন কর্তব্য পালন করতে। তবে মুখ খুললে চাকরিতে সমস্যা হতে পারে বলে সবটাই নিরবে মেনে নিয়েছেন পুলিশ মা।

SBI — এসবিআই, এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)

২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবনতারা বিল্ডিং, ডি এইচ রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শান্তনু জানা এবং সর্বাণী পানিগ্রাহী উভয়ের নিবাস ঠিকানা : ১)** গণেশকা-২, **ফ্ল্যাট নং এ,** ৩য় তল, ১৭৪/১৭৫, তালপুকুর রোড,পো : সরশুনা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা -৭০০০৬১, ঘোষপাড়া বাজারের নিকট। **ঠিকানা ২)** ৭৭/১বি,বড়ে রাইপুর রোড, ৩য়তল, যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২, **ঠিকানা ৩)** প্রযত্নে আশ্বিনীকুমার জানা, গ্রাম এবং পো : রামনগর, জেলা : মেদিনীপুর (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ -৭২১৪৪১। **এইচবিএল এ/সি নং : ৩৩৬৮৯৭৬২১৪৩ শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা**	**উক্ত জমি এবং ভবন এর উল্লিখিত তপশিল অবগতকরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ **৪ কাঠা ১২ ছটাক ১৭ বর্গফুট** কমবেশি সীমা পাঁচিল এবং বসবাসের ভবন নির্মিত , সিএস এবং আরএস দাগ নং ২১৪, আরএস খতিয়ান নং ৩০৩, জেএল নং ১৬, আরএস নং ৮১,তৌজি নং ৩৫১, পরগনা-বালিয়া, মৌজা- দক্ষিণ বেহালা, থানা : বেহালা বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, কলকাতা পৌর সংস্থা (দক্ষিণ সুবার্বন ইউনিট) অধীন, প্রেমিসেস নং ১৭৫, তালপুকুর রোড,কলাতা -৭০০০৬১,অ্যাসেসি নং : ৪১-১২৬-২০-০১৭৫-৫, ওয়ার্ড নং ১২৬, এডিএসআর বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উত্তরে :** কেএমসি চলার পথ। **দক্ষিণে :** বিক্রেতার নিজ জমি। **পূর্বে :** তালপুকুর রোড। **পশ্চিমে :** পুরসভা সড়ক। **অ্যাপার্টমেন্ট** **মালিক-শ্রী শান্তনু জানা এবং সর্বাণী পানিগ্রাহী,** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **ফ্ল্যাট নং এ,** ৩য় তলে, ভবনের পরিচিত **গণেশকা-২,** পরিমাপ **১০৩৬ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির প্রেমিসেস নং ১৭৫,তালপুকুর রোড,থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬১,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন(সাউথ সুবার্বন ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২৬ আরও নির্দিষ্টভাবে প্রথম তপশিলের বর্ণিত এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সহ। নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৯৮৬৩ থেকে ৯৮৯০, দলিল নং ০২০২০-২০১৪ সালের, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স-১, কলকাতা অফিস এআরএ -১ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।	**১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২০.০৪.২০২৬** **এনপিএ তারিখ ১৭.০৯.২০২৫**	**এইচবিএল এ/সি নং ৩৩৬৮৯৭৬২১৪৩ ৬,৬৭,৬১০ টাকা** (ছয় লাখ সাতষট্টি হাজার ছশো দশ টাকা) **১৯.০৪.২০২৬** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন

তারিখ : ২৯.০৪.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট ৪এ, রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, যার **স্বত্ব দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, গার্ডেন রিচ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **১৫.০৫.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **৩৯,০২,০৪২.০০ টাকা** (উনচল্লিশ লাখ দুই হাজার বিয়াল্লিশ টাকা) **২৯.১২.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, গার্ডেন রিচ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) মেসার্স ৩এ গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শেখ আলতাফ হোসেন,** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বারিয়া, ডায়মন্ড হারবার ১, কলকাতা - ৭০০১৪১ কাছ থেকে আদায় করা হবে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **১. মেসার্স ৩এ গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বা : শেখ আলতাফ হোসেন** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বরিয়া, ডায়মন্ড হারবার-১ কলকাতা- ৭০০১৪১, **২. শেখ আলতাফ হোসেন (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বরিয়া, ডায়মন্ড হারবার-১ কলকাতা- ৭০০১৪১, **৩. শ্রী শেখ আশিক ইকবাল (জামিনদাতা),** বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বরিয়া, ডায়মন্ড হারবার-১ কলকাতা- ৭০০১৪১, খ) **গার্ডেনরিচ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত তিনতলা বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৪৫০০ বর্গফুট নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক, অবস্থিত মৌজা- নোয়াপাড়া গ্রাম, পরগনা- মাগুরা, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৬৭, আরএস নং ৫৬১, আরএস খতিয়ান নং ১৪২, আরএস দাগ নং ৬৫৫, হোল্ডিং নং সি৪-১৫৪/এ/নিউ, বোগা নোয়াপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ২১ মহেশতলা পুরসভা অধীন, থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দান দলিল নং ০৬৯৭৫ তারিখ : ২৭.০৬.২০১৪ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৪১২ থেকে ৪২২, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-২, আলিপুর, ২০১৪ সালের, **সম্পত্তি শেখ আলতাফ হোসেন এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : আশিক ইকবাল, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : মোজাস্সর নাজর।	**৩৯,০২,০৪২.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ দুই হাজার বিয়াল্লিশ টাকা) ২৯.১২.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ৪৩,৮৩,০০০.০০ টাকা (*) (তেতাল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার টাকা) খ) ৪,৩৮,৩০০.০০ টাকা (চার লাখ আটত্রিশ হাজার তিনশ টাকা) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50521399431 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭৫৮৫৯ ২৯৩১৫

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬ থেকে ১৪.০৫.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারী হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। নিবন্ধন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https//baanknet.com** দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ -২৭.০৪.২০২৬
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট ৪এ, রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, যার **স্বত্ব দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, চিংড়িপোতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **১৫.০৫.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **১৫,৪১,৫৭৩.০০ টাকা** (পনের লাখ একচল্লিশ হাজার পাঁচশ তিয়াত্তর টাকা) **১৫.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, চিংড়িপোতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) শ্রী দেবব্রত ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** উদয়নপল্লী, মহেশতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪০ কাছ থেকে আদায় করা হবে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **শ্রী দেবব্রত ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** উদয়ণপল্লি, মহেশতলা, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪০। খ) **চিংড়িপোতা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মিত পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ২ কাঠা ৩ শতক অবস্থিত মৌজা- বাংলা গ্রাম , পরগনা- বালিয়া, জেএল নং ৪১, আরএস নং ৫৪, তৌজি নং ৩৪৩, খতিয়ান নং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ১৭৪৯, ১৭৫০, ১৭৫১, নিউ খতিয়ান নং ৫৫৭১, আরএস দাগ নং ৭৬৭, এলআর দাগ নং ৬৮৮, হোল্ডিং নং সি২-২৮/৪৩৪, উদয়নপল্লি লেন, ওয়ার্ড নং ২৬, মহেশতলা পুরসভা, থানা- মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪০, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বাংলা বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর -২, আলিপুর এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৫০৫০১ থেকে ১৫০৫২৪, দলিল নং ১৬০২০৪৪১০-২০১৮ সালের, **সম্পত্তি শ্রী দেবব্রত ভৌমিক, এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : গোপাল দাস এর জমি এবং ভবন। দক্ষিণে : ফণিভূষণ ভট্টাচার্য এর জমি এবং ভবন। পূর্বে : গোপাল দাস এর জমি এবং ভবন। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া উদয়ণ পল্লি রোড।	**১৫,৪১,৫৭৩.০০ টাকা** (পনের লাখ একচল্লিশ হাজার পাঁচশ তিয়াত্তর টাকা) **১৫.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ১২,৭১,০০০.০০ টাকা (*) (বারো লাখ একাত্তর হাজার টাকা) খ) ১,২৭,১০০.০০ টাকা (এক লাখ সাতাশ হাজার একশ টাকা) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB7359681571A ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭৫৮৫৯ ২৯৩১৫

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬ থেকে ১৪.০৫.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারী হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। নিবন্ধন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https//baanknet.com** দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ -২৭.০৪.২০২৬
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লস্করপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২২.০৪.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লস্করপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩৫,২১,২২০.০০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা) **০৭.০৯.২০১৮** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায় করা হবে **মেসার্স মিলটন ল্যাবরেটরিস (ঋণগ্রহীতা), (স্বত্বাধিকারী : সুদীপ ভৌমিক)** ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো. ওয়েস্ট জগদ্দল, থানা - সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা - ৭০০১৫১। **আরও ঠিকানা :** ১৫/২, কেঁদুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. মেসার্স মিল্টন ল্যাবরেটরিজ (ঋণগ্রহীতা) **স্বত্বাধিকারী : সুদীপ ভৌমিক** ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১। **আরও ঠিকানা :** ১৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **২. শ্রী সুদীপ ভৌমিক (স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত শশীকান্ত ভোমিক, ১৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **আরও ঠিকানা :** ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১। খ) **লস্করপুর শাখা**	**সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন - শ্রী সুদীপ ভৌমিক,** মৌজা : এলাচি, দাগ নং ১৭৯৮, খতিয়ান নং ৪৯২, জেএল নং ৭০, আরএস নং ২২৩, তৌজি নং ৬৩, ৬৪, হোল্ডিং নং ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ডনং ২৮, কলকাতা : ৭০০১৫১। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৯, দক্ষিণ : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।	**৩৫,২১,২২০.০০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা) **০৭.০৯.২০১৮** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪৪,০০,০০০.০০ টাকা (*) (চুয়াল্লিশ লাখ টাকা) খ) ৪,৪০,০০০.০০ টাকা (চার লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50014475966 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭৫৮৫৯ ২৯৩১৫

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬ থেকে ১৪.০৫.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৭.০৪.২০২৬/স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার

সাঁজোয়া বাহিনী-সহ ফলতায় অজয়, কমিশনে নালিশ বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের প্রাক্কালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা হঠাৎই উত্তপ্ত। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মার হঠাৎ উপস্থিতিতে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।

মঙ্গলবার তিনি একাধিক গ্রামে ঘুরে দেখেন পরিস্থিতি। অভিযোগ, যাঁদের বিরুদ্ধে ভোটারদের ভয় দেখানোর কথা উঠেছে, তাঁদের তালিকা ধরে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সূত্রেই পৌঁছে যান তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের দলীয় কার্যালয়ের কাছাকাছি এলাকায়। ফেরার পথে সাঁজোয়া যান ও বাহিনী নিয়ে তাঁর ওই কার্যালয়ের সামনে দিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি তপ্ত হয়ে ওঠে।

তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ওঠে 'জয় বাংলা' ধ্বনি। জাহাঙ্গির খানের অভিযোগ, পুলিশ পর্যবেক্ষকের এভাবে সরাসরি এলাকায় গিয়ে চাপ সৃষ্টি করার অধিকার নেই। কোথাও অভিযোগ থাকলে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানোই নিয়ম। তিনি আরও বলেন, 'উনি সিংহম হতে পারেন, কিন্তু আমরা মাথা নত করি না, মানুষই আমাদের শক্তি।' এক তৃণমূল কর্মীর কথায়, এটা ফলতার মাটি, এখানে ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না। অন্যদিকে প্রশাসনের একাংশের দাবি, ভোটের আগে শান্তি বজায় রাখতেই এই পরিদর্শন। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা যে আরও বাড়বে, তা স্পষ্ট।

যদিও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষকের আচরণ নিয়ে ওঠা অভিযোগে আপাতত হস্তক্ষেপে বিরত থাকল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে বিষয়টি উঠলেও পদ্ধতিগত জটিলতায় মামলাটি থমকে যায়। আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ না-হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অধীনে কর্মরত আধিকারিকের কাজে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়।

ফলতায় তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের অন্দরমহলে এই পর্যবেক্ষকের 'দাদাগিরি'র ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। যার জেরে ওই আধিকারিককে নির্বাচনী কাজ থেকে সরানোর দাবিতে সরব হয়েছিলেন আইনজীবীদের একাংশ। যদিও আদালত সরাসরি জানায়, কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দরবারে জানানোই শ্রেয়। শুনানি পুরোপুরি না-হওয়ায়, আপাতত কোনও আইনি বাধা ছাড়াই নিজের পদে বহাল থাকছেন এই দাপুটে আইপিএস। মামলার এই হাল নিয়ে ভোটের মরসুমে নতুন করে রাজনৈতিক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে।

এবিষয়ে মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে অভিযোগ জানিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কড়া সুরে আক্রমণ শানাল। দলের নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশন, নাকি বিজেপির কমিশন, এই প্রশ্ন আজ মানুষের। তাঁর অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এক বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক সীমা লঙ্ঘন করে সরাসরি অভিযানে নেমেছেন। পর্যবেক্ষক তো কমিশনের চোখ-কান, কিন্তু এখানে তিনি হাত-পা হয়ে উঠছেন, মন্তব্য তাঁর। প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও একই সুরে বলেন, সাধারণ মানুষের বাড়িতে বিনা নিয়মে তল্লাশি ও ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠছে। চন্দ্রিমার কটাক্ষ, এটা কি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, না আতঙ্ক সৃষ্টির কৌশল? এদিন হিন্দি চলচ্চিত্রের সংলাপ টেনে তিনি বলেন, 'পুষ্পা... ঝুঁকেগা নেহি।' তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর চাপিয়ে দেওয়া ভীতি বাংলার মানুষ মানবে না। এই পরিস্থিতিতে আইনি পথেও হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছে তৃণমূল।

হস্তক্ষেপে নারাজ হাইকোর্ট

কলকাতা পুলিশের ডিসিকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদ: রাজ্যের শেষ দফার ভোটের প্রাক্কালে আবারও সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে মঙ্গলবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার গভীর রাতেই তাঁর কাছে নোটিশ পৌঁছয় বলে তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে।

এই তলবের সূত্র দক্ষিণ কলকাতার কুখ্যাত অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ পোদ্দার, ওরফে 'সোনা পাপ্পু'কে ঘিরে একাধিক অভিযোগ। জমি দখল, তোলাবাজি ও অস্ত্র আইনের মামলা, সব মিলিয়ে আর্থিক লেনদেনের দিক খতিয়ে দেখতে নেমেছে তদন্তকারী সংস্থা। ইতিমধ্যেই এই মামলায় এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগেও চলতি মাসে শান্তনুর বাসভবনে দীর্ঘ তল্লাশি চালায় ইডি। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেই অভিযান চলে। তল্লাশির পরদিনই তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ডাকা হলেও, সেদিন কাউকেই দপ্তরে যেতে দেখা যায়নি, তদন্ত মহলের দাবি।

শুধু এই মামলা নয়, বালি পাচার সংক্রান্ত আর্থিক তছরূপের তদন্তেও তাঁকে তলব করা হয়েছিল। সেবার তাঁর আইনজীবী উপস্থিত হয়ে সময় চেয়ে নেন। তদন্তকারী সংস্থার এক কর্তার কথায়, দু'টি মামলার আর্থিক যোগসূত্র খতিয়ে দেখতেই জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন। ভোটের উত্তাপে এই তলব ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর তরজা শুরু হয়েছে।

ভোটের আগে শহরে যান সংকটে ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোটের মুখে শহরের রাস্তায় যেন হঠাৎই হারিয়ে গিয়েছে বাস-মিনিবাস। নির্বাচনী কাজে বিপুল সংখ্যক যান তুলে নেওয়ায় কলকাতা ও আশপাশে দৈনন্দিন যাতায়াত প্রায় ভেঙে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন অফিসযাত্রী ও সাধারণ মানুষ।

সকালের ব্যস্ত সময়ে একাধিক বাসস্ট্যান্ডে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ অপেক্ষা। বাস এলেও অতিরিক্ত ভিড়ে ওঠা দুষ্কর হয়ে উঠছে। এক যাত্রীর কথায়, 'আগে কয়েক মিনিটেই বাস পেতাম, এখন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও মেলে না। এলেও ওঠার জায়গা থাকে না।' পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে সরকারি বাসের ঘাটতি। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় বহু বাস রাস্তায় নামেনি, ফলে যেটুকু পরিষেবা রয়েছে তা দিয়ে চাপ সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

অন্যদিকে, ভাড়ার গাড়ির অবস্থাও একই রকম বিপর্যস্ত। গাড়ির সংখ্যা কমে যাওয়ায় ভাড়া বেড়েছে, তবুও সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। এক কর্মজীবী তরুণীর কথায়, 'গাড়ি নেই, বাসে ওঠা যায় না, অফিসে পৌঁছনোই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা।'

এই সংকটের প্রভাব পড়েছে পড়াশোনাতেও। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে অনলাইন পদ্ধতির দিকে ঝুঁকেছে। প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও, ভোটের আগে শহরবাসীর দুর্ভোগই এখন প্রধান বাস্তবতা।

ভোটের আগের দিন সম্পত্তি বিতর্কে উত্তাল রাজারহাট: নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রে নতুন করে চড়ল রাজনৈতিক উত্তাপ। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী তরুণজ্যোতি তেওয়ারি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন প্রতিদ্বন্দ্বী অদিতি মুন্সীর বিরুদ্ধে। অভিযোগের কেন্দ্রে সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, মনোনয়নপত্রে নিজের এবং স্বামীর সম্পদের প্রকৃত বিবরণ গোপন করেছেন অদিতি। তাঁর বক্তব্য, বহু জমি কেনাবেচা হয়েছে, কিন্তু সেই লেনদেনের হিসাব কোথাও নেই। তিনি আরও বলেন, সম্পত্তি বিক্রির বিপুল অর্থ কোথায় গেল, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

অজয় শর্মাকে নিয়ে মহুয়ার পোস্ট, কটাক্ষ লেখিকার

অশোক সেনগুপ্ত

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় স্বচ্ছ ভোটপ্রক্রিয়ার স্বার্থে আইনশৃঙ্খলার রক্ষার জন্য আনা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের 'দাবাং' আইপিএস অজয় শর্মাকে। তাঁর চারিত্রিক অপবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রতিবাদ করলেন লেখিকা সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাইট ক্লাবে 'দাবাং' অফিসারের ভিডিয়ো যুক্ত করে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এর প্রেক্ষিতে সঙ্গীতা সামাজিক মাধ্যমে মঙ্গলবার লিখেছেন, 'মহুয়া মৈত্র একটা পোস্ট করেছেন অজয় শর্মাকে নিয়ে। আসলে voyeurism ব্যাপারটা মেয়েদের মধ্যেও থাকে। Voyeurism মানে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্ত গোপনে দেখার আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা এবং তার থেকে pleasure নেওয়া। এসব সাধ আহ্লাদ যে শুধু পুরুষদের থাকে তা নয়। মেয়েদের মধ্যেও প্রচুর থাকে। গোপন কথা শোনা। গোপন মুহূর্ত তাড়িয়ে তাড়িয়ে দেখা। নইলে একজন পুলিশ অফিসার নারীসঙ্গ করছে, নাচছে, গাইছে, একটা কামোদ্দীপক মুহূর্ত enjoy করছে, কাউকে molest করছে না, জোরজবরদস্তি করছে না। মহুয়া মৈত্রর এখানে কী বলার থাকতে পারে আমি তো বুঝলাম না। সম্ভোগ তো নারী-পুরুষের একটা ত্রস্থ্ন্স্খ্ন ষ্ঠত্র:tial reality, তাই না?

এখানে মহুয়া নিজেও voyeurism practice করছেন, আর মানুষকেও voyeuristic pleasure নিতে বলছেন। মুশকিল হচ্ছে যে এখানেই fundamentally liberal আর conservative mindset এক হয়ে যায়। এই নিয়ে আমি কদিন আগেই পোস্ট দিয়েছিলাম, যে what is my right to sex? এই নিয়ে intellectual sphere এ কোনও আলোচনা হয় না। এখনও মানুষ অন্যের ব্যক্তিগত মুহূর্ত দেখে এই রকম কান এঁটো করে হাসবে আর clippings share করবে। আমার মতো মানুষ হলে এই সব ধর্তব্যের মধ্যেই ধরবে না। জ্জ ১০০ু believe in right to sex and sexual company.আমি শুধু দেখব যে জোরজবরদস্তি হচ্ছে কিনা আর ত্বদ্র:ন্স্ত্র:ষ্ঠ আছে কিনা।

এদের দলে তো ঋতব্রতও আছে। তার right to sex আছে। তা হলে মহুয়া কেন এই voyeuristic video share করে অজয় শর্মাকে blackmail করছেন। একদিকে বিজেপি এলে সব liberty and liberal choice নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় দেখানো রাজনীতি আর একই সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত ভোগের মুহূর্ত পোস্ট করা, এটা একটু কেমন, কেমন। আমার মনে হয় মানুষের right to sex থাকা উচিত।' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার মধ্যে এই পোস্টে ৪৯টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

ভোটের আগে রাজ্যপালের বার্তা, 'প্রতিটি ভোটেই ভবিষ্যৎ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রাক্কালে রাজ্যের নাগরিকদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাজ্যপাল আরএন রবি। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, মহিলা ও নতুন ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

রাজ্যপাল বলেন, 'বুধবার দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ। গণতন্ত্রের এই উৎসবে সকলকে অংশ নিতে হবে।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'যুবশক্তি ও নারীশক্তির কাছে আমার আবেদন, আপনারা বেশি সংখ্যায় বুথে গিয়ে ভোট দিন। প্রতিটি ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, রাজ্যের ভবিষ্যৎ গঠনে এর ভূমিকা রয়েছে।'

নির্বাচন ঘিরে যাতে কোনও নাগরিক অসুবিধায় না-পড়েন, সেই লক্ষ্যেই রাজভবনের তরফে সার্বক্ষণিক সহায়তা ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। ভোট সংক্রান্ত কোনও সমস্যা, বাধা বা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকলে নির্দিষ্ট নম্বরে যোগাযোগ করার আবেদন জানানো হয়েছে। সূত্রের দাবি, অতীতের নির্বাচনে হিংসার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এই উদ্যোগ। অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই ভোটারদের ভয় দেখানো বা ভোটদানে বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সেই প্রেক্ষিতে প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যপালের আশ্বাস, প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগের রাতে প্রশাসনিক বার্তায় স্পষ্ট, অংশগ্রহণই গণতন্ত্রের শক্তি।

কালীঘাট মন্দিরে মা দক্ষিণাকালী'র চরণে পুজো নিবেদন করলেন ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

বিশেষ ভাবে সক্ষম মহিলা ভোটকর্মী গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম থেকে ইভিএম মেশিন সংগ্রহ করে ভোটকেন্দ্রের দিকে যাচ্ছেন। ছবি: অদিতি সাহা

গভীর রাতে 'সতর্ক বার্তা ববিকে', সরব শাসকদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের প্রহর গোনা শুরু হতেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সুর। গভীর রাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি ঘিরে প্রশ্ন তুললেন কলকাতার মেয়র তথা প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম।

মঙ্গলবার তিনি জানান, রাত প্রায় পৌনে একটার সময় তাঁর চেতলার বাড়িতে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ পর্যবেক্ষক। তাঁদের বক্তব্য ছিল, নির্বাচনের সময় কোনও গোলমাল যেন না-হয়। পাশাপাশি বিরোধী শিবিরের প্রতিনিধিদের বাধা দেওয়া হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিতও দেন তাঁরা।

ফিরহাদ অবশ্য এই ঘটনাকে অন্য ভাবে দেখছেন। তাঁর কথায়, নকশাল আমলে যেভাবে রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি হত, একই ধরনের ছবি দেখা যাচ্ছে। রীতিমতো হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, যেখানে কোনও অশান্তি নেই, সেখানেও ভয় তৈরি করা হচ্ছে।

চেতলার পরিবেশ শান্ত বলেই দাবি তাঁর। এখানে কখনও বোমা-গুলির ঘটনা ঘটেনি। একটা ইটও পড়েনি, মন্তব্য মেয়রের। একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, এই অতিসক্রিয়তা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে।

ভোটের আগের রাতেই বার্তা স্পষ্ট, প্রস্তুতিতে আত্মবিশ্বাসী প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে শহরের কেন্দ্রে প্রস্তুতির ছবি যেন এক আলাদা বার্তা দিচ্ছে, শৃঙ্খলা, গতি এবং নিশ্চিন্ততার মিশেল। উত্তর কলকাতার একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটকর্মীরা দিনভর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে বুথের পথে রওনা হয়েছেন।

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম চত্বর সকাল থেকেই ব্যস্ত। তবে ভিড় থাকলেও বিশৃঙ্খলার লেশমাত্র নেই। নির্দিষ্ট নম্বর মিলিয়ে একে একে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলে নিচ্ছেন কর্মীরা। কারও মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই, বরং দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি স্পষ্ট। এক ভোটকর্মীর কথায়, 'সব কিছু এত নিয়ম মেনে হচ্ছে যে কোনও দুশ্চিন্তা নেই, নির্ভয়ে কাজ করা যাবে।' আর এক কর্মী জানান, তআগের অভিজ্ঞতা কঠিন ছিল, তবে এবার ব্যবস্থা অনেক বেশি সুসংগঠিত মনে হচ্ছে।'

এই দফায় উত্তর কলকাতার একাধিক কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক ভোটার তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করবেন। প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতি ও নজরদারি প্রস্তুতিকে আরও জোরদার করেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও চোখে পড়ার মতো কড়া। অতীতের উত্তপ্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এবার প্রথম দফায় তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। সেই ধারাই বজায় থাকবে বলে আশাবাদী প্রশাসন। সব মিলিয়ে, ভোটের আগের মুহূর্তে প্রস্তুতির ছবিই যেন জানিয়ে দিচ্ছে, এবারের লড়াইয়ে নিয়ন্ত্রণেই রাখতে চায় পরিস্থিতি।

দ্বিতীয় দফায় হেভিওয়েটদের লড়াই, যাদবপুর-হাবড়া-মানিকতলা উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় দফার ভোটে রাজ্যের একাধিক কেন্দ্রে হেভিওয়েটদের সরাসরি সংঘর্ষে চড়ছে উত্তাপ। যাদবপুর, হাবড়া, চন্দননগর, মানিকতলা ও নোয়াপাড়ার মতো আসনে প্রার্থীদের লড়াই এখন মর্যাদার প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।

যাদবপুরে বামেদের মুখ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। হাবড়ায় তৃণমূলের ভরসা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, চন্দননগরে ইন্দ্রনীল সেন সংগঠন সামলাচ্ছেন। শ্যামপুকুরে শশী পাঁজা ও মানিকতলায় শ্রেয়া পাণ্ডের লড়াই বিশেষ ভাবে নজর কাড়ছে। তেমনই নোয়াপাড়া কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের লড়াই এই তালিকাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই দফার ফল অনেক অঙ্কের হিসাব মেলাতে পারে। এক ভোটারের কথায়, এবার ব্যক্তি নয়, কাজ আর এলাকার উন্নয়নই বড় হয়ে উঠেছে।

শাসক শিবিরের এক কর্মী বলেন, মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই রায় দেবে। বিরোধীদের পালটা বক্তব্য, পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট, মানুষ জবাব দেবে। সব মিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার ভোট এখন কেবল আসন দখলের লড়াই নয়, এটি প্রভাব ও ভবিষ্যৎ ক্ষমতার দিক নির্ধারণের সংঘর্ষ। নজর এখন চূড়ান্ত রায়ের দিকেই।

আজও উন্নয়নের আশায় কুমোরটুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিল্পের খ্যাতি বিশ্বজোড়া, অথচ শিল্পীর জীবন অন্ধকারে,এই দ্বন্দ্বই যেন আজকের কুমোরটুলি। ভোটের প্রাক্কালে পটুয়াপাড়ার কারিগরদের মুখে উঠে এল দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা, নতুন সরকারের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা স্পষ্ট, বাস্তব উন্নয়ন।

প্রায় তিনশোরও বেশি শিল্পীর এই আবাসে আজও টিন-বাঁশের অস্থায়ী ছাউনি। বর্ষায় কাদা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা, সব মিলিয়ে জীবনযাপনই কঠিন। শিল্পী অমল পাল বলেন, 'পনেরো বছরেও অবস্থার বদল হল না। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই আছি। প্লাস্টিক ছাড়া কিছুই পাইনি।' ঋণ ও উপকরণের সমস্যাও প্রবল। বঙ্কিম পালের কথায়, 'আমরা যেন আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি। সারা পৃথিবীতে মূর্তি যায়, কিন্তু আমাদের দিকে কেউ তাকায় না।' জ্বালানি, কাঁচামাল, সব কিছুর দাম বাড়লেও আয় বাড়েনি বলেই অভিযোগ।

মহিলা শিল্পী মালা পাল ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বিদেশিরা এলে নাক ঢেকে ঘোরেন, তখন লজ্জা লাগে। এত বছরেও কোনও প্রকৃত উন্নয়ন হয়নি। আরেক কারিগর ভানুরুদ্র পালের আশঙ্কা, একটু আগুন লাগলেই সব পুড়ে যাবে। দেনার দায়ে কারখানা বিক্রি করতে হচ্ছে। অন্যদিকে স্থানীয় শাসকদলের দাবি, উন্নয়নের কাজ হয়েছে এবং আরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে শিল্পীদের একাংশ তা মানতে নারাজ।

ভোটের মুখে তাই প্রশ্ন একটাই, প্রতিশ্রুতির বাইরে গিয়ে কুমোরটুলির বাস্তব চেহারা বদলাবে কবে?

'হিন্দু হত্যার ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ ফড়নবিশের

পহেলগাঁও ধাঁচে কলমা পাঠ করতে জোর

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল: পহেলগাঁও ধাঁচে কলমা না পড়ায় দুই যুবকের উপর হামলা হয়েছে মুম্বইয়ের মিরা রোডে। জানা গিয়েছে, আততায়ী জুবের আনসারি ইসলামিক স্টেট জঙ্গিগোষ্ঠীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে আখ্যা দিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। তিনি জানিয়েছেন, 'হিন্দুহত্যার ষড়যন্ত্র ছিল।'

মহারাষ্ট্র

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ৪টে নাগাদ মিরা রোডে নির্মীয়মাণ একটি ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই যুবক রাজকুমার মিশ্র ও সুব্রত সেনের উপর হামলা চলে। জানা গিয়েছে, আততায়ী প্রথমে দু'জনের ধর্মীয় পরিচয় জানতে চান। এরপর জিজ্ঞেস করেন তাঁরা কলমা পড়তে জানেন কিনা। 'না' বলায়। জোর করে কলমা পাঠ করতে বলেন। নিরাপত্তারক্ষীরা রাজি না হওয়ায়, ছুরি বের করে তাদের উপর হামলা চালানো হয়। এই ঘটনায় রাজকুমার গুরুতর আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, সামান্য চোট পেয়েছেন সুব্রত। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত জুবের আনসারিকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এমসি-৫৪-এমসিসি-আরপিএইচ-এজেড-২৫, তারিখ ২৭.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কো.), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** ৩ বছরের সময়কালের জন্য রামপুরহাট ও আজিমগঞ্জ কোচিং ডিপো এবং প্ল্যাটফর্মে আরটি মেইল/এক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ড্রাই সুইপিং এবং টয়লেট পরিষ্কার করার কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৮৯,৮৪,৯৫৪.৫১ টাকা। **বায়নামূল্য জমাঃ** ২,৪৪,৯০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ৩৬ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **অনলাইনে টেন্ডার জমার জন্য ওয়েবসাইটের বিবরণঃ** www.ireps.gov.in। **বিড বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৫.২০২৬ তারিখে বেলা ২টা পর্যন্ত। প্রি **বিড মিটিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৬ তারিখে বেলা ১২টা। **প্রি-বিড মিটিং-এর স্থানঃ** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-তে সিনিয়ার ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কো.)-এর অফিস।

(HWH-36/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বাতিল

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত এনআইটি নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-২০-২৬, তারিখঃ ২০.০৪.২০২৬, যেটি বন্ধের তারিখ ১৮.০৫.২০২৬। প্রশাসনিক কারণে উপরোক্ত টেন্ডার **বাতিল** করা হল। মূল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (PR-97C)

বিজ্ঞপ্তি

আমি **শ্রী দেব কুমার বিশ্বাস** পিতা- ৺বিশ্বনাথ বিশ্বাস ঠিকানা- ৮৩ নং, আনন্দ নগর, খড়দহ, থানা- রহড়া কোল- ১১৮, আমি ১০৯ খড়দহ বিধানসভার **হিন্দু সমাজ পার্টি** প্রার্থী, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমার বিরুদ্ধে রহড়া থানায় একটি মারপিট এর **কেস নং- ২৪২/২১, তারিখ- ০৫/০৭/২০২১** অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যাহা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতে ব্যারাকপুর- এ বিচারাধীন যার নং ৩৪১/৩২৩/৩২৫/৩৪ ।

--- **শ্রী দেব কুমার বিশ্বাস**

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, SAROJINI NAIDU SARANI
KOLKATA-700 017

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender is invited for procurement of Indelible Ink (10ml phial).
Details are available at **https://wbtenders.gov.in**.
Tender ID: 2026_WBSEC_1023704_1
Last date and time of submission of BID **21.05.2026 up to 11 AM.**

Secretary
West Bengal State Election Commission

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

J&K Bank Serving To Empower

দি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংক লিমিটেড
এফ ৬- এফ ৭, জেম প্লাজা, ইনফ্যান্ট্রি রোড, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০০১
CIN: L65110JK1938SGC000048

রেফ. নং **JKB/BNGLOR/NPA -** তারিখ ২২.০১.২০২৬

নিবন্ধিত এ.ডি.

বদ্রী নারায়ণ সাহু, পিতা ব্রজবন্ধু সাহু, এ০১/০৭, ভিআইপি রোড, পোদ্দার বিহার, কৈখালী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫২ **এবং** দুর্গাপ্রসাদ গ্রাম, দেউলি পোস্ট, বেগুনিয়া থানা, খোরধা জেলা, ওড়িশা-৭৫২০৬৪

...ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট-২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি।

প্রিয় স্যার,

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এরপরে ''আইন'' হিসাবে উল্লিখিত)-এর ধারা ১৩ (২)-এর অধীনে এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি, আমার দ্বারা, শ্রী গাজানফার রসুল, **জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংক লি.-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে,** সারফেইসি আইন, ২০০২-এর বিধান অনুসারে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে, **২২ জানুয়ারী ২০২৬** তারিখে জারি করা হলো, নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য :

যেহেতু, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাংক লি. -এর (এরপরে ব্যাংক হিসাবে উল্লিখিত) ইনফ্যান্ট্রি রোড শাখা কার্যালয় নিম্নলিখিত ঋণ সুবিধাগুলি অনুমোদন করেছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

ক) **রেফারেন্স নং-এর মাধ্যমে অনুমোদিত ৪.০০ লক্ষ টাকা এবং ৫.৯০ লক্ষ টাকার হাউজিং লোন নং এইচআরডিডি/পিএস/এইচএলএসটিএফ/২০১৫-৬৪ তারিখ ২৭.০৪.২০১৫**

খ) **রেফারেন্স নং এইচআর/পিএস/এইচএলএসটিএফ/২০২১-২২-২২৯ তারিখ ১৮.১১.২০২১ অনুযায়ী আপনাকে (এরপরে ঋণগ্রহীতা হিসাবেও উল্লিখিত) ০.১০ লক্ষ টাকা এবং ৮.৬৭ লক্ষ টাকার গৃহঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।**

যেহেতু উপরোক্ত ঋণ সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত জামানত দ্বারা সুরক্ষিত ছিল

প্রাথমিক জামানত :

ওড়িশা রাজ্যের খোরধা জেলার বেগুনিয়া থানার দেউলি পোস্টের দুর্গাপ্রসাদ গ্রামে অবস্থিত, খাতা নং ৯৯-এর ৪৩৯ নং (ঘরবাড়ি) প্লটের সেই সমস্ত খণ্ড জমি, যার পূর্ব দিক থেকে ০.০৫৫ একর এবং ০.১৬৫ একর পরিমাপ রয়েছে এবং যার সীমানা পূর্বে প্রসন্ন নায়েক, পশ্চিমে নিধি সাহু; উত্তরে সরকারি জমি, দক্ষিণে রাস্তা।

সমপরিমাণ জামানত - শূন্য

যেহেতু আপনি ঋণগ্রহীতা হিসাবে ব্যাংকের অনুকূলে উপরোক্ত উল্লিখিত সম্পত্তিগুলিতে (সুরক্ষিত সম্পদ) জামানতি স্বত্ব সৃষ্টি করার পর উপরোক্ত ঋণ সুবিধাগুলি গ্রহণ করেছিলেন, যেহেতু, ঋণগ্রহীতা উপরোক্ত উল্লিখিত অনুমোদন পত্রের শর্তাবলী এবং ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিত দলিলে উল্লিখিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসারে ঋণ সুবিধাটি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন, ফলস্বরূপ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশাবলী ও নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগ্রহীতার ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ০১৮৩২৬৫৬০০০০০০২১-কে ব্যাংক কর্তৃক ০৮.০৯.২০২৫ তারিখে এবং ০১৮৩২৬৫৬০০০০০০২২, ০১৮৩২৬৫৬০০০০০০৫৫ ও ০১৮৩২৬৫৬০০০০০০৫৬-কে ০৯.০৯.২০২৫ তারিখে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

ঋণ অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রম নং	সুবিধা	মঞ্জুরীকৃত সীমা	প্রাপ্ত সীমা	এনপিএ তারিখ	এনপিএ পরিমাণ	৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ	৩১.১২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া
১.	হাউসিং লোন -২১	৪.০০ লাখ	৪.০০ লাখ	০৮.০৯.২০২৫	১,১৬,২৯৮.০০	১,২৪,৯৯৫.০০	২,৪১,২৯৩.০০
২.	হাউসিং লোন -২২	৫.৯০ লাখ	৫.৯০ লাখ	০৯.০৯.২০২৫	৯৫,৬০০.০০	২,৫০,৪৭৮.০০	৩,৪৬,০৭৮.০০
৩.	হাউসিং লোন -৫৫	০.১০ লাখ	০.১০ লাখ	০৯.০৯.২০২৫	৫,৬০০.০০	১,৯৫৮.০০	৭,৫৫৮.০০
৪.	হাউসিং লোন -৫৬	৮.৬৭ লাখ	৮.৬৭ লাখ	০৯.০৯.২০২৫	৫,৯৪,২০০.০০	১,৮৮,৯০৩.০০	৭,৮৩,১০৩.০০
	মোট	১৮.৬৭			৮,১১,৬৯৮.০০	৫,৬৬,৩৩৪.০০	১৩,৭৮,০৩২.০০

৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া টাকার পরিমাণ ছাড়াও, ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে, ব্যাংক বিজি-এর ক্রিস্টালাইজেশন এবং/অথবা এলসি -এর ডেভলপমেন্টের (যদি থাকে) কারণে প্রাপ্য হতে পারে এমন অর্থ দাবি করার অধিকার সংরক্ষণ করে। ৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়ার পরিমাণ হলো ১৩,৭৮,০৩২.০০ টাকা।

যেহেতু ব্যাংকের হিসাবের খাতায় ঋণগ্রহীতা হিসাবে আপনার কাছ থেকে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য ও পরিশোধযোগ্য। এখন যেহেতু ঋণগ্রহীতা উপরে উল্লিখিত জামানত দ্বারা যথাযথভাবে সুরক্ষিত উক্ত ঋণের বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ ও অবহেলা করেছেন, এবং ঋণগ্রহীতার হিসাবটি নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে, আমি, উপরে উল্লিখিত অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সারফেইসি আইন, ২০০২ এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এতদ্বারা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপধারা (২)-এর অধীনে ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ প্রদান করছি এবং ঋণগ্রহীতাকে উপরে উল্লিখিত মোট **১৩,৭৮,০৩২.০০ টাকা (তেরো লক্ষ আটাত্তর হাজার বত্রিশ টাকা)** পরিমাণ দেনা, তার উপর চুক্তিভিত্তিক হারে সুদসহ, তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ ও নিষ্পত্তি করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ০১.০১.২০২৬ তারিখ থেকে। ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে ব্যয়িত অন্যান্য চার্জ ও খরচসহ, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রহীতার সকল দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ব্যাংক ঋণগ্রহীতার খরচ ও ঝুঁকিতে আইন অনুযায়ী তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

আমরা ঋণগ্রহীতাকে আরও নোটিশ দিচ্ছি যে, নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং খরচসহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আমরা উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকব এবং;

ক) ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ইজারা, হস্তান্তর বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের অধিকারসহ উপরে উল্লিখিত জামানতি সম্পত্তির দখল, নিয়ন্ত্রণ এবং/অথবা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

খ) এই প্রক্রিয়ায় সংঘটিত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করা হবে এবং ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে তা আদায় করা হবে। অধিকন্তু, জামানতি সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও যদি ঋণগ্রহীতার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হয়, তবে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অবশিষ্ট বকেয়া আদায় করার অধিকার পাবে।

গ) এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাংকের অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না এবং এটিকে সেই অধিকার বা প্রতিকারের মওকুফ হিসেবে গণ্য করা হবে না, যার মধ্যে ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থের উপর আরও দাবি করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। ঘ) আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুযায়ী, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের পর ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কোনো সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং উক্ত বিধান লঙ্ঘন করা আইনের ধারা ২৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ঙ) এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি হলো ঋণের পরিমাণ প্রত্যাহার এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা বকেয়া অর্থের দাবি, যা ঋণগ্রহীতা/কোম্পানি/পরিচালক/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো আইনানুগ প্রতিকারের অধীনে পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু করার জন্য ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

চ) ঋণগ্রহীতাকে আরও জানানো হচ্ছে যে তিনি আইনের ধারা ১৩(৮) দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সুরক্ষিত সম্পদটি খালাস করতে পারবেন।

অনুমোদিত কর্মকর্তা

WEBSOL POWERING TOMORROW'S ENERGY

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
সিআইএন - L29307WB1990PLC048350
রেজিঃ অফিস : ৫২/১, শেক্সপিয়র সরণি, ইউনিমার্ক এশিয়ান, ৮ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭৺টেলি: ০৩৩ ৪০০৯ ২১০০
ওয়েবসাইট: www.websolenergy.com, ইমেল: info@websolenergy.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (ইপিএস ব্যতীত কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪০১.৪৫	২৬১.০২	১৭২.৯৯	১,০৪৯.৪৪	৫৭৫.৪৬	৪০১.৪৫	২৬১.০২	১৭২.৯৯	১,০৪৯.৪৪	৫৭৫.৪৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	১২১.৯১	৮৮.১১	৬৫.৮৯	৩৬০.৮৫	১৯৪.৪৭	১২১.৯০	৮৮.১১	৬৫.৮৯	৩৬০.৮৪	১৯৪.৪৭
৩	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১২৪.৬৭	৮৪.০০	৬৫.৮৯	৩৫৯.৫০	১৯৪.৪৭	১২৪.৬৬	৮৪.০০	৬৫.৮৯	৩৫৯.৪৯	১৯৪.৪৭
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১২৪.৫১	৬৪.৯৮	৪৮.২৭	৩০৩.০১	১৫৪.৭৪	১২৪.৫০	৬৪.৯৮	৪৮.২৭	৩০৩.০০	১৫৪.৭৪
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত)	১২৫.৯৫	৬৫.২৩	৪৮.১৩	৩০৪.৫৪	১৫৪.৪১	১২৫.৯৪	৬৫.২৩	৪৮.১৩	৩০৪.৫৩	১৫৪.৪১
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১/-)	৪৩.৪২	৪২.২১	৪২.২১	৪৩.৪২	৪২.২১	৪৩.৪২	৪২.২১	৪২.২১	৪৩.৪২	৪২.২১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৫৮৭.২৯	২৩৫.৮৪	-	-	-	৫৮৭.২৮	২৩৫.৮৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতি শেয়ার ১/-) (৩১ মার্চ, ২০২৬ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত বর্ষ ব্যতীত বার্ষিকীকৃত নয়)										
	(ক) মৌলিক ( )	২.৭৫	১.৫৪	১.১৪	৬.৯৮	৩.৬৭	২.৭৫	১.৫৪	১.১৪	৬.৯৮	৩.৬৭
	(খ) মিশ্রিত ( )	২.৮২	১.৫২	১.১২	৬.৯৮	৩.৬২	২.৮২	১.৫২	১.১২	৬.৯৮	৩.৬২

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
২. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), এনএসই ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইটে (www.websolenergy.com)।
৩. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল বিবরণীটি নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
সোহন লাল আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭ এপ্রিল, ২০২৬

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪এ
দ্রষ্টব্য রুল ৬(২) এবং ৮(৬)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার স্বত্ব দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **১৫.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেমন অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ভারতীয় ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বকেয়া।

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি নং ঙ) দায়বদ্ধতা যদি থাকে চ) দখলের ধরন
১.	**ক) শ্রী তাপস রঞ্জন মন্ডল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী তুষার রঞ্জন মন্ডল, **শ্রীমত প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, (সহ ঋণগ্রহীতা),** স্বামী তাপস রঞ্জন মন্ডল, উভয়ের ঠিকানা : ৫ ইস্টার্ন পার্ক, ওয়ার্ড নং ১০৪, পো : সন্তোষপুর, থানা : সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা ৭০০০৭৫ এবং আরও ঠিকানা : ২৩৭ এনএসসি বোস রোড, পো নাকতলা, থানা নেতাজি নগর, কলকাতা- ৭০০০৪৭। **খ) শাখা : রায়নগর বাঁশদ্রোণী।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২ডি পরিমাপ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ১০৬৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৫০ বর্গফুট কমবেশি সমুদয় তিনতলা (মার্বেল), ব্লক -ডি, উক্ত জি-৪ তলা ভবন এবং এক খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ কলকাতা পৌর সংস্থা প্রেমিসেস নং ২৩৭ এনএসসি বোস রোড পো নাকতলা, থানা যাদবপুর, (বর্তমানে -নেতাজি নগর) ওয়ার্ড নং ১০০, বরো নং ১০, কলকাতা -৭০০০৪৭ অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ১২৩৮৮ -২০২৪ সালের সম্পত্তি **তাপস রঞ্জন মন্ডল এর নামে,** রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ভলুম নং ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৩২৮২৫ থেকে ৩৩২৮৪৭।	**৬১,১৩,১৪৩.৫০ টাকা (একষট্টি লাখ তেরো হাজার একশ তেতাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) **৫৭,০৯,০০০.০০ টাকা (সাতান্ন লাখ নয় হাজার টাকা)** খ) **৫,৭০,৯০০.০০ টাকা (পাঁচ লাখ সত্তর হাজার নশো টাকা)** ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে। গ) **২০,০০০.০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB7823686833** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬ থেকে ১৪.০৫.২০২৬ ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে কল করুন। নিবন্ধন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে **support.ebkray@psballiance.com** এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https//baanknet.com** দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd. এর সাথে যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
https//baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী তানবীর আহমেদ (শাখা ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার) (মো - ৯০০৭২৭৯৬৫১)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৯.০৪.২০২৬ স্থান- কলকাতা — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার,ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪এ
দ্রষ্টব্য রুল ৬(২) এবং ৮(৬)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **স্বত্ব দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **১৫.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেমন অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ভারতীয় ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বকেয়া।

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি নং ঙ) দায়বদ্ধতা যদি থাকে চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সোমনাথ রাজ** গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। ২. **শ্রী সোমনাথ রাজ (ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। ৩. **শ্রীমতি প্রিয়াংকা রাজ (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী সোমনাথ রাজ গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। ৪. **শ্রীমতি পদ্মা রাজ (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। খ) **ঠাকুরপুকুর শাখা।**	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মাণ জমি পরিমাপ কমবেশি ৬.৬০ শতক, অবস্থিত মৌজা- বারোয়া গ্রাম, পরগনা- মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৯২, এলআর দাগ নং ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ২, পৃষ্ঠা ৪৫৫৪ থেকে ৪৫৬৫স বিক্রয় দলিল নং ০০৭১৫-২০১৫ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, ১৩.০৩.২০১৫, **সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ রাজ,** পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সোমনাথ রাজের শালি জমি। দক্ষিণে : শতক ভূষণ রাজের শালি জমি। পূর্বে : সোমনাথ রাজের পুকুর। পশ্চিমে : সোমনাথ রাজের ডাঙ্গা জমি। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মাণ জমির পরিমাপ কমবেশি ২৮ শতক অবস্থিত মৌজা- বারোয়া গ্রাম, পরগনা -মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১৭১, এলআর দাগ নং ৭৭৬, ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৯২৬ থেকে ২৯৩৯, দলিল নং ০০৫৬৮ -২০১৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, ২৮.০২.২০১৪, সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ রাজ পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সোমনাথ রাজের শালি জমি। দক্ষিণে : যতন প্রামাণিকের শালি জমি। পূর্বে : পুকুর। পশ্চিমে : অলোক মন্ডল এর বাস্তু জমি।	**১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পনের হাজার সাতশ সত্তর টাকা) ১৪.১১.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৫৪,২৫,০০০.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ পঁচিশ হাজার টাকা)** খ) **৫,৪২,৫০০.০০ টাকা (পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা)** ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **২০,০০০.০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB50331761900** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬ থেকে ১৪.০৫.২০২৬ ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে কল করুন। নিবন্ধন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে **support.ebkray@psballiance.com** এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https//baanknet.com** দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd. এর সাথে যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
https//baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : নীরজ কুমার (সিনিয়র ম্যানেজার, রিকভারি এবং অনুমোদিত অফিসার) (মো : ৯৪৭৬৪৫৬৩৮৫)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৯.০৪.২০২৬ স্থান- কলকাতা — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার,ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪এ
দ্রষ্টব্য রুল ৬(২) এবং ৮(৬)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **১৫.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টেপর্যন্ত ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেমন অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বকেয়া।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা যদি থাকে চ) দখলের ধরন
১.	**ক) শ্রীমতি অর্পিতা সরকার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা অজিত ঘোষ,** ৮৯, এমএম ঘোষ রোড দক্ষিণ দম দম (এম), পো মোতিঝিল, থানা দমদম, কলকাতা - ৭০০০৭৪ এবং আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং টি-২, ৪র্থতল, কল্পতরু অ্যাপার্টমেন্ট, ১/১৫৮/১, নাকতলা গভ.স্কিম-১, পো : নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা-৭০০০৪৭। **খ) শাখা : রায়নগর বাঁশদ্রোণী**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি-২, পরিমাপ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ৫৯০.৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপএরিয়া ৭৫০ কমবেশি চার তলায় (মার্বেল) মেঝে, দক্ষিণ দিকে এবং এক কার পার্কিং স্পেস নং সিপি২ একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি উক্ত জি-৩ তলা ভবনে নাম কল্পতরু অ্যাপার্টমেন্ট , কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩৪৮/২২২এ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন, ডাক ঠিকানা : ১/১৫৮/১, নাকতলা গভ স্কিম-১, পো নাকতলা, থানা নেতাজি নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭, বিক্রয় দলিল নং - সালের, সম্পত্তি অর্পিতা সরকার এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-, দক্ষিণ পরগনা, বুক নং ১ ,ভলুম নং -১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৭২৬০৬ থেকে ৩৭২৬২৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** অন্যান্য ভবন। **দক্ষিণে :** ২ তলা ভবন। **পূর্বে :** অন্যান্য সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক।	**৩০,৫১,১২৫.৮৪ টাকা (তিরিশ লাখ একান্ন হাজার একশ পঁচিশ টাকা এবং চুরাশি পয়সা) ০৯.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ বকেয়া আদায় পর্যন্ত	ক) **৩৯,৬০,০০০.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ ষাট হাজার টাকা)** খ) **৩,৯৬,০০০.০০ টাকা (তিন লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা)** ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB7837901141** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬ থেকে ১৪.০৫.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে ফোন করুন। রেজিস্ট্রেশন এবং ইএমডি স্ট্যাসাসের জন্য **support.ebkray@psballiance.com.** মেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https//baanknet.com** এ যান এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd এর ৮২৯১২২০২২০ এ যোগাযোগ করুন
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী তানবীর আহমেদ (শাখা ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার) (মো - ৯০০৭২৭৯৬৫১)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৯.০৪.২০২৬ স্থান- কলকাতা — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার,ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ, ১, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় ফ্লোর, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্বারা একটি নোটিশ জারি করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার আসল টাকা পরিশোধ এবং সুদ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে (এনপিএ) পরিণত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে তাদের শেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছিল, তবে তা অপ্রেরিত হয়েছে এবং যার পরিমাপ কারণে এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে তাদের যার পরিমাপ বিষয়ে জানানো হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ (সম্পূর্ণ স্থাবর সম্পত্তি)	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ-এর তারিখ (যে তারিখ থেকে কার্যকর)	বকেয়া স্থিতি (দাবিকৃত) টাকায়	মঞ্জুরীকৃত লোন
১. **শ্রী আবু হামেদ মোল্লা,** পিতা- ইসমাইল মোল্লা, রায়পুর, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২৩০৩ ২. **শ্রী ইসমাইল মোল্লা,** পিতা- ইজ্জত মোল্লা, কাঁটা কোপরা, রায়পুর, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২৩০৩	৩ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার অধীনস্থ মৌজা- কাঁটা কোপরা, জে.এল. নং- ৩০, প্লট নং- ১১৯৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩৫৪৯-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ০৭.০২.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৫	**১৪৪৫৯৩২.৯০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১০৩৩২৬৬০ -এর অধীনে ০১-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৭৯৬৮.৪১ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১০৩৩২৬৭৩ -এর অধীনে ০২-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৩,৭০,০০০/- টাকা** (তেরো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী অমিত বর্মন,** পিতা- অশোক বর্মন, হাসনাবাদ, মোহনপুর, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪২৬	৯ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদ থানার অধীনস্থ মৌজা- মোহনপুর, জে.এল. নং- ৪৩, প্লট নং- ১৫৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ১২০১-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত (পিন-৭৪৩৪২৬)। দলিলের সীমানা অনুযায়ী- উত্তরে- হারান চন্দ্র বর্মনের জমি, দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, পূর্বে- মানিক বর্মনের জমি, পশ্চিমে- পুকুর।	ক) ১১.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**১৬৭৯৭৬১.৫৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৪৬৭৯৫৯৫২ -এর অধীনে ২৮-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৮২২৪.৭৭ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৪৬৭৯৫৯৬৫ -এর অধীনে ০২-০৬-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৪,৭০,০০০/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী আনাজুল মণ্ডল,** পিতা- সিরাজুল মণ্ডল, এনায়েতপুর, শিমুরালি, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১২৪৮ ২. **শ্রীমতী তাজমিরা মণ্ডল,** স্বামী- আনাজুল মণ্ডল, এনায়েতপুর, শিমুরালি, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১২৪৮ ৩. **শ্রী ইয়াকুব মণ্ডল,** পিতা- ছক্কর মণ্ডল, দিঘরা, রুক্মিণীডাঙ্গা, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১২২২	২০০ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের দোকানঘরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অধীনস্থ মৌজা- চাঁদুরিয়া, প্লট নং- ১১১০, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪২৯৭, জে.এল. নং- ৩৮-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ০৭.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**৯৭৫২১৮.১০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০০০৬৪৭৩৪৮ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩০২৪৮.৩৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০০০৬৪৭৩৫১ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৯,০০,০০০/- টাকা** (নয় লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী অনিল ঘোষ,** পিতা- সুধীর ঘোষ ২. **শ্রী রাজু ঘোষ,** পিতা- অনিল ঘোষ, উভয়ের ঠিকানা- চালকি, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩২৩৫	৩ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোপালনগর থানার অধীনস্থ মৌজা- ব্যারাকপুর, (পিন-৭৪৩২৫১) জে.এল. নং- ৭৩, প্লট নং- ১১৯৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৪৬৪-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ১১.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**৩১১২৫২০.৭০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৪৭৩৭২৫৪ -এর অধীনে ২৮-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৫৫০৯৭.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৪৭৩৭২৬১ -এর অধীনে ২৮-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **২৭,৫০,০০০/- টাকা** (সাতাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী অনুপ সিং,** পিতা- রঞ্জিত সিং, ৮৫৮, কায়সার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০ ০৯ ২. **শ্রীমতী বিভা সিং,** স্বামী- অনুপ সিং, উভয়ের অপর ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ১০এফ, টাওয়ার ৫, ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্ট, ১৮, হো চি মিন সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬১	কলকাতা- ৭০০০৬১, ঠাকুরপুকুর থানা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১২৭ নং ওয়ার্ড (এস. এস. ইউনিট)-এর অন্তর্গত ১৮, হো চি মিন সরণি প্রাঙ্গণে অবস্থিত ৫ নং টাওয়ারের ১০ম (দশম) ফ্লোরে ১৩১২ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট ১০এফ নম্বর আবাসিক ইউনিটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা সংযুক্ত মানচিত্রে লাল বর্ডার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর সাথে উক্ত ভবনের নিচের জমির আনুপাতিক অবিভাজ্য পরিবর্তনশীল অংশও যুক্ত রয়েছে যা উক্ত ইউনিটের সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ার অংশবিশেষ। এছাড়াও, কলকাতা- ৭০০০৬১, ঠাকুরপুকুর থানা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১২৭ নং ওয়ার্ড (এস. এস. ইউনিট)-এর অন্তর্গত ১৮, হো চি মিন সরণি প্রাঙ্গণে গ্রাউন্ড ফ্লোরে টিডব্লিউ/৫/৫ চিহ্নিত একটি দো-চাকার যানের পার্কিং স্থান যুক্ত রয়েছে, যা সংযুক্ত মানচিত্রে লাল বর্ডার দ্বারা দেখানো হয়েছে। এর সাথে তৃতীয় তফসিলে সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলিতে অবিভাজিত আনুপাতিক অংশ এবং উক্ত ভবনের নিচের জমির আনুপাতিক অবিভাজ্য পরিবর্তনশীল অংশও যুক্ত রয়েছে।	ক) ১৯.০২.২০২৬ খ) ৩০.১১.২০২৪	**৬০৪১৪৭.৭৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচ০০৫০১০০০৯৮৩৩২ -এর অধীনে ১৮-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ১৮-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**১৪,১০,০০০/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী অরুণাভ সিনহা রায়** ওরফে **অরুণাভ সিংহ রায়,** পিতা- কার্তিক চন্দ্র সিনহা রায় ২. **শ্রী অমিতাভ সিনহা রায়** ওরফে **অমিতাভ সিংহ রায়,** পিতা- কার্তিক চন্দ্র সিনহা রায় ৩. **শ্রী অরূপ রতন সিনহা রায়** ওরফে **অরূপ রতন সিংহ রায়,** পিতা- কার্তিক চন্দ্র সিনহা রায় ৪. **কার্তিক সিনহা রায়** ওরফে **কার্তিক সিংহ রায়,** পিতা- স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ রায় সকলের ঠিকানা:- গ্রাম এবং পোঃ- সন্তোষপুর, তারকেশ্বর, হুগলী - ৭১২৪১০	৪৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা হুগলী জেলার তারকেশ্বর থানার অধীনস্থ মৌজা- সন্তোষপুর, জে.এল. নং- ০১, এল.আর. প্লট নং- ১৭৭০, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৭০৩, ১৭০৪, ১৭০২-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত (পিন- ৭১২৪১০)।	ক) ১৯.০২.২০২৬ খ) ১৩.১০.২০২৫	**১২৩৪৫১৬.৬৪ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৬০৩০০৬৩২৫৪৬১৬ -এর অধীনে ০৭-০১-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১০-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **১৩২০২৬.২০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৬০৩০০৬৩২৫৪৫৯৩ -এর অধীনে ০৫-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৮-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১২,০০,০০০/- টাকা** (বারো লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী আসির সেখ,** পিতা- তোসালেমান সেখ, এন্থালোপাড়া, মারগ্রাম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩ ১২২৪	২ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা বীরভূম জেলার মারগ্রাম থানার অধীনস্থ মৌজা- মারগ্রাম, জে.এল. নং- ১৩৮, প্লট নং- ৭৯৩৫, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৪১৯৯-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ২৪.০২.২০২৬ খ) ১৮.১২.২০২৫	**১৩৪৬৮১৫.৩১ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৮২৯৪০৩৮ -এর অধীনে ২৮-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **১০০৬৫২.১৯ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৮২৯৪০৪১ -এর অধীনে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১১,৮৭,০০০/- টাকা** (এগারো লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী অসিত ঘড়ুই,** পিতা- শম্ভুনাথ ঘড়ুই, কিশোরপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৬১৭	৬ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলী জেলার (পিন- ৭১২৬১৭) খানাকুল থানার অধীনস্থ মৌজা- কিশোরপুর, জে.এল. নং- ০০১, প্লট নং- ১২১৩, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৮৩৭-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**৯০৬৭৬৮.৮৩ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১০৩২০৫৪৭ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **১০৮৯.৪০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১০৩২০৫৫০ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী, (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৮,০০,০০০/- টাকা** (আট লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **মেসার্স কে এন সি এন্টারপ্রাইজ,** গ্রাম- আটাত্তর, পোঃ- আটাত্তর, থানা- চণ্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৬৩৩ ২. **শ্রী ববি সাহা,** পিতা- ছাবিউল সাহা, আত্তাতর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৩৩ ৩. **শ্রী ছাবিউল সাহা,** পিতা- আম্মেদ সাহা, আত্তাতর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৩৩ উভয়ের অপর ঠিকানা:- মৌজা- আটাত্তর, এল.আর. প্লট নং ১৩৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৬১৩, জে.এল. নং ২১, থানা- চণ্ডীপুর, পোঃ- আটাত্তর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৩৩।	০৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর থানার অন্তর্গত আটাত্তর ডাকঘরের অধীনস্থ মৌজা- আটাত্তর, (পিন- ৭২১৬৩৩)এল.আর. প্লট নং- ১৩৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৬৬১৩, জে.এল. নং- ২১-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ০৯.০২.২০২৬ খ) ০৮.১২.২০২৫	**২৮১৬৫০৯.৮৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৩৮৭৮৫৯০১ -এর অধীনে ০৪-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১২-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট - এমএসএমই সুবিধা **২৮,০০,০০০/- টাকা** (আঠাশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী কাজল সিনহা,** পিতা- মদন মোহন সিনহা, ৬১১৫০ রঘুনাথপুর ওয়ার্ড নং ১৩, পোঃ এবং থানা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৫০৭। ২. **শ্রীমতী লীনা সিনহা (গ্যারান্টার),** স্বামী- কাজল সিনহা, ৬১১৫০ রঘুনাথপুর ওয়ার্ড নং ১৩, পোঃ এবং থানা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৫০৭।	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম থানার অধীনস্থ মৌজা- জঙ্গলখাস, প্লট নং- ২০১৪ (আর.এস.), ৪৪০০ (এল.আর.), জে.এল. নং- ৩৯৫, সাবেক খতিয়ান নং- ২২১, হাল খতিয়ান নং- ১৪২৯১১, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩২০৬, ওয়ার্ড নং- ১২-এর অন্তর্গত ৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার ওপর নির্মিত ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- উত্তরে-** রাস্তা, **দক্ষিণে-** ১০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, **পূর্বে-** কর বাবুর জমি, **পশ্চিমে-** কানাই লাল নাগের জমি। সম্পত্তিটি লীনা সিনহা -এর নামে রয়েছে।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ২৭.০৪.২০২৫	**৬৫১৪৪১৬.০৩ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০৩০০০৮৪৪২৪৮৪ -এর অধীনে ০৭-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৪-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা হিসাবে **৬৫,০০,০০০/- টাকা** (পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রীমতী কল্পনা সাঁতরা,** স্বামী- শ্রীকান্ত সাঁতরা, পঞ্চরুল, খোরদাইতারাই, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৫ ২. **শ্রী শ্রীকান্ত সাঁতরা,** পিতা- গোপীনাথ সাঁতরা, খোরদাইতারাই, হাওড়া - ৭১১২২৫	১৪.৬২৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাওড়া জেলার (পিন- ৭১১২২৫) উদয়নারায়ণপুর থানার অধীনস্থ মৌজা- খোরদাইতারাই, জে.এল. নং- ২০, প্লট নং- ৯৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ৫৭৫-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ০৬.০২.২০২৬ খ) ০৩.১০.২০২৫	**১৫৬৭০৩৬.৮০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২৬২৬০২৪৩ -এর অধীনে ১৬-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৪৫৯৭১.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২৬২৬০২৫৬ -এর অধীনে ১৬-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৪,৫০,০০০/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনী চ্যাটার্জী,** স্বামী- স্বর্গীয় কৌশিক বসু, ফ্ল্যাট নং ৯৬৭, টাওয়ার-১১, সেক্টর ৫৬, গুরগাঁও, হরিয়ানা - ১২২০১১ অপর ঠিকানা:- ২৮, ৩য় ফ্লোর ই৩ মিউনিসিপ্যাল টেনিমেন্টস, জেসমিন মিল রোড, শাহু নগর, ধারাভি, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০১৭	'ক্লাব টাউন রেসিডেন্সি' নামক ভবনের ব্লক- ৬-এর ৩য় ফ্লোরে ১৩৮৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট 'ই' নম্বর ফ্ল্যাটের সকল অংশ, তৎসহ আড়িয়াদহ-স্পেস ৪৯-এ একটি খোলা গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান। এটি কলকাতা- ৭০০০৫৬, বেলঘরিয়া থানা, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ১৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৫৭১৩ নম্বর এম.এম. ফিডার রোড প্রাঙ্গণে ২০৩.৮৬ কাঠা পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে যুক্ত, যা মৌজা- কামারহাটি এবং বেলঘরিয়া, জে.এল. নং- ১ এবং ৩, আর.এস. নং- ১২ এবং ১৭, তৌজি নং- ১৭২ এবং ১৭৩, দাগ নং- ৯২, ৬১১৫, ৬১২০, ৬১২১, ৬১২২, ৬১২৩, ৬১২৪, ৬১২৫, ২১২৬, ৬১২৭, খতিয়ান নং- ৭২, ১৬৪১, ৯৮৯, ৩৭৮৭, ৯০৮, ৩৯৪৬, ৮৯৮, ৯৭৬-এর অধীনে অবস্থিত।	ক) ২০.০২.২০২৬ খ) ০৮.১১.২০২৫	**২৭৩২৮৫৬.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর০৩১৯০৪৭৩৭৬৯৩ -এর অধীনে ০৯-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৯-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**৪৬,৭৫,৭২২/- টাকা** (ছেচল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশত বাইশ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী কৌশিক বসু,** পিতা- নিশীথ কুমার বসু, ফ্ল্যাট নং ৫ডি, বিল্ডিং নং ১, ক্লাব টাউন রেসিডেন্সি, এমএম ফিডার রোড, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০০৫৬ ২. **শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনী চ্যাটার্জী,** স্বামী- কৌশিক বসু, ফ্ল্যাট নং ৯৬৭, টাওয়ার-১১, সেক্টর ৫৬, গুরগাঁও, হরিয়ানা - ১২২০১১।	'ক্লাব টাউন রেসিডেন্সি' নামক ভবনের ব্লক- ৬-এর ৩য় ফ্লোরে ১৩৮৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট 'ই' নম্বর ফ্ল্যাটের সকল অংশ, তৎসহ আড়িয়াদহ-স্পেস ৪৯-এ একটি খোলা গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান। এটি কলকাতা- ৭০০০৫৬, বেলঘরিয়া থানা, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ১৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৫৭১৩ নম্বর এম.এম. ফিডার রোড প্রাঙ্গণে ২০৩.৮৬ কাঠা পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে যুক্ত, যা মৌজা- কামারহাটি এবং বেলঘরিয়া, জে.এল. নং- ১ এবং ৩, আর.এস. নং- ১২ এবং ১৭, তৌজি নং- ১৭২ এবং ১৭৩, দাগ নং- ৯২, ৬১১৫, ৬১২০, ৬১২১, ৬১২২, ৬১২৩, ৬১২৪, ৬১২৫, ২১২৬, ৬১২৭, খতিয়ান নং- ৭২, ১৬৪১, ৯৮৯, ৩৭৮৭, ৯০৮, ৩৯৪৬, ৮৯৮, ৯৭৬-এর অধীনে অবস্থিত।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০৮.১১.২০২৫	**২৭৩২৮৫৬.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর০৩১৯০৪৭৩৭৬৯৩ -এর অধীনে ০৯-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৯-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**৪৬,৭৫,৭২২/- টাকা** (ছেচল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশত বাইশ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী কৌশিক চক্রবর্তী,** পিতা- স্বর্গীয় গৌর চক্রবর্তী, বোস পাড়া রোড, শ্রী গুরু জুয়েলার্স-এর কাছে, খড়দহ বোস পাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০১১৭।	'স্বর্ণিকা আবাসন' নামক আবাসিক কমপ্লেক্সের ৫ তলা (জি+৪) ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, ৫৮০ বর্গফুট কমবেশি কার্পেট এরিয়া এবং ৮২০ (আটশ কুড়ি) বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট '৪সি' নম্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট (২ বিএইচকে, টাইলস ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধা সহ), যার মধ্যে ২টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ২টি শৌচালয়, ১টি ব্যালকনি রয়েছে। এটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দহ থানা এবং খড়দহ পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৩০ নং হোল্ডিং, এস.কে. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা- ৭০০১১৭-এ জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে এবং ভবনের সাধারণ এলাকা ব্যবহারের অধিকার সহ অবস্থিত। ফ্ল্যাটটি সংযুক্ত মানচিত্র বা প্ল্যানে লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। এর সাথে প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির অবিভাজ্য অংশ এবং তৃতীয় তফসিলে সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত সাধারণ এলাকা ব্যবহারের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। **উক্ত ফ্ল্যাটটির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- উত্তরে-** সিঁড়ি, সিঁড়িঘর এবং লিফট, **দক্ষিণে-** আকাশমুখী খোলা স্থান, **পূর্বে-** ৪এ নম্বর ফ্ল্যাট, **পশ্চিমে-** আকাশমুখী খোলা স্থান।	ক) ১৩.০২.২০২৬ খ) ০৮.০২.২০২৬	**১৩২০১৮৮.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর০৪৩৭১২১৭২৭৯৫ -এর অধীনে ১২-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ১২-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**১২,৯০,০০০/- টাকা** (বারো লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী খোকন মণ্ডল,** পিতা- সুভাষ মণ্ডল, গোবরাদান, ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৪২ ২. **শ্রীমতী রেখা রানী ধাড়া,** স্বামী- সুশীল ধাড়া, সাইবানি, পশ্চিম মেদিনীপুর, কলশবাড়, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৬৭ উভয়ের অপর ঠিকানা:- মৌজা - গোবরাদান, প্লট নং ১৪৮৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২১৬১, জে.এল. নং ২৩৬, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৪২	৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার (পিন- ৭২১৬৪২) ময়না থানার অধীনস্থ মৌজা- গোবরাদান, প্লট নং- ১৪৮৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ২১৬১, জে.এল. নং- ২৩৬-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত। **দলিল অনুযায়ী সীমানা:- উত্তরে-** রিবেন মণ্ডলের পুকুর, **দক্ষিণে-** মোরম বাঁধ, **পূর্বে-** ভানু মণ্ডলের বাস্তু জমি, **পশ্চিমে-** পঞ্চানন মণ্ডলের বাস্তু জমি।	ক) ০২.০২.২০২৬ খ) ২৪.০৭.২০২৫	**১৩১৮৮২৯.৬০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩২০৪৫২৩৬ -এর অধীনে ২৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩২৯২৫.২৯ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩২০৪৫২৭৮ -এর অধীনে ২৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১১,৭০,০০০/- টাকা** (এগারো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রীমতী লতারানী ভূঁইয়া,** স্বামী- দিলীপ ভূঁইয়া ২. **স্বরূপ ভূঁইয়া,** পিতা- দিলীপ ভূঁইয়া ৩. **উত্তম ভূঁইয়া,** পিতা- দিলীপ ভূঁইয়া, সকলের ঠিকানা- পুত্রাঙ্গী, বীরবিড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১৪৩৭ ৪. **শ্রী বাঞ্চু দোলুই,** পিতা- গুণধর দোলুই, রায়পুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, কাঁথালিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৩৭	১৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার অধীনস্থ মৌজা- পুত্রাঙ্গী, জে.এল. নং- ৫১৪, প্লট নং- ১৩৭১/১৫২, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৭০ ও ১৬৯-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত (পিন- ৭২১৪৩৭)।	ক) ০৩.০২.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৫	**১৬৩৮১২৫.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১৬১৭১৮৪৯ -এর অধীনে ২৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩২৩৩৭.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১৬১৭১৮৫২ -এর অধীনে ২৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৪,৭০,০০০/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১. **মেসার্স মা লক্ষ্মী ট্রেডার্স,** প্রোপ্রাইটর শ্রী অমল হালদার, সমুদ্রগড়, বর্ধমান - ৭১৩৫১৯ ২. **শ্রী অমল হালদার (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- কৃটিশ্বর হালদার, সমুদ্রগড়, বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৫১৯	৫.৫৫ ডেসিমেল কমবেশি (দলিল অনুযায়ী) পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অধীনস্থ মৌজা- সমুদ্রগড়, জে.এল. নং- ১৮০, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩৪১৭, এল.আর. প্লট নং- ১৪৬২, ১৪৭০/২৬৬৩-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ০৯.০২.২০২৬ খ) ০৫.০৩.২০২৫	**১৩৭৪৩৫০.৪৭ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৭০৩০০৮০৩৫৯ -এর অধীনে ২৮-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৩-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**২০,০০,০০০/- টাকা** (বিশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী মহম্মদ ইব্রাহিম গাজী** ওরফে **ইব্রাহিম গাজী,** পিতা- ওয়াজিহার গাজী ওরফে রহমান ওয়াজিহার ২. **শ্রীমতী রিজিয়া খাতুন** ওরফে **রিজিওয়া গাজী,** স্বামী- মহঃ ওয়াজিহার গাজী উভয়ের ঠিকানা:- নকুয়াদহ, পানিটার, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৯২ অপর ঠিকানা- মৌজা - পানিটার, জেএল নং ১২০, প্লট নং ৭০৭৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৭৪৯, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩২৯২।	১০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট থানার (পিন- ৭৪৩২৯২) অধীনস্থ মৌজা- পানিটার, জে.এল. নং- ১২০, প্লট নং- ৭০৭৫, এল.আর. খতিয়ান নং- ৯৭৪৯-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ০৪.০২.২০২৬ খ) ১৭ ০৮ ২০২৫	**১৫৬৮৪৯৮.৮৩ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০১০০০৫৩৫৭ -এর অধীনে ২৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৪৭৪৯৩.৮১ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০১০০০৫৩৭৩ -এর অধীনে ২৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৪,৫০,০০০/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী মনসুর আলী খান,** পিতা- নওশাদ আলী খান, কাঞ্চন নগর, পূর্ব মেদিনীপুর, সামসাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৩১ ২. **শ্রী মামরেজ আলী খান,** পিতা- মাউসার আলী খান, ৭ নং জলপাই গড়চক্রবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৩১।	৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার অধীনস্থ মৌজা- কাঞ্চন নগর, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৭৭৫-এর অধীনে প্লট নং ১৩৩৪-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত (পিন- ৭২১৬৩১)।	ক) ১১.০২.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৫	**১৫৫৫৬৭৮.৮০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৪৪৭৪৩৮৮৯ -এর অধীনে ০১-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৯৭৯৮.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৪৪৭৪৩৮৯২-এর অধীনে ০১-১১-২০২৪ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৪,০০,০০০/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী মহঃ সইফুল্লা,** পিতা- মহঃ রহমতুল্লা ২. **শ্রী মোহাম্মদ রহমতুল্লা সেখ,** পিতা- সোহরাব সেখ ৩. **শ্রী মহঃ সামিউল্লা,** পিতা- মহঃ রহমতুল্লা ৪. **শ্রী মহঃ সহিদুল্লা,** পিতা- সোহরাব সেখ সকলের ঠিকানা:- কেন্না, মেমারি-১, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৪০১	৩.৫০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের (পিন- ৭১৩৪০১) বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অধীনস্থ মৌজা- কেন্না, জে.এল. নং ১৩৯, প্লট নং ২৪১২ এবং ২৪১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৯৮ -এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ১১.০২.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৫	**১২৪৪২৩৯.৫৩ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০১৯৭৬৭২৮১ -এর অধীনে ০১-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **১৭৬.৪২ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৮০৩০০১৯৭৬৭৩০৪ -এর অধীনে ১৯-০৪-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১২,০০,০০০/- টাকা** (বারো লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **মেসার্স মিলন ফিশ সেন্টার,** গ্রাম- খাসবালান্দা, পোঃ- খাসবালান্দা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪২৫ ২. **শ্রী লাল্টু দাস (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- বিদ্যুৎ দাস, লাটারবাগান, খাসবালান্দা, হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪২৫। ৩. **শ্রীমতী মিলন দাস** ওরফে **মিলন বালা দাস (গ্যারান্টার),** পিতা- বিদ্যুৎ সাঁতরা এবং স্বামী- বিদ্যুৎ দাস, লাটারবাগান, খাসবালান্দা, হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪২৫।	৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া থানার অধীনস্থ মৌজা- লাটারবাগান, জে.এল. নং ২৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯১, আর.এস. দাগ নং ১৫০, এল.আর. খতিয়ান নং ৪০৬, এল.আর. দাগ নং ২৮৫-এ জমি এবং উক্ত জমির ওপর নির্মিত ভবন সহ অবস্থিত। সম্পত্তিটি শ্রীমতী মিলন দাস ওরফে শ্রীমতী মিলন বালা দাস-এর নামে রয়েছে।	ক) ১৯.০২.২০২৬ খ) ০৫.০৪.২০২৫	**১২২৯৫১২.৯৪ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৩০০৭০২৬৫৭৬১ -এর অধীনে ০৫-০৪-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৪-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা হিসাবে **১২ লক্ষ টাকা**
১. **শ্রী মবিনুর মণ্ডল,** পিতা- ইউসুফ মণ্ডল ২. **শ্রী মইনুল মণ্ডল** ওরফে **মইনুর মণ্ডল,** পিতা- ইউসুফ মণ্ডল ৩. **শ্রীমতী মমতাজ খাতুন** ওরফে **মমতাজ বেগম,** স্বামী- ইউসুফ মণ্ডল সকলের বাসস্থান:- ধাগড়িয়া, হামিরপুর, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া - ৭২২২০৬	১৭.৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের (পিন- ৭২২২০৬) বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার অধীনস্থ মৌজা- চক পাত্রসায়ের, জে.এল. নং ০৪৮, প্লট নং ৪২৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪২১৪, ৪২০৮, ৪২৯৬-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ২৩.০২.২০২৬ খ) ০২.০১.২০২৬	**৩৭৮২৪১৮.৬৮ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০০৪৮৮৪৮৮৪ -এর অধীনে ২৮-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৮৮২৫০.৯০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০০৪৮৮৪৮৯৭-এর অধীনে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৩৪,২০,০০০/- টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী মুচ্ছা মোল্লা,** পিতা- ফরিদ মোল্লা, রাধানগর পূর্ব গোসাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৭৮, অপর ঠিকানা:- মৌজা- পূর্ব রাধানগর, জে.এল. নং ৩৩, প্লট নং ৬১৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২০২৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭৮	৭ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার (পিন- ৭৪৩৩৭৮) গোসাবা থানার অধীনস্থ মৌজা- পূর্ব রাধানগর, জে.এল. নং ৩৩, প্লট নং ৬১৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২০২৯-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ০৪.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**১০১৬০৩৯.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২৭১৪২৭৫৭ -এর অধীনে ২৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩০৫৮০.১২ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২৭১৪২৭৬০-এর অধীনে ২৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৮,৯০,০০০/- টাকা** (আট লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী মুকুল বিশ্বাস,** পিতা- আবুল হোসেন বিশ্বাস ২. **শ্রীমতী খায়রুন্নেসা বিবি,** স্বামী- একরামুল হক উভয়ের অপর ঠিকানা:- সাহেবনগর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২৩০৬	১৯.৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার অধীনস্থ মৌজা- সাগরপাড়া, জে.এল. নং ১০, প্লট নং ৫১০৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৮২২ এবং ৯৮২৩-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ১৬.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**২৪৯৬৭৯৫.৪০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৩৩১৩৪৭৬৪ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৪৫৬৪১.৮০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৩৩১৩৪৭৯৩-এর অধীনে ০৬-০৬-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **২২,৫০,০০০/- টাকা** (বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী সত্যরঞ্জন ঘোষ,** পিতা- নীলকণ্ঠ ঘোষ, ঝিলি, কর্টিয়া, গোপীবল্লভপুর-১, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৫০৬ ২. **শ্রীমতী পারুল সাউ ঘোষ,** সি/ও- সত্যরঞ্জন ঘোষ, ঝিলি, কর্টিয়া, গোপীবল্লভপুর-১, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৫০৬ অপর ঠিকানা:- মৌজা - ঝিলি, এল.আর. প্লট নং ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৪৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৩৮ (পর্চা অনুযায়ী), এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭২ (দলিল অনুযায়ী), জে.এল. নং ১১, তৌজি নং ১৯৮১, থানা এবং এ.ডি.এস.আর.- গোপীবল্লভপুর, সাতমা গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৫০৬	৪ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ঝাড়গ্রাম জেলার সাতমা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার অন্তর্গত এবং থানা ও এ.ডি.এস.আর.- গোপীবল্লভপুরের অধীনস্থ মৌজা- ঝিলি, জে.এল. নং ১১, তৌজি নং ১৯৮১, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৩৮ (পর্চা অনুযায়ী), এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭২ (দলিল অনুযায়ী), এল.আর. প্লট নং ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৪৩-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত (পিন- ৭২১৫০৬)। **দলিল অনুযায়ী সীমানা:- উত্তরে-** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; **দক্ষিণে-** বিমল ঘোষের বাস্তু জমি; **পূর্বে-** হৃষিকেশ ঘোষের বাস্তু জমি; **পশ্চিমে-** রাখহরি ঘোষের বাস্তু জমি।	ক) ১৮.০২.২০২৬ খ) ০২.০৭.২০২৫	**৩৭৪৭৮৬৪.২৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০২৬৮৩৬০৩৮ -এর অধীনে ০৩-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৬-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে); **২৯১৯১.৭০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০২৬৮৩৬০৪১-এর অধীনে ০১-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে); **৩৭৪৭৮৬৪.২৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০২৬৮৩৬০৩৮ -এর অধীনে ০৩-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৬-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৯১৯১.৭০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০২৬৮৩৬০৪১-এর অধীনে ০১-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৩৭,৫০,০০০/- টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী এসকে হারুন আল রসিদ,** পিতা- এসকে আনসার আলী বাসস্থান- জয়রামবাটি, কাঁকড়াখুলি, ধনিয়াখালি, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৩০২ অপর ঠিকানা:- মৌজা - জয়রামবাটি, জে.এল. নং ৮৬, প্লট নং ৬০৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৮, হুগলী - ৭১২৩০২	২ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলী জেলার (পিন- ৭১২৩০২) ধনিয়াখালি থানার অধীনস্থ মৌজা- জয়রামবাটি, জে.এল. নং ৮৬, প্লট নং ৬০৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৮ -এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ০৪.০২.২০২৬ খ) ০১.০৮.২০২৫	**১৮৭৭৬৪৮.৬০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০২৭০০৬৯৭৫ -এর অধীনে ২৭-১০-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৫১৩৪৮.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০২৭০০৬৯৮৮-এর অধীনে ২৩-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৭,৫০,০০০.০০/- টাকা** (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী সৌভিক মণ্ডল,** পিতা- স্বপন মণ্ডল ২. **শ্রী স্বপন মণ্ডল** ওরফে **মণ্ডল স্বপন,** পিতা- সুধীর মণ্ডল উভয়ের বাসস্থান:- ফতেপুর, লৌগ্রাম, কোতুলপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২২১৪১	৪ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার অধীনস্থ মৌজা- কোতুলপুর, জে.এল. নং ৫১, প্লট নং ৫৩৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৬৯১-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত (পিন- ৭২২১৪১)। **দলিল অনুযায়ী সীমানা:- উত্তরে-** সুকুমার মণ্ডলের জমি; **দক্ষিণে-** প্রবীর ঘোষের জমি; **পূর্বে-** বাবকি বাবুর জমি; **পশ্চিমে-** সন্তোষ মণ্ডলের জমি।	ক) ১৯.০২.২০২৬ খ) ০৫.০৪.২০২৫	**৩৫৬৫৯৮৩.৩৮ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩৪৯০৯৫৭৬ -এর অধীনে ২৪-০৬-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৪-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৯৭৮৫.০১ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩৪৯০৯৫৮৩-এর অধীনে ১৩-০৩-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ১১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৩৫,৭০,০০০/- টাকা** (পঁয়ত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী শ্রীকৃষ্ণ মাইক্যাপ,** পিতা- ভগবান মাইক্যাপ ২. **শ্রী ভগবান মাইক্যাপ,** পিতা- শ্রীহরি মাইক্যাপ উভয়ের বাসস্থান:- দিগম্বরপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৪৯ অপর ঠিকানা:- মৌজা - দিগম্বরপুর, জে.এল. নং ১৬, প্লট নং ১৬০০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৭৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৪৯	৪ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঢোলাহাট থানার অধীনস্থ মৌজা- দিগম্বরপুর, জে.এল. নং ১৬, প্লট নং ১৬০০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৭৩-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত একটি আবাসিক ঘর ও যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত (পিন- ৭৪৩৩৪৯)।	ক) ০৬.০২.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৫	**১০২৮৬৫৭.৩৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬১৫৩৪০৯৬ -এর অধীনে ২১-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৮৪৯১.৯০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬১৫৩৪১২০-এর অধীনে ৩০-০১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৯,৪০,০০০/- টাকা** (নয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী সুবিদ আলী মোল্লা,** পিতা- মহঃ মইনুদ্দিন মোল্লা ২. **শ্রী হায়দার আলী মোল্লা,** পিতা- মহঃ মইনুদ্দিন মোল্লা উভয়ের অপর ঠিকানা:- হেসামাবাদ, মুচিকাটা, বৈকুণ্ঠপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৪৭	১০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানার অধীনস্থ মৌজা- হেসামাবাদ, জে.এল. নং ২৭, প্লট নং ১৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫৬৫-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ১১.০২.২০২৬ খ) ১৪.০৯.২০২৫	**২১২৪৫২৯.৭৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩৯৫০৫৩০০ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩০৪২৪.৩০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৩৯৫০৫৩১৩-এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **২০,৮০,০০০/- টাকা** (বিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী রুহুল আমিন মণ্ডল,** পিতা- সায়েদ আলী মণ্ডল, খাসপাড়া, সারংপুর, গাঁড়াবাড়িয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২৩০৪	৩ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার অধীনস্থ মৌজা- জয়রামপুর, জে.এল. নং ৪০, প্লট নং ১১১, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৯৮-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিং এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মাটিতে সংযুক্ত বা স্থায়ীভাবে আবদ্ধ সমস্ত প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি সহ অবস্থিত (পিন- ৭৪২৩০৩)।	ক) ১৬.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**২৩৬০৮০৮ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৭০৩০০৭২২১৮৬০০ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩১৮২১.৭৬ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৭০৩০০৭২২১৮৬৩৯-এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **২১,০০,০০০/- টাকা** (একুশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী রূপকুমার কর্মকার,** পিতা- অশোক কর্মকার, গ্রাম- খয়েরুল্লাচক ফুলপাহাড়ী, থানা- মেদিনীপুর, পোঃ- বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১১০২ ২. **শ্রীমতী কাজল কর্মকার,** সি/ও- অশোক কর্মকার, খয়েরুল্লাচক ফুলপাহাড়ী, থানা- মেদিনীপুর, পোঃ- বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১১০২ ৩. **শ্রী জীবন কর্মকার,** পিতা- অশোক কর্মকার, খয়েরুল্লাচক ফুলপাহাড়ী, থানা- মেদিনীপুর, পোঃ- বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১১০২ সকলের অপর ঠিকানা:- মৌজা- খয়েরুল্লাচক ফুলপাহাড়ী, এল.আর. প্লট নং ০৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৫ (দলিল অনুযায়ী), এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৭৫ (পর্চা অনুযায়ী), জে.এল. নং ১৫৪, থানা- মেদিনীপুর -এর অধীনে, এ.ডি.এস.আর.- মেদিনীপুর, ডি.এস.আর.- পশ্চিম মেদিনীপুর, কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১১০২	০৬ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর থানার অধীনস্থ এবং কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার অন্তর্গত এ.ডি.এস.আর.- মেদিনীপুর, ডি.এস.আর.- পশ্চিম মেদিনীপুর-এর অধীনস্থ মৌজা- খয়েরুল্লাচক ফুলপাহাড়ী, জে.এল. নং ১৫৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৫ (দলিল অনুযায়ী), এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৭৫ (পর্চা অনুযায়ী), এল.আর. প্লট নং ০৭-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত (পিন- ৭২১১০২)। **দলিল অনুযায়ী সীমানা:- উত্তরে-** ১২ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; **দক্ষিণে-** প্রশান্ত কর্মকারের সম্পত্তি; **পূর্বে-** মনসা মন্দির; **পশ্চিমে-** অনিল দাসের সম্পত্তি।	ক) ১৮.০২.২০২৬ খ) ২৬.১০.২০২৫	**৪০৭৮৯৬৫.২০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০৭৪২৫০৯৪৩-এর অধীনে ০৬-১২-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১০-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৪৯৮৬৬.৮০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০৭৪২৫০৯৭২-এর অধীনে ২২-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৩৯,৫০,০০০/- টাকা** (উনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী সন্দীপ কোলে,** পিতা- দিলীপ কোলে ২. **শ্রীমতী রেখা কোলে,** স্বামী- দিলীপ কোলে উভয়ের বাসস্থান:- আস্থাগড়িয়া, বৃদ্ধপাড়া, বর্ধমান - ৭১৩৪০৫	২.২২ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী) এবং ২ ডেসিমেল (রূপান্তর শংসাপত্র বা কনভার্সন সার্টিফিকেট অনুযায়ী) কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অধীনস্থ মৌজা- বৃদ্ধপাড়া, জে.এল. নং ৫৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩৩৮, প্লট নং ১৬১৬-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ২০ ০৯ ২০২৫	**৫৪৩০২.২০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৭০৩০০৫৬৫৮১৬৩৮ -এর অধীনে ১৯-০৯-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৫৭৫৬৯২.১৭ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৭০৩০০৫৬৫৮১৬৪১-এর অধীনে ২২-০৭-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৫,৫০,০০০/- টাকা** (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী সুদীপ দাস,** পিতা- নারায়ণ চন্দ্র দাস, দক্ষিণ তিল্যা, তিকাসি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৩০ ২. **শ্রীমতী শিবানী দাস,** স্বামী- সুদীপ দাস, দক্ষিণ তিল্যা, তিকাসি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, খেজুরি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৩০ ৩. **শ্রী দেবু প্রধান,** পিতা- গান্ধী প্রধান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, উদখালি, হারিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৩০ সকলের অপর ঠিকানা:- মৌজা - তিকাসি, জে.এল. নং ১৩৮, প্লট নং ১৪০৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৫৬৪, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪৩০	৬.৬৬৭ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার (পিন- ৭২১৪৩০) খেজুরি থানার অধীনস্থ মৌজা- তিকাসি, জে.এল. নং ১৩৮, প্লট নং ১৪০৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৫৬৪-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ০৫.০২.২০২৬ খ) ২৫.১০.২০২৫	**১৬৬৭৬৮১.০৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৪৭৯০৫৯০ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৫৫৭৯৬.৬৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৪৭৯০৬০০-এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৪,৫০,০০০/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী শুকদেব রঞ্জিত,** পিতা- শ্রীকান্ত রঞ্জিত ২. **শ্রী রবীন্দ্রনাথ রঞ্জিত,** পিতা- শ্রীকান্ত রঞ্জিত উভয়ের বাসস্থান:- শ্রীধরনগর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭১	১৭ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা থানার অধীনস্থ মৌজা- শ্রীধরনগর, জে.এল. নং ৭৬, প্লট নং ৪৪৫৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৭৯-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত। ১৪ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা থানার অধীনস্থ মৌজা- শ্রীধরনগর, জে.এল. নং ৭৬, প্লট নং ৪৪৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯৬৩-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ২০.০২.২০২৬ খ) ৩১.০৩.২০২৫	**৩০১০২২৫.৯০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৩০০০৪৭৬৫৫১৪ -এর অধীনে ০১-০৯-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৩-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৪৯৫৩.৯০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৩০০০৪৭৬৫৫৫৬-এর অধীনে ১২-০৩-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৩২,০০,০০০/- টাকা** (বত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী সুখেন্দু গিরি,** পিতা- সুবিমল গিরি ২. **শ্রী সরোজ কুমার গিরি,** পিতা- সুবিমল গিরি উভয়ের বাসস্থান:- সেরাপুর, তেলেঙ্গাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪০১ ৩. **শ্রী সমরেশ গিরি,** পিতা- সুবিমল গিরি ৪. **শ্রী সুবিমল গিরি,** পিতা- সুরেন্দ্র নাথ গিরি উভয়ের বাসস্থান:- ফুলবাড়ি আমতলিয়া, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪২৭ সকলের অপর ঠিকানা:- মৌজা - ফুলবাড়ি, প্লট নং ১০৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭৪, ৫৭৬, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪০১	১২ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানার অধীনস্থ মৌজা- ফুলবাড়ি, জে.এল. নং ৪২৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭৪, ৫৭৬, প্লট নং ১০৮-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ০৪.০২.২০২৬ খ) ৩০.০৮.২০২৫	**৯৭৪০৫২.৬৮ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৬০৩০০১৭৬২০১৮৪ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৯৫০২৫.৯৯ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৬০৩০০১৭৬২০১৭১-এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৯,১০,০০০/- টাকা** (নয় লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী সুমন্ত সরকার,** পিতা- নান্টু সরকার বাসস্থান- পঞ্চগ্রাম, বাদকুল্লা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১১২১	২ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা নদীয়া জেলার তাহেরপুর থানার অধীনস্থ মৌজা- বাদকুল্লা, জে.এল. নং ৪৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৫৯২, প্লট নং ৫৩১-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ১৯.০২.২০২৬ খ) ১৫.০৯.২০২৫	**১৮২৬৩৫৭.৩১ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১৬৬৭৪৭৭৮ -এর অধীনে ২৯-০৯-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৮৩১১.৭০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১৬৬৭৪৭৮১-এর অধীনে ১৮-১২-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৭,৫০,০০০/- টাকা** (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী সুপ্রভাত ঘোষ,** পিতা- বুদ্ধদেব ঘোষ ২. **শ্রীমতী শিখা ঘোষ,** স্বামী- বুদ্ধদেব ঘোষ উভয়ের বাসস্থান:- হিয়াতপুর, আরামবাগ, হুগলী - ৭১২৪১২ উভয়ের অপর ঠিকানা:- মৌজা- হিয়াতপুর, প্লট নং ৯৮, এল.আর. খতিয়ান নং ২৬২৬, জে.এল. নং ১৭৩, হুগলী জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৪১২	৪ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীনস্থ মৌজা- হিয়াতপুর, জে.এল. নং ১৭৩, এল.আর. খতিয়ান নং ২৬২৬, প্লট নং ৯৮-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ০৪.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**২০৩৯৫৪৫.৬০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২৭৬৭৩৮৩৭ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৫১১৪৩.৬২ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২৭৬৭৩৮৫৩-এর অধীনে ২১-০৬-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৮,০০,০০০.০০/- টাকা** (আঠারো লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী স্বপন জানা,** পিতা- খোকন জানা ২. **শ্রী খোকন জানা,** পিতা- মহেন্দ্র জানা ৩. **শ্রীমতী মধুমিতা জানা,** স্বামী- স্বপন জানা সকলের বাসস্থান:- খাস রামকরচর, কাকদ্বীপ, সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা , ৭৪৩৩৭৩ ৪. **শ্রী গোপাল মাইতি,** স্বামী- শ্যামাপদ মাইতি, হাঁসগেড়িয়া, খাঁচি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৪৩	১০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর থানার অধীনস্থ মৌজা- খাসরামকর, জে.এল. নং ২৮, প্লট নং ৩৫৭১, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৭৮৫-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত। **দলিল অনুযায়ী সীমানা:- উত্তরে-** কার্তিক চন্দ্র ভূঁইয়ার জমি; **দক্ষিণে-** বিহারী লাল জানার জমি; **পূর্বে-** শ্রীপতি চরণ ভূঁইয়ার জমি; **পশ্চিমে-** ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা।	ক) ২৩.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**২৪৯৪৪৬২.৪৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৩৩১১৫৭৪৭ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৭৩০৪.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৩৩১১৫৭৬৩-এর অধীনে ০৬-০৬-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **২২,৭০,০০০/- টাকা** (বাইশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)

পরবর্তী পৃষ্ঠায়...

ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ (সম্পূর্ণ স্থাবর সম্পত্তি)	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ-এর তারিখ (যে তারিখ থেকে কার্যকর)	বকেয়া স্থিতি (দাবিকৃত) টাকায়	মঞ্জুরীকৃত লোন
১. **শ্রী স্বরূপ মাজি,** পিতা- অলোক মাজি ২. **শ্রী অলোক কুমার মাজি,** পিতা- কালিপদ মাজি উভয়ের বাসস্থান:- চন্ডীপুর, শাসঙ্গ, বর্ধমান - ৭১৩১৪২	১০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অধীনস্থ মৌজা- মশিলা, জে.এল. নং- ৫৭, প্লট নং- ৮১১, এল.আর. খতিয়ান নং- ৯৩৮-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত সমস্ত কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিং এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মাটিতে সংযুক্ত বা স্থায়ীভাবে আবদ্ধ সমস্ত প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি সহ অবস্থিত (পিন- ৭১৩১৪২)।	ক) ১১.০২.২০২৬ খ) ১৩.০৯.২০২৫	**১৪,৮৩৬৬৪.৫৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৪০১২৮৫৪৭ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৫২,২৫৮.৩৯ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৪০১২৮৫৭৪ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৪,০০,০০০/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী তাজনুর রহমান,** পিতা- মোদাচ্ছার সর্দার খাড়ুপালা, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪২৫	৬.৯২ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার (পিন- ৭৪৩৪২৫) হাড়োয়া থানার অধীনস্থ মৌজা- মণ্ডলহাট, জে.এল. নং- ১৬, প্লট নং- ৪৯৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৮-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত (পিন- ৭৪৩৪২৫)।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**২০৯৫৬৩৯.০৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০১৯০৮৯৪৯১ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩০৩৭৭.২৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০১৯০৮৯৫০১ -এর অধীনে ২১-০৬-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৮,৩০,০০০/- টাকা** (আঠারো লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী তপন কুমার ঘোষ,** পিতা- কালিপদ ঘোষ ২. **শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ,** পিতা- কালিপদ ঘোষ ৩. **শ্রীমতী তরুলতা ঘোষ,** স্বামী- স্বপন কুমার ঘোষ সকলের বাসস্থান:- খাতুরা, গাজনা, কৃষ্ণগঞ্জ, নদিয়া - ৭৪১৫০৭ অপর ঠিকানা:- মৌজা - খাতুরা, জে.এল. নং ৫৮ প্লট নং ৫৪৭/১২১৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯৭৫, নদিয়া - ৭৪১৫০৭	১০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীনস্থ মৌজা- খাতুরা, জে.এল. নং- ৫৮, প্লট নং- ৫৪৭/১২১৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩৯৭৫-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত। **দলিল অনুযায়ী সীমানা:- উত্তরে-** সন্ন্যাসী ঘোষের সম্পত্তি; **দক্ষিণে-** তপন ঘোষের সম্পত্তি; **পূর্বে-** মৃত অনিল ঘোষের আইনি উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি; **পশ্চিমে-** ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা।	ক) ০৫.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**১৮৯৭৮৩৯.৬০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১৪৪৭৩১৭০ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩০৬২১.৬৩ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১৪৪৭৩১৮৩ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৬,৭০,০০০/- টাকা** (ষোলো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী তুর্বাশু গুহ মজুমদার,** পিতা- লোকেশ গুহ মজুমদার ২. **শ্রীমতী অনিতা গুহ মজুমদার,** স্বামী- লোকেশ গুহ মজুমদার উভয়ের ঠিকানা:- ছোটনিলপুর, সুভাষ পাড়া, শ্রীরামপুর, শ্রীপল্লী, বর্ধমান - ৭১৩১০৩	৬৫০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট অর্থাৎ ৮১২.৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি বিশিষ্ট ১ নম্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ, যার মধ্যে তিনটি শোবার ঘর, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি শৌচালয় রয়েছে এবং যার মেঝের অংশ সিমেন্ট বাঁধানো। এটি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০২ নং ওয়ার্ডের, ২৬৬, চিত্তরঞ্জন কলোনী বি, পশ্চিম রাজাপুর, বর্তমান- ৪০, নিউ সাউথ পার্ক, বর্তমান থানা- যাদবপুর (পূর্বতন- টালিগঞ্জ), জেলা- ২৪ পরগনা (অ্যাসেসি নং- ৩১১০২০৮০২৬৭৮) -এর গ্রাউন্ড ফ্লোর বা একতলায় অবস্থিত। এর সাথে উক্ত ফ্ল্যাটের পথ, সাধারণ প্যাসেজ এবং অন্যান্য প্যাসেজ, মাঠ, জল, জলের কোর্স, সকল প্রকার প্রাক্তন এবং অন্যান্য অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধা, ইজমেন্ট, অ্যাপেন্ডেজ এবং উপযোগিতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	ক) ২০.০২.২০২৬ খ) ০৩-০২-২০২৬	**১৭,৭০,০৫৮.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর০০০৫০৩১৪৯৯০৪ -এর অধীনে ১৮-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ১৮-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**১৯,০৫,০০৪/- টাকা** (উনিশ লক্ষ পাঁচ হাজার চার টাকা মাত্র)
১. **শ্রীমতী উমা মান্না,** স্বামী- রবিশংকর মান্না ২. **শ্রী রবিশংকর মান্না,** পিতা- মধুসূদন মান্না ৩. **শ্রী মধুসূদন মান্না,** পিতা- বনবিহারী মান্না সকলের বাসস্থান:- বালিঘাই, রুক্মিণীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪২২ সকলের অপর ঠিকানা:- মৌজা - রুক্মিণীপুর, জে.এল. নং ১৬৮, প্লট নং ৪৬০, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৯৩, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪২২	৩.৮৭১ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার অধীনস্থ মৌজা- রুক্মিণীপুর, জে.এল. নং- ১৬৮, প্লট নং- ৪৬০, এল.আর. খতিয়ান নং- ৯৯৩-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ০৬.০২.২০২৬ খ) ০৮.০৯.২০২৫	**১৩৯৬৪৩৭.১৬ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৮৫০৯৪৮৪ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৮৪৯৫.২৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৮৫০৯৪৯১ -এর অধীনে ০২-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৩,১০,০০০/- টাকা** (তেরো লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী উৎকল দাস,** পিতা- রঞ্জিত দাস ২. **শ্রী উৎপল দাস,** পিতা- রঞ্জিত দাস ৩. **শ্রী উজ্জ্বল দাস,** পিতা- রঞ্জিত দাস ৪. **রঞ্জিত দাস,** পিতা- মদন মোহন দাস সকলের বাসস্থান:- মাথুরি, তমলুক, ঢলহরা, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬ অপর ঠিকানা:- মৌজা - মাথুরি, জে.এল. নং ৭৯, প্লট নং ৭১২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৩৭, ৩১৩৮ এবং ৩১৩৯, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬	৩.৬৬৭ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার (পিন- ৭২১৬৩৬) তমলুক থানার অধীনস্থ মৌজা- মাথুরি, জে.এল. নং- ৭৯, প্লট নং- ৭১২, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩১৩৭, ৩১৩৮ এবং ৩১৩৯-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত। **দলিল অনুযায়ী সীমানা:- উত্তরে-** প্লট নং ৭০৪; **দক্ষিণে-** প্লট নং ৭২১; **পূর্বে-** প্লট নং ৭১৩; **পশ্চিমে-** প্লট নং ৭১১।	ক) ০৬.০২.২০২৬ খ) ২৩.০৩.২০২৫	**১০৯৯৬৮১.৮০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১৩৩০৩৯৮০ -এর অধীনে ০১-১১-২০২৪ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩২৭৯৮ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১৩৩০৩৯৯৩ -এর অধীনে ২১-০৩-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৯,৭০,০০০/- টাকা** (নয় লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী অরিপ মণ্ডল,** পিতা- মালেক মণ্ডল ২. **শ্রীমতী লুৎফাউন্নেশা বিবি,** স্বামী- অরিপ মণ্ডল উভয়ের বাসস্থান:- গোকনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৯৩	৭.৫০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার (পিন- ৭২১৬৩৬) বাদুড়িয়া থানার অধীনস্থ মৌজা- গোকনা, জে.এল. নং- ৬০, প্লট নং- ৩০৫৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩৭৭০-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত (পিন- ৭৪৩২৯৩)।	ক) ১৬.০২.২০২৬ খ) ১৪.০৮.২০২৫	**৩৯১৫৮৪৫.৮২ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০০৯৯৬৪৪৯০ -এর অধীনে ১৮-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৮৩২১.১৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০০৯৯৬৪৫০০ -এর অধীনে ০২-০৬-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৩৪,৭০,০০০/- টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১. **আহমেদ সন্স এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড,** প্রেমিসেস নং- ০৪-০৭০২, প্লট নং- ১১ডি/৩০, ইউনিট নং- ৪এ, ৪র্থ ফ্লোর, ইকে টাওয়ার, প্লট নং- ১১ডি/৩০, অ্যাকশন এরিয়া-১১ডি, নিউ টাউন, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত সদর, পিনকোড , ৭০০১৬১ ২. **শ্রী ইমরান আহমেদ (ডিরেক্টর),** পিতা- জয়নাল আবেদীন ফ্ল্যাট নং- ২০৩, দ্বিতীয় টাওয়ার ১, উত্তরা দ্বিতীয় হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার-২, নিউ টাউন, এএ-২ উত্তর ২৪ পরগনা, পিনকোড- ৭০০১৬১।	**প্রথম তফসিল (সম্পূর্ণ প্রেমিসেস)** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট থানা এবং বিধাননগর সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের অধীনস্থ প্লট নং- আইআইএফ/০৪, রাস্তা নং- ৩৭২, অ্যাকশন এরিয়া - আইআইএফ, নিউ টাউন (বর্তমানে জ্যোতি বসু নগর), কলকাতা, পিন কোড- ৭০০০১৩৫-এ অবস্থিত ১৩.০১৯ একর কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর **চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- উত্তরে-** আংশিক মিউনিসিপ্যাল রাস্তা নং ৩৭২, একটি ৯০ মিটার (আরওডব্লিউ) রাস্তা এবং আংশিক মিউনিসিপ্যাল রাস্তা নং ৩২৯, একটি ৪০ মিটার (রো) রাস্তা; **দক্ষিণে-** আংশিক প্লট নং ২এফ/০৩ এবং আংশিক পেরিফেরাল খাল; **পূর্বে-** আংশিক উক্ত মিউনিসিপ্যাল রাস্তা নং ৩৭২ এবং আংশিক পেরিফেরাল খাল; **পশ্চিমে-** আংশিক উক্ত মিউনিসিপ্যাল রাস্তা নং ৩৭২ এবং আংশিক প্লট নং আইআইএফ/০৩। **দ্বিতীয় তফসিল (অফিস কমপ্লেক্সের জমি)** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট থানা এবং বিধাননগর সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের অধীনস্থ প্লট নং- আইআইএফ/০৪, রাস্তা নং- ৩৭২, অ্যাকশন এরিয়া - আইআইএফ, নিউ টাউন (বর্তমানে জ্যোতি বসু নগর), কলকাতা, পিন কোড- ৭০০০১৩৫-এ বিভক্ত ও চিহ্নিত দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ৯.৬৬৯ একর কমবেশি (৫৮৪ কাঠা ১৫ ছটাক ২৭ বর্গফুটের সমতুল্য) পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর **চতুঃসীমা নিম্নরূপ:- উত্তরে-** আংশিক বিক্রেতার অবশিষ্ট জমি এবং আংশিক মিউনিসিপ্যাল রাস্তা নং ৩২৯, একটি ৪০ মিটার (আরওডব্লিউ) রাস্তা; **দক্ষিণে-** আংশিক প্লট নং ২এফ/০৩ এবং আংশিক পেরিফেরাল খাল; **পূর্বে-** আংশিক উক্ত মিউনিসিপ্যাল রাস্তা নং ৩৭২ এবং আংশিক পেরিফেরাল খাল; **পশ্চিমে-** আংশিক উক্ত মিউনিসিপ্যাল রাস্তা নং ৩৭২ এবং আংশিক প্লট নং ২এফ/০৩। **তৃতীয় তফসিল প্রথম খণ্ড (নির্ধারিত ইউনিট)** উপরিউক্ত প্লট নং- ২এফ/০৪, রাস্তা নং- ৩৭২, অ্যাকশন এরিয়া - ২এফ, নিউ টাউন (বর্তমানে জ্যোতি বসু নগর), কলকাতা- ৭০০০১৫৬ -এর চিহ্নিত অংশে অবস্থিত অফিস কমপ্লেক্সের জমির পূর্ব ব্লকের চতুর্থ ফ্লোরে ২৬২৭ বর্গফুট কমবেশি বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট ৪ইএস২ নম্বর অফিস স্পেসের সম্পত্তির সকল অংশ। দ্বিতীয় খণ্ড (অ্যাপারটিনেন্স) ১. জমির আনুপাতিক অংশ- অফিস কমপ্লেক্সের জমিতে থাকা জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অবিভাজ্য অংশের সকল। ২. অফিস কমপ্লেক্সের সাধারণ অংশে আনুপাতিক অংশ- অফিস কমপ্লেক্সের সাধারণ অংশে আনুপাতিক অবিভক্ত অবিভাজ্য অংশের সকল। ৩. পার্কিং স্লট- ভবনের বেসমেন্টে ৪টি মাঝারি আকারের মোটর গাড়ি পার্ক করার অধিকারের সকল অংশ। সম্পত্তিটি আহমেদ সন্স এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে রয়েছে ২০২৩ সালের ৫৪৬৭ নম্বর দলিল অনুযায়ী।	ক) ০২.০২.২০২৬ খ) ০৮.০১.২০২৬	**১৪৫৭৭৮৪৭.৬০ টাকা** (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটশত সাতচল্লিশ টাকা এবং ষাট পয়সা টাকা মাত্র) বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং পিসিআর০০০৫০৯৭৭১৭২১-এর অধীনে ০২-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০২-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**১,৫০,০৯,২৩৬/- টাকা** (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ নয় হাজার দুইশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ,** পিতা- পঞ্চানন ঘোষ ২. **শ্রী শুভদীপ ঘোষ,** পিতা- অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ ৩. **শ্রীমতী তৃষা ঘোষ,** স্বামী- সৌরভ ঘোষ ৪. **শ্রীমতী হরিপ্রিয়া ঘোষ,** স্বামী- অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ ৫. **শ্রী সৌরভ ঘোষ,** পিতা- অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ সকলের ঠিকানা:- গ্রাম- শ্যামগ্রাম, পোঃ- হরিণখোলা, থানা- আরামবাগ, হুগলী - ৭১২৪১৫।	**সম্পত্তি নং ১** প্রায় ৩৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা আরামবাগ থানার অন্তর্গত ১ নং হরিণখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা- শ্যামগ্রাম, জে.এল. নং- ১৩৫, খতিয়ান নং- ৮৬২, ৮৬৩, ১০২৮, ১০৪০, প্লট নং- ৬০৪-এ বাণিজ্যিক এবং আবাসিক উভয় ধরনের ভবন ও কাঠামো সহ অবস্থিত। সম্পত্তিটি অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, সৌরভ ঘোষ, শুভদীপ ঘোষ এবং হরিপ্রিয়া ঘোষের নামে রয়েছে। **সম্পত্তি নং ২** প্রায় ৪০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা আরামবাগ থানার অন্তর্গত ১ নং হরিণখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা- শ্যামগ্রাম, জে.এল. নং- ১৩৫, খতিয়ান নং- ৮৬২, ৮৬৩, ১০২৮, ১০৪০, প্লট নং- ৬০৩-এ বাণিজ্যিক এবং আবাসিক উভয় ধরনের ভবন ও কাঠামো সহ অবস্থিত। সম্পত্তিটি অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, সৌরভ ঘোষ, শুভদীপ ঘোষ এবং হরিপ্রিয়া ঘোষের নামে রয়েছে। **সম্পত্তি নং ৩** প্রায় ১২.৪৭৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা আরামবাগ থানার অন্তর্গত ১ নং হরিণখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা- শ্যামগ্রাম, জে.এল. নং- ১৩৫, খতিয়ান নং- ৮৬৩, প্লট নং- ৫৮৩, ৫৮৪-এ বাণিজ্যিক এবং আবাসিক উভয় ধরনের ভবন ও কাঠামো সহ অবস্থিত। সম্পত্তিটি অমরেন্দ্র নাথ ঘোষের নামে রয়েছে।	ক) ০৫.০২.২০২৬ খ) ০২.০২.২০২৬	**৭০৮২৩৫৯৯.৩৯ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০৩০০৯০১৪২৩৮৯ -এর অধীনে ০৩-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৯৫৯৫.০১ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০৩০০৯০১৪২৩৯২ -এর অধীনে ০৩-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**৭,০০,৩০,০০০/- টাকা** (সাত কোটি ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **মেসার্স ফিরোজ এন্টারপ্রাইজ,** গ্রাম এবং পোঃ- হরেকনগর, থানা- বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৩ ২. **শ্রী ফিরোজুদ্দিন সেখ (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- আসগর আলী, গ্রাম- বেগুন বাড়ি, থানা- বেলডাঙ্গা, হরেকনগর, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৩। ৩. **শ্রী মোঃ সামসুল হক (গ্যারান্টার),** পিতা- আসগর আলী, গ্রাম এবং পোঃ- হরেকনগর, থানা- বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৭৭	**১.** প্রায় ৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানা এবং এ.ডি.এস.আর.-এর অধীনস্থ মৌজা- হরেকনগর, জে.এল. নং- ৫২, তৌজি নং- ১৭, খতিয়ান নং- ৩০৩৯, ২৬৭২, ২৬০৩, ২৪৪০, হাল খতিয়ান নং- ৮০৪৪, দাগ নং- ৩০০৮ -এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত ভবনের সকল অংশ সহ অবস্থিত। **সীমানা:- উত্তরে-** আশারুল সেখের বাড়ি; **দক্ষিণে-** বেলডাঙ্গা থেকে আমতলা রাস্তা; **পূর্বে-** সেন্টু সেখের বাড়ি; **পশ্চিমে-** সামসুল হক। সম্পত্তিটি শ্রী ফিরোজুদ্দিন সেখ-এর নামে রয়েছে (২০২৩ সালের ৬৮৯ নম্বর দলিল অনুযায়ী)। **২.** প্রায় ৫.৯ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানা এবং এ.ডি.এস.আর. -এর অধীনস্থ মৌজা- হরেকনগর, জে.এল. নং- ৫২, তৌজি নং- ১৭, খতিয়ান নং- ২০৩৯, ২৬৭২, ২৬০৩ এবং ২৮৮০, নতুন খতিয়ান নং- ৮০৭৬, দাগ নং- ৩০০৮-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত ভবনের সকল অংশ সহ অবস্থিত। সম্পত্তিটি শ্রী মোঃ সামসুল হকের নামে রয়েছে।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০৫.০৪.২০২৫	**৮১৭৩২৫৮.৪২ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১০৪২২১৬১ -এর অধীনে ০৫-০৪-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৪-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা হিসাবে **৮০ লক্ষ টাকা**
১. **মেসার্স এসএন এন্টারপ্রাইজ,** গ্রাম- মালম্বা, পোঃ- মালম্বা, বর্ধমান, রানীগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৪২৬ ২. **শ্রী ইব্রাহিম সেখ (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- লুৎফর রহমান সেখ ৩. **শ্রীমতী অজিদা বিবি সেখ (গ্যারান্টার),** পিতা- খোরশেদ আলী সেখ এবং স্বামী- লুৎফর রহমান সেখ ৪. **শ্রী আবুল বাসার সেখ (গ্যারান্টার),** পিতা- লুৎফর রহমান সেখ ২ থেকে ৪ নম্বরের ঠিকানা:- ইশনাবুজরুক, বর্ধমান, জামনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৪২২	**কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:-** প্রায়৮ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা- ইশনা বুজরুক, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং- ২৭৩, জে.এল. নং- ১০৭, সাবেক খতিয়ান নং- ১৮৬/১, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৬০, বর্তমান খতিয়ান নং- ৫০২-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত ভবনের সকল অংশ সহ অবস্থিত। **সীমানা:- উত্তরে-** আলম মণ্ডলের বাড়ি; **দক্ষিণে-** অজিদা বিবির জমি; **পূর্বে-** হুমায়ুন কাজীর বাড়ি; **পশ্চিমে-** ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। সম্পত্তিটি অজিদা বিবির নামে রয়েছে ২০১৬ সালের ৫২৭ নম্বর দলিল অনুযায়ী।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০৮-১২-২০২৫	**৫১৩২৮২২.৯৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৩০০৬৪৯০৫৯১৪ -এর অধীনে ০৫-১২-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১২-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৫৪২৩০৪.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৩০০৬৪৯০৫৯১৪ -এর অধীনে ৩০-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ৩০-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা হিসাবে **৫০,০০,০০০/- টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী সুরজ কুমার সিং,** পিতা- যুগল কিশোর সিং কোয়ার্টার নং- ৭/বি, রাস্তা নং- ২১, চিলড্রেন পার্কের কাছে, এরিয়া ৪, ফুলঝুরি, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৩৩১। অপর ঠিকানা:- অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি-১, ১ম তল, বারাসাত, জিটি রোড (পূর্ব), চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিনকোড - ৭১২১৩৬। ২. **শ্রীমতী অর্পিতা সিংহ রায়,** পিতা- বিবেকানন্দ সিংহ রায়, সিনেমাতলার কাছে, গৌরহাটী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৬১৩। অপর ঠিকানা:- অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি-১, ১ম তল, বারাসাত, জিটি রোড (পূর্ব), চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিনকোড - ৭১২১৩৬।	**তফসিল 'ক' (জমি):** ৭ (সাত) কাঠা ১ (এক) ছটাক পরিমাপের আক্রি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, তৎসহ সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার, যা হুগলী জেলার চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাধীন চন্দননগর থানা, ওয়ার্ড নং- ২২, হোল্ডিং নং- ১০ (পুরানো), ২৪৭ (নতুন), জি.টি. রোড (পূর্ব), বারাসাত বোরো নং- ৪-এর অন্তর্গত মৌজা- চন্দননগরে এল.আর. প্লট নং- ১২৫ এবং ১২৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৪০৬ এবং ১৪০৭, জে.এল. নং- ১, শিট নং- ২৫, আর.এস. খতিয়ান নং- ৩৫, আর.এস. প্লট নং- ৭৯ এবং ৮২-তে অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে-** প্লট নং- ২ -এর রাজ কুমার মুখার্জীর সম্পত্তি, **দক্ষিণে-** আর.এস. প্লট নং- ৮৩ এবং ৮৪ -এর সম্পত্তি, **পূর্বে-** আর.এস. প্লট নং- ৮০ -এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** জি.টি. রোড। **তফসিল 'খ' (ভবন):** উপরের 'ক' তফসিলে উল্লিখিত সম্পত্তিতে ৫ (পাঁচ) তলা বিশিষ্ট (জি+৪) একটি ভবন নির্মিত হয়েছে, যার নাম 'অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট'। **তফসিল 'গ' (ফ্ল্যাট/আবাসিক ইউনিটের বিবরণ):** ফ্ল্যাট/আবাসিক ইউনিটের আয়তন- উত্তর-পশ্চিম দিকের প্রথম তলায় অবস্থিত বি১ নম্বর ফ্ল্যাট/আবাসিক ইউনিটের সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৮৮৩ বর্গফুট (কমবেশি), যার মধ্যে ৭০৬ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা এবং ১৭৭ বর্গফুট (কমবেশি) পরিষেবা এলাকা অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি সুরজ কুমার সিং এবং শ্রীমতী অর্পিতা সিংহ রায়ের নামে রয়েছে ২০১৫ সালের ২৩৩২ নম্বর দলিল অনুযায়ী।	ক) ০২.০২.২০২৬ খ) ০৩.০১.২০২৬	**১৪৩২৬০৮.২৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর০২১৩০১৫১৯৯৪৮-এর অধীনে ০২-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০২-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**১৭,৫৯,৭১০/- টাকা** (সতেরো লক্ষ উনষাট হাজার সাতশত দশ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী গোলাম সাব্বির সিদ্দিকী,** পিতা- সহগীর আহাম্মেদ সিদ্দিকী ২. **শ্রী সহগীর আহাম্মেদ সিদ্দিকী,** পিতা- সাজাহান আহাম্মেদ সিদ্দিকী উভয়ের ঠিকানা:- জাদুরহাটি, খাসপুর, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩২৯৩ উভয়ের অপর ঠিকানা:- মৌজা - জাদুরহাটি, জে.এল. নং ৫৮, প্লট নং ১৪৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭০৩, উত্তর ২৪ পরগনা- ৭৪৩২৯৩	৮ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার (পিন- ৭৪৩২৯৩) বাদুড়িয়া থানার অধীনস্থ মৌজা- জাদুরহাটি, জে.এল. নং ৫৮, প্লট নং ১৪৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭০৩-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ০৬.০২.২০২৬ খ) ২৬.০৮.২০২৫	**১০৭২৫২৩.৫২ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৩০০২১৬৫০৪১৭ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৪১৩২০.৬৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৩০০২১৬৫০৪২০-এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১০,০০,০০০/- টাকা** (দশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী রাকেশ কুমার পাল,** পিতা- রমেশ চন্দ্র পাল ২. **শ্রী রমেশ চন্দ্র পাল,** পিতা- বিভূতি ভূষণ পাল উভয়ের বাসস্থান:- চাকবিবি, রহিয়া, খারুয়া, গুড়াপ, হুগলী পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৩০৮	২.৩৩ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা হুগলী জেলার গুড়াপ থানার অধীনস্থ মৌজা- চাকবিবি, জে.এল. নং ১২১, এল.আর. প্লট নং ২০০, এল.আর. খতিয়ান নং ২৮৪-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ২৭.০৩.২০২৬ খ) ২৩.১০.২০২৫	**৩২২৮৪০৭.২০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৫০৩০০১৯৪০০৫৩৭-এর অধীনে ২৭-০৩-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং **৯৪৫৯৯.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৫০৩০০১৯৪০০৫৪০-এর অধীনে ২৭-০৩-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৩১,৫০,০০০/- টাকা** (একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **মেসার্স মা সন্তোষী কনফেকশনারী,** রায়পুর পি বার, কাঁথি, রায়পুর ওয়াটার ট্যাঙ্ক রোড, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪০১ ২. **শ্রী সুবল ধাড়া (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- রঞ্জিত ধাড়া, অথিলাঘোড়ি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪০১	৩ ডেসিমেল (পর্চা অনুযায়ী) এবং ৩.০১৫ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী) কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানার অধীনস্থ মৌজা- অথিলাঘোড়ি, জে.এল. নং ৩৭০, প্লট নং ৭১২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৯৯-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ০৯.০২.২০২৬ খ) ০৮.১২.২০২৫	**৪৩৯০২২৪.৯৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৪৭৭৫৭৪৪২ -এর অধীনে ০৫-১২-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১২-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**৪৪,০০,০০০/- টাকা** (চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **মেসার্স দাস ফিশ সেন্টার,** গ্রাম- খাসবালান্দা, পোঃ- খাসবালান্দা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪২৫ ২. **শ্রী পল্টু দাস (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- বিদ্যুৎ দাস, লাটারবাগান, খাসবালান্দা, হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪২৫। ৩. **শ্রীমতী মিলন দাস ওরফে মিলন বালা দাস (গ্যারান্টার),** পিতা- বিদ্যুৎ সাঁতরা এবং স্বামী- বিদ্যুৎ দাস, লাটারবাগান, খাসবালান্দা, হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪২৫।	**কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:-** ১. প্রায় ৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া থানার অধীনস্থ মৌজা- লাটারবাগান, জে.এল. নং ২৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯১, আর.এস. দাগ নং ১৫০, এল.আর. খতিয়ান নং ৪০৬, এল.আর. দাগ নং ২৮৫-এ জমি এবং উক্ত জমির ওপর নির্মিত ভবন সহ অবস্থিত। সম্পত্তিটি শ্রীমতী মিলন দাস ওরফে শ্রীমতী মিলন বালা দাসের নামে রয়েছে।	ক) ১৯.০২.২০২৬ খ) ০৫.০৪.২০২৫	**১৩১৫৬৯৪.৭৩ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৩০০৭০৩০২৪৬৮ -এর অধীনে ২৯-০৪-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৪-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা হিসাবে **১৩ লক্ষ টাকা**
১. **শ্রী ফিরোজ গোলদার,** পিতা- লিয়াকত গোলদার ২. **শ্রীমতী লিপিয়া গোলদার,** স্বামী- ফিরোজ গোলদার উভয়ের বাসস্থানের ঠিকানা:- পদ্মমলা, বাদলঙ্গী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১১২৩	৫.৪৮৩ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা নদিয়া জেলার (পিন- ৭৪১১২৩) চাপড়া থানার অধীনস্থ মৌজা- বাদলঙ্গী পদ্মমলা, জে.এল. নং ৪২, প্লট নং ৯৯৯ ও ৯৯১, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৬৪০ ও ৬৩৩০ -এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০১১.১২.০২৫	**২১৭৭২৯৬.৪৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৩৭৫৫৪৫১ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৯৭৮৫.৪৯ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৩৭৫৫৪৭৭-এর অধীনে ১৯-০৯-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৯,৭০,০০০/- টাকা** (উনিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী গোলাম কিবরিয়া সেখ,** পিতা- রেহেসান সেখ ২. **শ্রীমতী রাশিদা খাতুন,** স্বামী- গোলাম কিবরিয়া সেখ উভয়ের বাসস্থান:- কাশীপুর, পশ্চিমপাড়া, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১৮৯	৩.৫০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার (পিন- ৭৪২১৮৯) রেজিনগর থানার অধীনস্থ মৌজা- ঝিকরা, জে.এল. নং ১৩৬, প্লট নং ২৩০৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪০৯২-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত। **দলিল অনুযায়ী সীমানা:- উত্তরে-** মৌসুমী বিবি, **দক্ষিণে-** পিয়ার সেখ, **পূর্বে-** ১৮ ফুট চওড়া রাস্তা; **পশ্চিমে-** আবুল সেখ।	ক) ১১.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**১৬৯৮৯৭৬.৯৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০১৫৩৬৬২৮৩ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৪১২২৬.৬০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৪০৩০০১৫৩৬৬২৯৬-এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৫,০০,০০০/- টাকা** (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী হাসান আলী গাজী,** পিতা- ইয়াকুব গাজী ২. **শ্রীমতী খাদিজা বিবি,** স্বামী- হাসান আলী গাজী ৩. **শ্রী ইয়াকুব গাজী,** পিতা- ইব্রাহিম গাজী ৪. **শ্রীমতী জেলেহার বিবি,** স্বামী- ইয়াকুব গাজী সকলের বাসস্থান:- হাটভাঙ্গা, বামনপুকুর, ছায়ানি, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪২৫	৪ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মিনাখাঁ থানার অধীনস্থ মৌজা- ত্যাপলা কুশাঙ্গরা, জে.এল. নং ৪৫, প্লট নং ১৪৮২, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯৮৬-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**৮১৩৯০১.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৩১৯৮৮৭৪ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩১৫৬৩.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৫৩১৯৮৯০০-এর অধীনে ১৯-০৯-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৭,০০,০০০/- টাকা** (সাত লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী ইমরান আহমেদ,** সি/ও- জয়নাল আবেদীন ২. **শ্রীমতী লিলে আহমেদ,** স্বামী- ইমরান আহমেদ উভয়ের বাসস্থান:- ফ্ল্যাট নং ৩, দ্বিতীয় টাওয়ার ১, আল্ট্রা দ্বিতীয় হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার ২, নিউ টাউন অ্যাকশন এরিয়া ২, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০১৬১	সম্পূর্ণ হাউজিং কমপ্লেক্সের অন্তর্গত, নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আওতাধীন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এয়ারপোর্ট থানা, বর্তমানে নারায়ণপুর (পূর্বতন রাজারহাট), কলকাতা ৭০০১৬১-এর অধীনস্থ প্লট নং- আইআইডি/৪৩, অ্যাকশন এরিয়া ২ডি -তে ০১০৭০৯ প্রাঙ্গণে অবস্থিত তৃতীয় ক্লাস্টারের তৃতীয় টাওয়ারের ৩য় ফ্লোরে ১৮১৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট ২০৪ নম্বর আবাসিক অ্যাপার্টমেন্টের সম্পত্তির সকল অংশ। এর সাথে ১৩৫ বর্গফুট (কমবেশি) সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট ৭৫ নম্বর (সিমেন্ট বাঁধানো ফ্লোর) একটি খোলা গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান যুক্ত রয়েছে। এছাড়াও, উক্ত তৃতীয় ক্লাস্টারে উল্লিখিত সম্পত্তির জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশও এর অন্তর্ভুক্ত, যা সংযুক্ত মানচিত্রে লাল বর্ডার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০৫.০২.২০২৬	**৫০২৫৪৯৪.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআর০৪৩৭০৮৭৪৩৩৮০ -এর অধীনে ১২-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ১২-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	**৫০,৩৭,৭২৯/- টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার সাতশত উনত্রিশ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী ইমরান মোল্লা,** পিতা- ফজলুল হক মোল্লা পশ্চিম পদ্মপুকুর, মিনাখাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৫০২	৩ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার (পিন- ৭৪৩৫০২) মিনাখাঁ থানার অধীনস্থ মৌজা- পদ্মপুকুরিয়া, জে.এল. নং ৩৯, প্লট নং ১৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫২০, ১১৯০ (রূপান্তর শংসাপত্র বা কনভার্সন সার্টিফিকেট অনুযায়ী) -এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ০৫.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**১৭০০৩৯১.৪১ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১২৮৯৮৩৮৪ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩২৬৫৩.৮০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০১২৮৯৮৩৯৭-এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১০,০০,০০০/- টাকা** (দশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী জালাল উদ্দিন দফাদার,** পিতা- মুসরফ আলী দফাদার ২. **শ্রীমতী মাসরিফ আলী দফাদার,** পিতা- তৈয়ব আলী দফাদার উভয়ের বাসস্থান:- দস্তুরহাট, বিনোদ, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১২২	৮.২৫০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার (পিন- ৭৪২১২২) সাগরদিঘি থানার অধীনস্থ মৌজা- বিনোদ, জে.এল. নং ১৯০, প্লট নং ৪৫, ৪৫/২৬২, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৫৮-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ৩০.১১.২০২৫	**১১৩৯৯৭৯.৪০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৩৯৮০০৩৫ -এর অধীনে ২৪-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৫০৬২৩.৭৩ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৩৯৮০০৫১-এর অধীনে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১০,০০,০০০/- টাকা** (দশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী জনি বিশ্বাস,** পিতা- জয়ন্ত বিশ্বাস ২. **শ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস,** পিতা- সুধীর বিশ্বাস উভয়ের বাসস্থান:- জয়নগর, জয়পুর, নদিয়া - ৭৪১১০২	৮ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার হাঁসখালী থানার অধীনস্থ মৌজা- জয়পুর, জে.এল. নং ৩৯, প্লট নং ২৩৩৬/৫৪২৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৭৫২-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত। দলিল **অনুযায়ী সীমানা:- উত্তরে-** উদয় বিশ্বাসের বাড়ি; **দক্ষিণে-** লতিকা বিশ্বাসের সম্পত্তি; **পূর্বে-** ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা; **পশ্চিমে-** অতুল বিশ্বাসের বাড়ি।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**৯৬৭৫৭৩.৫০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৩৪২৫৩৪৩৮ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৩২৯৯৮.০৬ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৩৪২৫৩৪৪১-এর অধীনে ২১-০৬-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৮,৫০,০০০/- টাকা** (আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী মুস্তাক আহমেদ,** পিতা- আব্দুল লতিফ ২. **শ্রীমতী সালমা পারভীন,** স্বামী- মুস্তাক আহমেদ উভয়ের বাসস্থান:- গোবিন্দপুর, মজিরা, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২৪০৫	৭.৮৩০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর টাউন থানার অধীনস্থ মৌজা- যাদুপুর, জে.এল. নং ৫৫, প্লট নং ৭৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০০০১-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**৩৪০০৪৬০.৫৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০২১১২৮৯৬৯ -এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৪৮২৭৪.৬৫ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০২১১২৮৯৭২-এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৩০,৫০,০০০/- টাকা** (ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী মোঃ খায়রুল বাসার হালসানা,** পিতা- গিয়াসউদ্দিন হালসানা, ধুবুলিয়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১ ১৩৯ উভয়ের অপর ঠিকানা:- মৌজা- ধুবুলিয়া, এল.আর. প্লট নং ৩০০১, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৬৬, জে.এল. নং ৩৩, থানা এবং পোঃ- ধুবুলিয়া-এর অধীনে, এ.ডি.এস.আর.- কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ	০.০৮৩৪ একর কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানা এবং এ.ডি.এস.আর.- কৃষ্ণনগর-এর অধীনস্থ মৌজা- ধুবুলিয়া, জে.এল. নং ৩৩, এল.আর. প্লট নং ৩০০১, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৬৬-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ১২.০২.২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৫	**৩৮৪২১৪৮.৬০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০০৪৩৪৫২৬৩ -এর অধীনে ০৮-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০১-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **১১৫৪৭.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০০৪৩৪৫২৭৬-এর অধীনে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ৩০-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **২০,০০,০০০/- টাকা** (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী নিরঞ্জন পাত্র,** পিতা- পাঁচুগোপাল পাত্র, মোহনপুর, বাছরা মোহনপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪৫৬ ২. **শ্রীমতী মেনকা পাত্র,** সি/ও- নিরঞ্জন পাত্র, মোহনপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪৫৬ অপর ঠিকানা- মৌজা- মোহনপুর, এল.আর. প্লট নং ৩৫১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৮০ (সাবেক খতিয়ান নং ৯৬৬), জে.এল. নং ৯৮, তৌজি নং ২৩, থানা- মিনাখাঁ -এর অধীনে, মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪৫৬	২৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার (পিন- ৭৪৩৪৫৬) মিনাখাঁ থানা এবং মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার অধীনস্থ মৌজা- মোহনপুর, জে.এল. নং ৯৮, তৌজি নং ২৩, এল.আর. প্লট নং ৩৫১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৮০ (সাবেক খতিয়ান নং ৯৬৬) -এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ২১.০২.২০২৬ খ) ১১.০৯.২০২৫	**১৫৩৮৩৩৬.৮৬ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০০৪৭৯০২৬৮ -এর অধীনে ১৭-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৮৪৩৮.৪৩ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০০৪৭৯০২৮৪-এর অধীনে ১৭-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৪,৭০,০০০/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১. **শ্রী প্রভাত ঘোষ,** পিতা- সনাতন ঘোষ, কাইবা, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৪১২ অপর ঠিকানা:- মৌজা- সেকেন্দ্রপুর, এল.আর. প্লট নং ৯৩১, এল.আর. খতিয়ান নং ৯২২, জে.এল. নং ১০৪, থানা- খানাকুল-এর অধীনে, পোঃ- কাইবা, এ.ডি.এস.আর.- খানাকুল, হুগলী জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৪১২	১.৭৫ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলী জেলার (পিন- ৭১২৪১২) খানাকুল থানা এবং এ.ডি.এস.আর.- খানাকুল, ডাকঘর- কাইবা-এর অধীনস্থ মৌজা- সেকেন্দ্রপুর, জে.এল. নং ১০৪, এল.আর. প্লট নং ৯৩১, এল.আর. খতিয়ান নং ৯২২-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত ।	ক) ১৯.০২.২০২৬ খ) ০৫-১০-২০২৫	**২৩০০৯৪১.৫৮ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৬৯৫৯৭৭ -এর অধীনে ১৭-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১০-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৪২৭৫০.২৬ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৬৯৫৯৮০-এর অধীনে ১৭-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **২২,০০,০০০/- টাকা** (বাইশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী পার্থ হাইত,** পিতা- বিশ্বনাথ হাইত ২. **শ্রীমতী শান্তা হাইত,** স্বামী- বিশ্বনাথ হাইত ৩. **শ্রী বিশ্বনাথ হাইত,** পিতা- সুবোধ হাইত সকলের বাসস্থান:- মাটিমালা, ওড়ফুলি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩০৩	৯ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা হাওড়া জেলার বাগনান থানার অধীনস্থ মৌজা- মাটিমালা, জে.এল. নং ২৪, প্লট নং ১৩৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৬ এবং ৫৫৭ -এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।	ক) ২৪.০২.২০২৬ খ) ২৬.১২.২০২৫	**৫৩২৪৭৯২.১৮ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৮৩৯১৯১৯ -এর অধীনে ০৮-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **৪১২৫১.৫৯ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫৮৩৯১৯৩৫-এর অধীনে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **৪৯,০০,০০০/- টাকা** (উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র)
১. **শ্রী পিয়ার হোসেন,** পিতা- ইয়ার হোসেন ২. **শ্রীমতী পারভিনা খাতুন বিবি,** স্বামী- পিয়ার হোসেন উভয়ের বাসস্থান:- ডোমকল, বাবলাবনা, তরফ রসুলপুর পাটনিপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২৩০৩	প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির ওপর নির্মিত ক্ষ্মকান্ত ভবনক্ষ্ম নামক ৪ তলা বিশিষ্ট (জি+৩) ভবনের ৩য় ফ্লোরে ৬২৩ বর্গফুট বিল্ট-আপ এরিয়া এবং ৭৪৭.৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট অসম্পূর্ণ 'সি' নম্বর ফ্ল্যাটের সকল অংশ (যা সংযুক্ত স্কেচ ম্যাপে দেখানো হয়েছে)। এর সাথে মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার অধীনস্থ জে.এল. নং ৩৯, প্লট নং ৯৫, ৯৭ এবং ৯৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৪৮৯ (দলিল অনুযায়ী) এল.আর. খতিয়ান নং ৬২৮২ (পর্চা অনুযায়ী) -এ অবস্থিত জমি এবং সাধারণ অংশের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং জমি এবং তার ওপর নির্মিত ভবনের কাঠামোও অন্তর্ভুক্ত। **দলিল অনুযায়ী সীমানা:- উত্তরে-** সুলতান বোথার সম্পত্তি; **দক্ষিণে-** কাঁচা রাস্তা; **পূর্বে-** অন্যান্য ব্যক্তির জমি; **পশ্চিমে-** ১০ ফুট চওড়া মেটাল রাস্তা।	ক) ০২.০২.২০২৬ খ) ০১.১১.২০২৫	**১৯৩৬১১১.৩৬ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২১৩৭৭৯৯৩ -এর অধীনে ২৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৮৪৮১.২৭ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২১৩৭৮০২২-এর অধীনে ২৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১৭,৫০,০০০/- টাকা** (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
১. **মেসার্স রেইনবো ফুড প্রোডাক্টস,** প্রেমবাজার, পোঃ- হিজলি কো-অপারেটিভ, থানা- খড়গপুর (টাউন), পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০৬। অপর ঠিকানা- বড় আয়মা, পোঃ- নিমপুর, থানা- খড়গপুর (টাউন), পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০৪। ২. **শ্রী দেবেন্দ্র নাথ খাঁড়া (অংশীদার/গ্যারান্টার),** পিতা- স্বর্গীয় অমর চন্দ্র খাঁড়া ৩. **শ্রীমতী মনিকা খাঁড়া (অংশীদার/গ্যারান্টার),** স্বামী- দেবেন্দ্র নাথ খাঁড়া ৪. **শ্রী দেবানন্দ মহাপাত্র (অংশীদার/গ্যারান্টার),** পিতা- স্বর্গীয় মদন মোহন মহাপাত্র ৫. **শ্রী সৌমেন মহাপাত্র (গ্যারান্টার),** পিতা- দেবানন্দ মহাপাত্র ২ থেকে ৫ নম্বরের সকলের ঠিকানা:- প্রেমবাজার, পোঃ- হিজলি কো-অপারেটিভ, থানা- খড়গপুর (টাউন), পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০৬।	**কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:-** **১.** প্রায় ৪০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর থানার অধীনস্থ মৌজা- তেউটিচটি, জে.এল. নং ১৪৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১৬৫, আর.এস. দাগ নং ১১৩-এ জমি এবং উক্ত জমির ওপর নির্মিত ভবন সহ অবস্থিত। সম্পত্তিটি দেবেন্দ্র নাথ খাঁড়া ওরফে দেবেন্দ্র চন্দ্র খাঁড়ার নামে রয়েছে ১৯৮৮ সালের ৩৬৪ নম্বর দলিল অনুযায়ী। **২.** প্রায় ৩০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর থানার অধীনস্থ মৌজা- তেউটিচটি, জে.এল. নং ১৪৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১৬৫, আর.এস. দাগ নং ১১৩-এ জমি এবং উক্ত জমির ওপর নির্মিত ভবন সহ অবস্থিত। **সীমানা:- উত্তরে-** প্লট নং ১১৮ এবং ১১৭; **দক্ষিণে-** প্লট নং ৮৪ এবং ৮৫; **পূর্বে-** সরোজ কুমার মহাপাত্রের জমি; **পশ্চিমে-** দেবেন্দ্র নাথ খাঁড়ার জমি। সম্পত্তিটি মনিকা খাঁড়ার নামে রয়েছে ১৯৮৮ সালের ৩৬৩ নম্বর দলিল অনুযায়ী।	ক) ১৬.০২.২০২৬ খ) ২৮.০৬.২০২৫	**২০,৪৬,২৬৭.০০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০১৬৪৪৯৯৯৯ -এর অধীনে ০৫-০৬-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-০৬-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **১৯,০৫, ৩৪০.৩০ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৬০০৫৪১৭৭৩১৮ -এর অধীনে ৩১-০৫-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ৩১-০৫-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা হিসাবে **১ কোটি টাকা**
১. **শ্রী রমজান আলী,** পিতা- আসগর আলী মণ্ডল ২. **শ্রী কালু মণ্ডল,** পিতা- আসগর আলী মণ্ডল ৩. **আজগার মণ্ডল,** পিতা- এবাদত মণ্ডল সকলের বাসস্থান:- দক্ষিণদিয়াড়া, আড়বেলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩৪৩৭	৮ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার (পিন- ৭৪৩৪৩৭) বাদুড়িয়া থানার অধীনস্থ মৌজা- দক্ষিণদিয়াড়া, জে.এল. নং ৭৬, প্লট নং ৯০, এল.আর. খতিয়ান নং ২১/১-এ জমি এবং তার ওপর নির্মিত যেকোনও কাঠামো সহ অবস্থিত।		**১১৪১২৯৬.২৪ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫১১৮৫৯৭৭ -এর অধীনে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **২৮৮২০.২১ টাকা** বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০৫১১৮৫৯৮০-এর অধীনে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)।	ওভারড্রাফ্ট সুবিধা **১০,৭০,০০০/- টাকা** (দশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)

নোটিশের বিকল্প সার্ভিসের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা এবং/অথবা জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) এই নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যৎ সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ। অন্যথায়, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩ (১৩) অনুসারে, উপ-ধারা (২)-তে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া কোনও ঋণগ্রহীতা নোটিশে উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদগুলির কোনওটিই বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের কাছে উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত সারফেইসি আইন, এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনার পরিমাণ তার দ্বারা সংঘটিত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য পাবলিক নিলাম বা দরপত্র আহ্বানের নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা জনসাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত পাওনাদারকে প্রদান করা হয়,-

(১) সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক সুরক্ষিত সম্পদগুলি ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হবে না; এবং

(২) যদি, এই উপ-ধারার অধীনে এই পরিমাণ অর্থ প্রদানের আগে সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক সম্পদগুলি ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েও থাকে, তবে উক্ত সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক ঐরূপ সুরক্ষিত সম্পদগুলি ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না'।

তারিখ: ২৯.০৪.২০২৬ স্বা/-

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত অফিসার, **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ**

কলকাতা-সহ উপকণ্ঠে দ্বিতীয় দফায় নজর কাড়বে যে সব বিধানসভা কেন্দ্র

শুভাশিস বিশ্বাস

তিলোত্তমা কলকাতা। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সাক্ষী বাংলার রাজধানী। এ শহর যেমন মাতে দুর্গাপুজো, বড়দিন কিংবা ইদে, ঠিক তেমনই ভোটও এক উৎসব বাঙালির কাছে।আজ ২০২৬এর বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা। আর এই নির্বাচন উৎসব নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে মেতে উঠেছে তিলোত্তমা। শপিং মল থেকে চায়ের ঠেকে ঝড় উঠেছে চা আর কফির পেয়ালায়। আর রাজনৈতিক দলের লড়াই চলে স্লোগানে আর থিম সংয়ে। যেমন ২০২৬-এ কলকাতা মুখ ঢেকেছে 'লড়াই লড়ছে সবার ডাকে, সেই জিতবে বাংলা মাকে' বনাম 'পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার'- এই দুই স্লোগানে। আর এটাও ঠিক যে এখনও পর্যন্ত শহরের ১১ কেন্দ্রের কোনওটিতে আঁচড় বসাতে পারেনি পদ্ম শিবির। তবে এবার কোথায় যেন প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়ার এক চোরা স্রোত বইছে জনমানসে। আর বিজেপিকে পছন্দ করা এই সব মানুষকে ভোকাল টনিক দিতে আসতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু প্রাধান্য পাচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সবথেকে আলোচিত বিষয় হল স্পেশাল অনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর। এসআইআর এর সুনামি যে কলকাতাতে উঠবে তা তো স্বাভাবিক। তৃণমূলের অভিযোগ নির্বাচন কমিশন বিজেপির সঙ্গে যোগসাজস করে প্রকৃত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে। প্রতিবাদে ধর্মতলায় অবস্থান বিক্ষোভও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরকেও অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে সরব হতে দেখা গেছে। বিরোধী দলগুলো বিশেষ করে বিজেপি এবং বামফ্রন্ট সরকারি নিয়োগ দুর্নীতি এবং রেশন দুর্নীতির মতো বিষয়গুলোকে কলকাতার ভোটারদের কাছে অন্যতম বড় ইস্যু হিসেবে তুলে ধরছে। শহরের ঘনবসতি এবং সরু রাস্তার ফলে ট্রাফিক জ্যাম মাথা ব্যথার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পাশাপাশি দ্রুত নগরায়ণের ফলে শহরের জলাভূমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। শতাব্দীর পুরনো ড্রেনেজ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা শহরের বর্তমান চাহিদার সাথে তাল মেলাতে পারছে না। যার ফলে বর্ষায় শহরের অধিকাংশ অঞ্চল জলের তলায় চলে যায়। একইসঙ্গে মেট্রো রেলের সম্প্রসারণের কাজ দীর্ঘায়িত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটছে। তরুণ প্রজন্মের ভোটারদের কাছে কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতার এবং আশেপাশের ২৮টি আসনের মধ্যে অন্তত ২২টিতে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। বোঝাই যাচ্ছে বিরোধীদের পাখির চোখ কলকাতা। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে যেমন সার্চ লাইটের আলোয় রয়েছে ভবানীপুর ঠিক তেমনই আরও বেশ কয়েকটি নির্বাচনী কেন্দ্র রয়েছে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এই তালিকায় রয়েছেঃ

রাসবিহারী কেন্দ্র

কলকাতা পুরসভার ৯টি ওয়ার্ড এই বিধানসভা অন্তর্গত। শুধু তাই নয়, এই বিধানসভার মধ্যে পড়ছে বালিগঞ্জ, লেক মার্কেট, দেশপ্রিয় পার্ক, সাউদার্ন অ্যাভিনিউ এবং গড়িয়াহাটের একটি অংশ। মূলত উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের বসবাস এই সমস্ত এলাকায়, রয়েছে বাজার এবং একাধিক সাংস্কৃতিক স্থল।

রাসবিহারী বিধানসভার রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, এই বিধানসভা গঠিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। ১৭ বার নির্বাচন হয়েছে এখানে। সেই তালিকায় রয়েছে ১৯৯৮ সালের উপনির্বাচনও। কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস এই বিধানসভায় ৬ বার করে জয়ী হয়েছে। এছাড়াও ১৯৬২, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে এখানকার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন নির্দল প্রার্থী বিজয় কুমার। ১৯৫৭ এবং ১৯৭৭ সালে যথাক্রমে এই বিধানসভা থেকে জয়ী হন প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং সিপিআইএম। প্রথম কয়েক দশক এখানে দাপট ছিল কংগ্রেসের। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর কংগ্রেসের প্রভাব ফিকে হয় রাসবিহারীতে। এরপর ১৯৯৮ সালের উপনির্বাচনে নয়া দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস জয় পায় এই বিধানসভা আসনে। এরপর এখনও পর্যন্ত অপরাজেয় ঘাসফুল।

১৯৯৮ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ৫ বারের বিধায়ক ছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ২০২১ সালে তাঁকে এই আসন থেকে সরিয়ে ভবানীপুর থেকে টিকিট দেওয়া হয়। সে বছর দেবাশিস কুমারকে রাসবিহারী আসন থেকে দাঁড় করানো হয়। বিজেপি প্রার্থী লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রত সাহাকে ২১ হাজার ৪১৪ ভোটে হারিয়ে দেবাশিস কুমার এই আসনে জেতেন। ২০১৬ সালে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ১৪ হাজার ৫৫৩ ভোটের মার্জিনের রেকর্ডও ভেঙে ফেলেন তিনি। তবে ধীরে ধীরে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই বিজেপি নিজেদের উপস্থিতির প্রমাণ দিতে শুরু করেছে এই বিধানসভা কেন্দ্রে। ১ হাজার ৬৯১ ভোটে এই বিধানসভা আসনে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে ছিল বিজেপি। ফলত সামান্য হলেও ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ব্যবধান ভাবাচ্ছে শাসকদলকে। আর এবারের লড়াই তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার, বিজেপির স্বপন দাশগুপ্ত আর সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের। অনেকেই বলছেন এই লড়াই তিন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে। মনে করা হচ্ছে, এবার লড়াই হতে পারে হাড্ডাহাড্ডি।

বালিগঞ্জ

রাসবিহারী কেন্দ্রের পাশাপাশি নাম আসবে দক্ষিণ কলকাতার আরও একটি বিধানসভা বালিগঞ্জেরও।শোনা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘলদের কাছ থেকে এই এলাকাটি ভাড়া নিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, এটি খোলা গ্রামাঞ্চল থেকে বিশাল জমিদারিতে রূপান্তরিত হয়। আজ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অভিজাত বাংলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অভিজাত এলাকা। খুব সত্যি বলতে এই এলাকায় বাসিন্দারা ধনী ও প্রভাবশালীও বটে। ২০০৬ থেকে এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে সুব্রত মুখোপাধ্যায় টানা চারবার জিতেছেন এই বিধানসভা থেকেই। ২০২২ সালে তৎকালীন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর উপনির্বাচন হয়। সেবার তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে জিতেছিলেন বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তবে এখন বাবুল রাজ্যসভার সাংসদ। এই কেন্দ্র থেকে লড়ছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তবে এই কেন্দ্রে বারবার নজর কাড়ে বামেদের প্রার্থী। গত নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে সায়রা শাহ হালিমকে প্রার্থী করে সিপিএম। আর এবার এই কেন্দ্র চর্চায় সিপিএমের তরুণ প্রার্থী আফরিন শিল্পীর জন্য। তবে অভিজ্ঞতায় কয়েক গুণ এগিয়ে থাকা শোভনদেবকে আফরিন কোনওভাবেই চাপে ফেলতে পারবেন না বলেই ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকেদর একাংশের। অন্যদিকে এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ড. শতরূপা।

কলকাতা বন্দর

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতার অন্যতম হটস্পট কলকাতা বন্দরও। ৫১.৮০ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস এই কেন্দ্রে। উত্তরপ্রদেশ, বিহারের বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতা বন্দরে কাজ করতে আসা মানুষ পরবর্তীকালে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। তবে আপাদমস্তক শহুরে ভোটার রয়েছে এই কেন্দ্রে। হুগলি নদী লাগোয়া এই কেন্দ্রে রয়েছে জাহাজ তৈরির কারখানা, ডক রোড এবং গুদামঘর। এই কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিম। নাগরিকদের নাকি 'কাছের মানুষ' তিনি। কিন্তু, কান পাতলেই নাকি শোনা যায়, এখানে জোর যার, মুলুক তার। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক শাসকদল তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছে। ছাব্বিশের নির্বাচনে ফের এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন ফিরহাদ। নিজের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল প্রার্থী।

একসময় কংগ্রেস আর বামেরাই দখলে রেখেছিল এই কেন্দ্র। এরপর ২০১১-তে তৃণমূলের দখলে চলে যায় এই কেন্দ্র। শেষবার ২০২১-এ ফিরহাদ হাকিম ১ লক্ষ ৫ হাজার ৫৪৩ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই এলাকা আর ফিরহাদের সঙ্গ ছাড়েনি। গার্ডেনরিচ শিপিং এবং শিল্প-কারখানার পাশাপাশি মেটিয়াবুরুজের কাপড়ের বাজার বিখ্যাত। ঔপনিবেশিক যুগের স্থাপত্যও রয়েছে এই কেন্দ্রে। বন্দরের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জেরে এই অঞ্চল দ্রুত বেড়েছে। তবে নানা সমস্যাও রয়েছে। যানজট, অপর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা, সরু অপরিসর রাস্তা নিয়ে রয়েছে অভিযোগ। এই সব ইস্যুকে হাতিয়ার করে শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিং। তবে এই কেন্দ্রে বিজেপির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক।

বেলেঘাটা

এই কেন্দ্রে দীর্ঘদিন বিধায়ক ছিলেন পরেশ পাল। এবার টিকিট পাননি তিনি। ২০২৬-এ নজর কাড়ছে বেলেঘাটা কেন্দ্রও। কারণ, এই কেন্দ্র থেকেই প্রথমবার বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছেন কুণাল ঘোষ। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, জনসংযোগ ছিল পরেশ পালের অন্যতম হাতিয়ার। তবে রাজনৈতিক মহল বলছে, হাওয়া বুঝেই এবার প্রার্থী বদল করেছে তৃণমূল। কখনও গোষ্ঠী সংঘর্ষ, কখনও সিন্ডিকেটের অভিযোগ উঠেছে এই এলাকায়। বোমা, গুলি চলার অভিযোগও উঠেছে। সার্বিক সমস্যার কথাও সামনে এসেছে বারবার। বসতি উন্নয়ন, পানীয় জলের সমস্যা, এমন অনেক অভিযোগই সামনে এসেছে। এবার নতুন প্রার্থী দিয়ে সেই বেলেঘাটার চেহারাটা বদলে দেওয়ার বার্তা দিয়েছে তৃণমূল। প্রচারের শুরু থেকেই রাজনৈতিক মহলে শোনা যাচ্ছে, কুণাল ঘোষ অনেকটাই এগিয়ে। কুণালের বিরুদ্ধে লড়ছেন বিজেপি প্রার্থী পার্থ চৌধুরী। তবে তাঁকে ঘিরে যে বিক্ষোভের আগুন দেখা গিয়েছে বিজেপির অন্দরে, তা তৃণমূলকে লড়াইয়ের আগেই অনেকটা এগিয়ে রেখেছে তৃণমূলকে। এমনকী এও দেখা গেছে এই পার্থ চৌধুরীকে প্রার্থী হিসেবে মানতে না পেরে এলাকায় পড়েছে পোস্টার। বিক্ষোভ হয়েছে বিজেপির দফতরেও। এই কেন্দ্রে সিপিএমের প্রার্থী পারমিতা রায়।

এন্টালি

এই এন্টালি থেকেই মাদার টেরেসা তাঁর মিশন শুরু করেছিলেন। ১৮ শতকে ব্রিটিশদের ডিহি পঞ্চান্নগ্রামের অংশ ছিল এটি। নামকরণ হয়েছে 'হিন্টালি' শব্দ থেকে। হেনরি ডিরোজিওর বাড়ি রয়েছে এখানে। শহরের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত এন্টালি। এলাকার সমস্যা অনেক। পার্কিং, যানজটের সমস্যা রয়েছে বেশি।এন্টালিতে ওড়িয়া ভাষাভাষীর মানুষ তো বটেই, একটা বড় অংশের মুসলিম, খ্রিস্টান, চিনা মানুষের বাস। শিয়ালদহ ও ধর্মতলার মাঝখানে এই এন্টালি এলাকায় রয়েছে এন্টালি মার্কেট, কনভেন্ট পার্ক। এজেসি বোস রোড এবং সিআইটি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গিয়েছে। রয়েছে অসংখ্য পুরনো বাড়ি। নতুন প্রার্থীকে ঘিরে সমস্যা সমাধানের আশা দেখছে এই কেন্দ্রের মানুষ। স্বর্ণকমল সাহার ছেলে সন্দীপন সাহাকে এবার প্রার্থী করেছে তৃণমূল। তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ বিজেপির প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল।

কাশীপুর-বেলগাছিয়া

এই কেন্দ্র থেকে এবার তৃণমূল প্রার্থী অতীন ঘোষ। বিজেপির পুরনো নেতা রীতেশ তিওয়ারিকে প্রার্থী করেছে। বামেদের প্রার্থী রাজেন্দ্র গুপ্ত। এটি কলকাতা পুরসভার ১ থেকে ৬ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। ২০১১ সালে বিধানসভা ভোটে বামেদের পতনের পরেই এই কেন্দ্রে বিজেপির ভোটের ভাগও বেড়েছে। ২০১৬ সালে সিপিএমের ভোট ছিল ৩২.৪০ শতাংশ, যা ২০২১ সালে কমে ১০.৯৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিজেপির ভোট ২০১১ সালে ৩.১২ শতাংশ ছিল, ২০২১ সালে ৩০.২৪ শতাংশ হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে তৃণমূল এগিয়ে। ২০১৯ সালে বিজেপি প্রথম এই আসনে সিপিএমকে ছাড়িয়ে যায়। মুসলিম ১৭.৩০ শতাংশ, তফসিলি জাতি ৪.৪৭ শতাংশ। কিন্তু এরপরেই এই কেন্দ্রে দাপট রয়েছে তৃণমূলের। এই বিধানসভায় বড় ইস্যু হল- কাশীপুর এলাকায় গঙ্গার পাড় ভাঙছে। আতঙ্ক। বারবার সংস্কারের দাবি জানিয়ে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখেছিলেন অতীন, কিন্তু লাভ হয়নি। কাশীপুর রোডে বছরের পর বছর রয়েছে রেলের সিমেন্টের গুদাম। সিমেন্টের ধুলো থেকে দূষণ হয়। ফলে ওই পথে যাতায়াত কার্যত দুঃসাধ্য। এলাকা থাকে ধুলোয় ভরা। যা নিয়ে মানুষের মধ্যে রয়েছে ক্ষোভ। অন্যদিকে ভালো ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের অভাব। যানজটের সমস্যা নিয়েও রয়েছে ক্ষোভ।

জোড়াসাঁকো

জোড়াসাঁকোর সঙ্গে পরতে পরতে যেন জড়িয়ে গেছে বর্ষীয়ান নেতা বিজয় উপাধ্যায়ের নাম। এক সময় কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, গত এক দশকের বেশি সময় কলকাতা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলের কাউন্সিলর তিনি। এই ওয়ার্ড আবার শ্যামপুকুর বিধানসভার মধ্যে পড়ে। তবে তিনি জোড়াসাঁকোরই ভূমিপুত্র। আবার বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝা পাঁচপুরুষ ধরে জোড়াসাঁকোরই বাসিন্দা। সেখানে লড়াই এবার টানটান। আগে স্মিতা বক্সি এখানকার তৃণমূল বিধায়ক হলেও ২১-এ এখানে অবাঙালি প্রার্থী দেয় তৃণমূল। বিজেপির মীনাদেবী পুরোহিতকে হারান জোড়াফুলের বিবেক গুপ্তা। ২০২১ সালের নির্বাচনে ৫২,১২৩ ভোট পেয়ে বিজেপিকে ১২ হাজারের বেশি ভোটে হারান তিনি। লোকসভা নির্বাচনে ছবিটা বদলায়। তিনটি লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে তৃণমূল বিজেপির চেয়ে পিছিয়ে থেকেছে। ২০১৪ সালে সেই ব্যবধান ছিল ১৬, ৪৮২। ২০১৯-এ তা কমে দাঁড়ায় ৩,৮৮২। কিন্তু ২০২৪ সালে তা আবার বেড়ে হয় ৭,৪০১। যানজট, বেআইনি পার্কিং, পুরনো কলকাতার ট্রাফিক সমস্যা, নিকাশি জল জমার সমস্যা রয়েছে। ছোট ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এবারও বিজয় উপাধ্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝা।

বিধাননগর

বিধাননগর একটি সাধারণ শ্রেণির বিধানসভা কেন্দ্র। যা ২০১১ সালের নির্বাচনের আগে তৈরি হয়। এই কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে বিধাননগর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ২৮ থেকে ৪১ নম্বর পর্যন্ত মোট ১৪টি ওয়ার্ড। এছাড়াও রয়েছে দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৯, ২০ ও ২৮ থেকে ৩৫ নম্বর পর্যন্ত ১০টি ওয়ার্ড। ফলে এটি একটি পুরোপুরি শহুরে কেন্দ্র, যেখানে কোনও গ্রামীণ ভোটার নেই। এই কেন্দ্রটি বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের একটি।

বিধাননগর কেন্দ্রের উত্থান ঘটে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান এবং রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এটিকে নিজেদের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। তিনটি বিধানসভা নির্বাচনেই তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু জয়ী হয়েছেন। ২০১১ সালে প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে সুজিত বসু সিপিএম প্রার্থী পলাশ দাসকে ৩৫,৯২৫ ভোটে হারান। ২০১৬ সালে তিনি কংগ্রেসের অরুণাভ ঘোষকে পরাজিত করেন ৬,৯৮৮ ভোটে। ২০২১ সালে তিনি বিজেপি প্রার্থী সব্যসাচী দত্তকে ৭,৯৯৭ ভোটে হারিয়ে আবারও জয়ী হন। এই ফলাফল বিজেপিকে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেও তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করতে পারেনি। বিধানসভায় এই পরিষ্কার আধিপত্যের বিপরীতে লোকসভা নির্বাচনে বিধাননগর অংশে তৃণমূল কংগ্রেস তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে। শেষ তিনটি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এগিয়ে যায়। ২০১৪ সালে ৬,৪৮৯ ভোটে, ২০১৯ সালে ১৮, ৯১৬ ভোটে এবং ২০২৪ সালে ১১,১৫৬ ভোটে। ফলে এই বিভাগে টানা তিনবার তৃণমূল পিছিয়ে পড়েছে। ২০২৪ সালে বিধাননগর কেন্দ্রে মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিল ২,৪৭,৮৫০ জন। ২০২১ সালে ছিল ২,৪৩,৩৬০, ২০১৯ সালে ২,৩১, ০৯৪, ২০১৬ সালে ২,২৬,৮৯৭ এবং ২০১১ সালে ২,০০,২৬৫ জন। এটি একটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ শহুরে কেন্দ্র। দক্ষিণ দমদম এলাকার কিছু ওয়ার্ডে মুসলিম ভোটার থাকলেও মোট ভোটারের ৫ শতাংশেরও কম। এখানে তফসিলি জাতি ভোটার প্রায় ১৩.৬৬ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতি প্রায় ১.৯৫ শতাংশ। শহুরে কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও এখানে ভোটদানের হার মোটামুটি ভালো। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১ সালে সর্বোচ্চ ভোট পড়ে ৭৪.৩৫ শতাংশ। এরপর ২০১৬ সালে তা দাঁড়ায় ৬৮.০৮ শতাংশে, ২০১৯ সালে ৬৯.৮৭ শতাংশ, ২০২১ সালে ৬৬.৮০ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৬৬.৮৬ শতাংশে। বিধাননগরের নির্বাচনী পরিসংখ্যান দেখায়, এই কেন্দ্রে আধিপত্যের লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে। ২০০৯ সাল থেকে মোট সাতটি বড় নির্বাচনের মধ্যে তৃণমূল চারবার এগিয়ে থেকেছে এবং বিজেপি তিনবার।এই প্রসঙ্গে আরও একটা তথ্য দিতেই হয়, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান তুলনামূলকভাবে কম, অথচ লোকসভায় বিজেপির ব্যবধান বেশি। বিজেপির সামনে চ্যালেঞ্জ হল, কীভাবে তারা লোকসভা নির্বাচনের সাফল্যকে বিধানসভায় রূপান্তরিত করবে। যদি তারা তা করতে পারে, তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চতুর্থবার এই আসন ধরে রাখার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস চাপ যে রয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।